



গ্যাঙ্গেস জুটমিলে শ্রমিক অশস্ত্রোষ। শ্রমিকদের এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে কাজ করতে বলা ও সেই বিভাগে বাড়তি কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগে গত কয়েকদিন ধরেই শ্রমিক অসন্তোষ দাঁনা বাঁধছিল হুগলির বাঁশবেড়িয়া গ্যাঙ্গেস জুটমিলে। ... বিস্তারিত পাতা ৩



কাজের চাপ বাড়ছে, কিন্তু বাড়ছে না ভাতা। প্রতিবাদে পালস পোলিও বয়কট করে অবস্থান বিক্ষোভ করলেন আশা কর্মীরা। রবিবার বিক্ষোভ দেখান আশা কর্মীরা। ভিন্ন রাজ্যে আশা কর্মীদের ভাতা বাড়ানো হলেও বাড়ছে না বাংলায়... বিস্তারিত পাতা ৫



কোচবিহারের তুফানগঞ্জে সরকারি দু'টি মূল্যবান
গাছ বিক্রি করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল
কংগ্রেসের বৃথ সভাপতির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে
নাট্যবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ধলপল ২
গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসবস এলাকায়।
... বিস্তারিত পাতা ৭



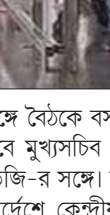
এ বার ধরমশালা টেস্টের আগে ভারতীয় টিমের জন্য বিরাট সুখবর। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আপডেটেড পয়েন্ট টেবলের মগডালে উঠে পড়েছে রোহিতের ভারত।
...বিস্তারিত পাতা ৮

সংক্ষিপ্ত খবর

বুধে প্রধানমন্ত্রীর
হাতেই হাওড়া
মেট্রোর উদ্বোধন

মুহুর্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চ :
আর মাত্র দু'টো দিন। তার পরই
উদ্বেগন হতে চলেছে হাওড়া
ময়দান-এসপ্লানেড মেট্রো
পর্যবেক্ষণ। আগামী ৬ মার্চ বুধবার
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই প্রকল্প
উদ্বোধন করার কাজ। তবে উদ্বেগন
হলেও গন্ধার তলা দিয়ে যাওয়া
মেট্রোকে যাত্রী পরিষেবা কবে
থেকে তা এখানও চিক্ হইনি।
সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রীর সময়
অনুমোদিত উদ্বেগন হলেও এই লাইনে
যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কিছু কাজ এখনও
বাকি রয়েছে। ফলে সেগুলো শেষ
করার পক্ষে পরিষেবা শুরু হবে।
এইদিনই উদ্বোধন হওয়ার কাজ নিউ
গড়িয়া-বিমানবন্দর প্রকল্পের পরিচি
সুভাষ থেকে রুবি পর্যন্ত মেট্রো
পর্যবেক্ষণ। পাশাপাশি জোকা-
তারাতলা রুটের সম্প্রসারণ হবে
মাঝেরহাট পর্যন্ত। সবকটি রুট
উদ্বেগন হলেও যাত্রীরা কবে থেকে
মেট্রোয় চড়তে পারবেন, সে বিষয়ে
মেট্রোর তরফে এখনও কিছু
জানানো হয়নি। মেট্রো কর্তাদের
একসঙ্গে কথার, যেহেতু
লোকসভা ভোটের দিনলগ্ন যোগ্য
হতে খুব বেশি দেরি নেই, তাই দ্রুত

মুর্তি বার্তা, কলকাতা, ৩ মার্চ :
লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে
নেতেছে রবিবার বিকাশের রাজ্যে
এখনে নির্বাচন কমিশনার। সবকিছু
ঠিক ঠাক থাকলে আগামী কয়েক
দিনের মধ্যেই হতে পারে লোকসভা
ভোট। যদিও এখনও অবধি কোনও
রকম চূড়ান্ত নিদক্ষণ ঘোষণা হয়নি।
তবে তার আগেই সম্পর্কভার
বুকের তালিকা চিহ্নিত করেছে
নির্বাচন কমিশনার। সেই তালিকায়
উত্তর ২৪ পরগণা জেলাকে অতি
সম্পর্কভারত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত
করা হয়েছে। লোকসভা ভোটের
প্রস্তুতি খতিয়ে নেতেছে রবিবার
বিকালে রাজ্যে এল নির্বাচন
কমিশনারের ফুল বেষ্ট। ১৩ জন
আধিকারিক নিয়ে টিমের নেতৃত্বে
রয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার।
উল্লেখ্য, এদিন সন্ধ্যায় রাজ্যের মুখ্য
নির্বাচনী আধিকারিক আরজ
আচার্যবাবু সবেগে বৈঠকে বসেন।
এছাড়া রাজ্য পুলিশের মেডাল



সঙ্গে বৈঠকে বসবে। এরপর বৈঠক হবে মুখ্যসচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজি-র সঙ্গে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হয়েছে বেশ কয়েকটি রাউন্ডে।

নির্বাচনের দিন ঘোষণা না হলেও
ইতিমধ্যেই এই রাজ্যে পা রেখেছে
কেন্দ্রীয় বাহিনী। ১ কোম্পানি



আধা সেনা জেলায় জেলায় পৌঁছে
গিয়েছে। চলছে রুট মার্চ। সেই
মতো আজ রবিবার সকাল
থেকেই বর্নগায় শুরু হয় কেন্দ্রীয়
বাহিনীর রুট মার্চ।

সম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অগ্রগতি

১৪ পরগণা জেলায় অতিথি

১৫ মঙ্গলবার এলাকা হিসাবে

চিহ্নিত করেছে নির্বাচন কমিশন

তাই সেখানে সব থেকে বেশি

বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে

জেলার পাশাপাশি শহরেও চলে

এসেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। রবিবার

কলকাতাতে বিএফকে ৭

কোম্পানি এসেছে। গত

বিশালসভা থেকে পঞ্চায়েত

নির্বাচনে হিংসা-অশান্তির ছবি

দেখা গিয়েছে রাজ্যে। ভোট

হিংসায় পরিবেষ্টিত হচ্ছে

মুখে পড়ে বাজার আইন-শৃঙ্খলা

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ডুমুরি

নিয়োগ প্রস্তুত। এই প্রেক্ষাপটে

আগামী লোকসভা ভোটকে

শান্তিপূর্ণ করা একটি বৃহৎ চ্যালেঞ্জ

বলেই মনে করছেন সকলে।

ফলে রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের

তুল্য বেঞ্চের আশা বিশেষভাবে

ভাগ্যপূর্ণ বল মনে করা হচ্ছে।

মোদির সভায় বিজেপিতে যোগ!

তমলুকের প্রার্থী হচ্ছেন
বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়!



মুর্ত্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ মার্চ :
 তেডটে প্রাণী হচ্ছেন বিচারপণ্ডিত
 গঙ্গোপাধ্যায়। শোনা যাচ্ছে, আগ
 বারাসতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
 থেকেই বিজেপিতে যোগ দেবেন তিনি।
 তালুক থেকেই তিনি প্রাণী হচ্ছেন।
 জল্পনা। বিচারবিভাগীয় মহল তে
 সামগ্রিকভাবে রাজের নানা মহত্বে
 আলোচিত ব্যক্তি বিচারপণ্ডিত
 ক নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও তুমুল
 তিত মামলায় এজলাসে বসে মতামত
 নাম উল্লেখ করে নানা কথা বলা
 পাঁছাচ্ছে। সেসব নিয়ে তৃণমূল
 বলেছিলেন, অবসরেই বেশিদিন
 বসার নিয়ম আসুন না রাজনৈতিক ম
 লালকায়তো তড়েরে আগে সরাসরি
 শোনা যাচ্ছে, বিজেপির দল থরে
 টিকিটেই লড়াই করবেন বিচারপণ্ডিত
 দ দিব্যদুর্ অধিকারী। তৃণমূলের টিকি
 নেরে সময় থেকে অধিকারী পরিবার
 নিয়ে। লড়ছেন কথি আসন থেকে।
 অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারী। হ
 রপণিত অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তড়েরে
 তিত নিয়ে কলকাতা হুই কোর্টের
 খাই জানিয়েছেন। জানিয়েছেন, মদ

পদ্মতাপ্ত জম দেবেন সিংহপাণ্ডিত কাহে। রাজনীতিতে যোগেদ
সম্পত্তিভাৰেই জানিয়েছে। অসমৰ শ্ৰেণেৰ কৰ্মীৰ হাত কাটে
অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। নিজেই অবসৰেৰে কথা ঘোষণা কৰেহে-
গঙ্গোপাধ্যায়। এই খৰৰ প্ৰকাশে আশুতই অভিজিৎ গাং-
ৰাজনীতি-যোগ নিয়োগ শুক্ৰ বৈশাখ ত্ৰৈপ জঙ্ঘনা। এখানেই ই-
বান নেতা তথা আইনজীবী বিকাশেশ্বৰ ডাউচাৰে প্ৰসঙ্গ
অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ৰে সম্পৰ্ক নিয়োগ চাৰি হয়হে বিস্তৰ।
আমি মনে কৰি না উনি বিজেতৰে যোগ দেবেন।
দাড়াবনে বৰে মনি কৰি না। এই আমাৰ বাৰ্জিতত ধাৰণ।

মোদী একজন
বাঙালি-বিরোধী
: ডেরেক



দুরন্ত বাতী, কলকাতা, ৩ মার্চ :
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে
তীব্র আক্রমণ শালেন তৃণমূল
কংগ্রেস নেতা জেজেব ও প্রায়শঃ
তার মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী
বাঙালি বিরোধী। তিনি বাঙালি এসে
'নারী শক্তি' নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন
এবং তাপার এমন একজনকে
টিকিট দিয়েছেন যে বাঙালি
নারীদের অপমান করেছে। এটাই
মোদী কি গ্যাঙ্গার!। রবিবার
জেজেব আবার বলেছেন, আপনি
যদি বাংলা নিয়ে খারাপ কথা
বলেন, আপনি যদি মহিলাদের
খারাপ কথা বলেন, আমরা
আপনাকে টিকিট দেব! তিনি
প্রতিশোধ হিসেবে দুই বছরের জন্য
বাংলার তহবিল বন্ধ করে দেবে।
কিন্তু তখন বাঙালি প্রতিজ্ঞা করেন
যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেই
সব টাকা দিয়েছে। সুতরাং এটা বেশ
পরিষ্কার, ১০ মার্চের সমাবেশে
মানুষ বেরিয়ে আসবে এবং তাদের
শক্তি দেখাবে।

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ ৪ হিন্দি বলয়ের রাজনীতিতে গত এক দশক ধরেই প্রাঙ্গমিকতা হারাচ্ছে কংগ্রেস। এটা বোঝা যাচ্ছে। বর্তমানে দলের জনমর্থন এতটাই তলানিতে গিয়ে উঠেছে, যে আমেটি-রায়বলির মতো আসনেও প্রার্থী হওয়ার অলি ভাবতে হচ্ছে গান্ধী পরিবারকে। ঠাউর দৃশ্যে আসন গান্ধী পরিবারের সুসারথী প্রার্থী হন, চাইছে দলের রাজা নেতৃত্ব। কংগ্রেসের উপর চাপ বাড়ছে সমাজবাদী পার্টিও। অথচ, রাহুল গান্ধীরা এখনও নীরব। একসময়ের নিশ্চিত আসন এখন বুকিপূর্ণ। একসময়ের 'এখন প্রহরীঘীন। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে আমেটিভে স্ট্রেট ইহারানি কাছে ৫৫ হাজার ভোটে হারেন রাহুল গান্ধী। রায়বলি

উত্তরপ্রদেশের একমাত্র আসন
যেখানে ২০১৯-এ জিতেছিল হাফিজ
শিবির। সেখানে সোয়ানী গান্ধী জয়ী
হল এবং এবার বসনিয়ার কারণে প্রার্থী
হবেন না তিনি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন
হল, কয়েক দশক ধরে যে
আসনগুলি গান্ধী পরিবারকে কুইট
সমর্থন জানিয়ে এসেছে, সে
আসনগুলিতে প্রার্থী হবেন কোটা?
সমাজবাদী পার্টি এ ইন্ডিয়া জাট
চাইছে প্রার্থী হোন গান্ধীরাই। তারা
বলছেন, গান্ধী পরিবারের কেউ
আমোটে-সারাবরেলি থেকে প্রার্থী না
হলে উত্তরপ্রদেশের লড়াইয়ে কমপ্রেস
তথা বিরোধীরা হাল ছেড়ে দিয়েছে
বলে বিজেপি প্রচারের সুযোগ পেয়ে
বলে। অথিষেণ্ড যাব্দ প্রকাশে
বলছেন, আমোটে-এস রাবরেলি
এই দুটি আসন গান্ধী পরিবারের

পুরনো, চিরাচরিত আসন। এখনও
পর্যন্ত যা জানি, গান্ধী পরিবারেরই
কেউ না কেউ ওই দুই কেন্দ্র থেকে



প্রার্থী হবেন। তবে সূত্রের দাবি,
জোটের শর্তেই অখিলেশ জানান,
ওই দুই আসনের মধ্যে অন্তত

একজন গান্ধী পরিবারের সদস্যকে
প্রার্থী হতে হবে। সোনিয়া গান্ধীও
রায়বরেলিবাসীর উদ্দেশে লেখা

আসনে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর প্রাণী
হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আর
রাহুল গান্ধীও আমেরিতে ফের প্রাণী
হবে পায়েল বন শোনা গিয়েছে।
রাহুলের জন্য রায়বলিতে প্রাণী
হওয়ার বিকল্পও রয়েছে। সফে
প্রিয়াঙ্কাকে আমেরিতে পাঠানো হতে
পারে। তবে সবটাই নির্ভর করছে
রাহুলের নিষেধ উপর। এ নিয়ে
কংগ্রেসের মুখে এখনও কুলুপা যা
জন্মানা বাড়ছে। আর বাড়ছে
কংগ্রেস কর্মী এবং জোটসিঙ্গদের
উকাল। রবিবার মধ্যাহ্নের
গোয়ালিয়রে ভারত জোড়ে নাম্য
যাত্রা চলাকালীন রাহুল গান্ধী
বলেছেন, গত ৪০ বছরে দেশে
এখন সবচেয়ে বেশি বেকারত্ব
পাকিস্তানের তুলনায় ভারত
বেকারত্ব দ্বিগুণ।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্য
বাংলাদেশ ও ভুটানের
চেয়ে ভারতে বেশি
বেকার যুবকঃ রাহুল গান্ধী

গোয়ালিয়র, ৩ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র মোদীর জন্যই বাংলাদেশে
ও ভূটানের চেয়ে ভারতে বেশি
বেকার বৃদ্ধি। প্রধানমন্ত্রীর
বিরুদ্ধে সুসড় অভিযোগ নেত-
একথা বললেন কংগ্রেস এন-
রাহুল গান্ধী। রবিবারের
মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে ভারত
জোড়ো ন্যায় যাত্রা চলাকালীন
রাহুল গান্ধী বলেন, ভারত ৪০
বছরে দেশে বেকারসহ চলে গেছে
বেকারত্ব। পাকিস্তানের তুলনায়
ভারতে বেকারত্ব দ্বিগুণ



রাখার হাওয়া গান্ধী বলেছেন, বাংলাদেশ এবং ভূটানের তুলনা বেশি, কারণ নরেন্দ্র মোদী নো বানসা শেষ করেছেন। রাবাবার তিনি আরউটে-ব ভান বিশ্বাস যান রাখল গান্ধী। সামবাবার বি এদিন তিনি নরেন্দ্র মোদীর বি এদিন এও বলেন বিজেপির স করবে। রাবাবার এই হত্ব্য কা পাটনার গান্ধী ময়দানে মহাজে স্কেন্ডায় সরকারের ওপর তীব্র করে থেকে বিজেপির হাটিয়ে শলে। তিনি আগও বলেন, য সবই হয় এই বিহার থেকে এবং রাখা। বিহার দেশের রাজনীতি থেকেই শুরু হয়। দেশে আজ রাখল গান্ধী বলেছেন যে দেশের তবে একে অপরের প্রতি ভালব পাবার বিষয়ে ছাড়াছে তা বড় প্রশ্ন প্রতি অবিরক কা হচ্ছে, মাফিা চল্লিশ বছর ধরে বেকারস্কেহ হ আগে দারিদ্র্য সরকারী ক্ষেত্রে আর তারা পান না। সরকারী প্রচাণ করেছিলেন এবং আনাম প্রচাণ করে বিজেপি দেশের মান সবই যোবনে, নির্বাচনে তাদের

মার্কিন রিপোর্টের দাবি দেশ থেকে
'চরম দারিদ্র' মুছেছে মোদি সরকার!

‘অবাস্তব’ বলে তোপ দেগেছে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ : 'চরম দারিৎ' দেশ থেকে প্রায় মুছে দিয়েছে মোদি সরকার। মার্কিন 'ট্যাক্স' প্রক্রেস ইনস্টিটিউশনের এক রিপোর্টে এমনটি বলা করা হলে। সুবিজ্ঞা ভাষা ও কণ্ঠ ভাষিন, দুই অর্থনীতিবিদের লেখা এই রিপোর্ট আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিপ্লবের বহু হাতীয়ার হতে পারে বলেই মনে করছে ওয়ার্কবিহাল মূল্য। কংগ্রেস বংশ এই রিপোর্টকে কার্যত 'বলে তপ দেগেছে।' মার্কিন এই সাফল্য পালি, গত ত-৩ রিপোর্টে এবিষয়েও মোদি সরকারকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে। দাবি, ভারত এক দশকে অর্থনৈতিক পুনর্নর্টনে জোর দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার। আর তার ফলেই দেশের 'দারিৎ'র হার এখন মাত্র ২ শতাংশ। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ক্রেডি ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে সরকারি খরচের সমীক্ষা সংক্রান্ত তালিকা প্রকাশ করেছিল। আর সেই তথ্য থেকে দেখা গিয়েছিল, ২০১১-১২ সাল থেকে প্রতি বছর মাথাপিছু খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে ২.৯ শতাংশ। আর সেফ্রেড্রে শহরের বৃদ্ধি (২.৬ শতাংশ) থেকে গ্রামের বৃদ্ধি (৩.১ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য ভাবেই বেশি। মার্কিন রিপোর্টের দাবি, দারিদ্রের হার এক দশক আগে থেকে ছিল ১২.২ শতাংশ। সেখানে এখন তা ২ শতাংশে নেমে এসেছে। হাত শিবিরের অবস্থা দাবি, রিপোর্টটি বাস্তব ছবি তুলে ধরছে না। কেননা মোদি সরকার ৮১ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছে। যা এই রিপোর্টের পরিপন্থী। কেননা রিপোর্ট মাতৃক ছাড়ে খুব বেশি ৭ কোটি দারিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া যেত।

‘হিন্দুই নন মোদি’, ধর্মের অস্ত্রেই
প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিস্তোম্ভারক লাগু

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ : রামমন্দির ও কুশেবর দ্বারকা নগর, মন্দির উভয় ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী উত্তরে দেশে গিয়ে আসেন ২০২৪-৪০ নির্বাচনে হিন্দুত্বই হবে বিজেপির চলেছে তা বুঝতে অসুবিধা হয়। "লিভার হিউমরেস মেনে নির্বাচন পড়েছে বিজেপি ব্যাটলিয়ানকে নাকি হিন্দু! জে!না! চ্যাম্বলার কবিরি, আদর্শব্রজ প্রতিষ্ঠাতা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিহারের এল। এদিন পাঁচালী ইমন্তা জো লালা। সেখানেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ-কাল পরবর্তী উনি দাবি করছেন, বিরোধীরা প উদ্দেশ্য করে লালুর ক্যাম্প, অ নাকি নিজের মন্তব্যের ব্যাপ্য। মৃত্যুর পর মড়কেতে লুণ, দা মায়ের মৃত্যুর পর আপনি কেন বিবেকে লড়িয়ে এখন দেশে ঘা আগে লালুর প্রেমে মস্তব্যে রী রাজনীতিতে। শুধু নরেন্দ্র মোদি আর্মজ শানিয়েছেন আরজেজ জেডিউ পাল্লার নীতীশ কুমা নীতীশকে প্রাণুরাম বলে কান্না



লালু প্রসাদ যাদব। রবিবার এক জনসভায়
অতনু মুখামতী বলেন, নরেন্দ্র মোদি হিন্দু
বিশ্বব্রতী ন্যাশনাল জমসভায় উপস্থিত হয়েছিল।
ড্র মৌদিকে নিশানা করেন তিনি। বলেন,
রাবিবার নিয়ে বিরোধীদের অক্রমণ শানাচ্ছে।
বিপ্লবের পর লালু লুডছেন। এর পরই মৌদিকে
পনরাত্তর জন্মিবাবাই নেই। আপনি হিন্দুও
য় লালু আরও বলেন, প্রতিটি হিন্দু মায়ের
ড কেটে ফেলেন। আপনি বলুন, আশনার
য করেননি? রাম-রহিতকে একে অপরের
ডড়াচ্ছে। লালু বাবুলো লোকসভা নির্বাচনে
তিমতেতি শেরোগে গেলেন হুয়েছে জাতীয়
ক নিশানাক হিন্দিকে খাতি হানি লালু প্রসাদ
কেন সন ছেড়ে সন্ধ্যা এটিএন আর হাত ধরা
কেন? এদিনের সত্য তা থেকে চেনা সুইয়ে
করেন।

ভূমিখসের জেরে বন্ধ জন্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক

জন্মু, ৩ মার্চ : ভূমিখসের কারণে জন্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিক এই তথ্য জানিয়েছেন। জন্মু-শ্রীনগর জাতীয় মহাসড়কে অবিরাম বৃষ্টির কারণে রামবান জেলার অনেক জায়গায় ভূমিধস হয়েছে। রবিবার নিয়ে দুদিন জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। মহাসড়কে রবিবার সকাল থেকেই যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। এদিকে, শ্রীনগর-লেহ, মুঘল রোড, সিধুন-কিশতওয়ার রোড, বাপ্দিপোরা-গুরেজ এবং কুপওয়ারা-টাংখর রোডে তুষারপাত অব্যাহত রয়েছে এবং যান চলাচলের জন্য ওই রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বাইক-অটো সংঘর্ষে গুরুতর আহত এক

পাথারকাপি (অসম), ৩ মার্চ : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকাপিঃ বিধানসভা এলাকার হাতিখিরায় মোটর বাইক এবং যাত্রীবাহী অটো রিকশার সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন জনৈক ব্যক্তি। অহতকে হাতিখিরা চা বাগানের ১১ নম্বর লাইনের বছর ৫০-এর রামভরত রাজভর বলে শনাক্ত করা হয়েছে। আজ রবিবার দুপুরে পেশায় চা শ্রমিক রামভরত হাতিখিরার এক রেশন দোকান থেকে চাল নিয়ে এসে ১০ বিসি ০১১৬ নম্বরের একটি অটো রিকশায় করে স্বগৃহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। অটোটি হাতিখিরা এলাকা অতিক্রম করে ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের ২ নম্বর বাগানের প্রথম টিনব্রিজ এলাকায় পৌঁছে। তখন দুই নম্বর বাগান থেকে দুরন্ত গতিতে আসে এগেস ১০ ই ২৬২৭ নম্বরের বাইকা। বাগান থেকে বেরিয়ে সড়কে উঠতে গিয়ে আচমকা অটোর সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বাইককে। সংঘর্ষে অটোর যাত্রী রামভরত গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন। তার হাত পা ও ভেঙেছে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। এদিকে দুর্ঘটনা সংগঠিত করে বাইক নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায় চালকা। স্থানীয়রা আহত রামভরতকে উদ্ধার করে অন্য গাড়িতে করে চিকিৎসার জন্য বাজারিছড়ায় মাকুন্দা হাসপাতালে পাঠান। ঘটনার খবর পেয়ে বাজারিছড়া থানা থেকে পুলিশ গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

বাড়ি ভেঙে মৃত্যু মাসহ ৩ শিশুর

জন্মু, ৩ মার্চ : জন্মু ও কাশ্মীরের রিয়েসি জেলায় বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হল মা ও তিনটি শিশুর। ঘুমের মধ্যেই মা ও তিনটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মৃত শিশুগুলির মধ্যে একটি শিশুর বয়স মাত্র দুই মাস। রিয়েসির ডেপুটি কমিশনার বিষয়ে পাল মহাজন বলেছেন, রবিবার সকালে মাহোরে মহকুমার চাসানা গ্রামের কাছে ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। বিগত ২৪ ঘণ্টা ধরে ওই এলাকায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। এরইমধ্যে রবিবার সকালে একটি বাড়ি ভেঙে পড়ে এবং শিশুর মধ্যেই মা ও তিনটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের নাম-ফাল্লা আখতার (৩০), নাসিমা আখতার, সাফিন কৌলার, সামরীন কৌসরা। এছাড়াও দু’জন আহত হয়েছেন, তাঁরা হলেন কালু ও তাঁর স্ত্রী বানো বেগম।

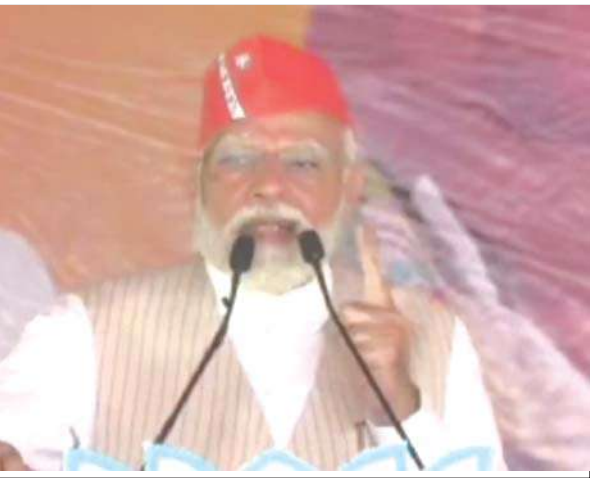
পুতিনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই মস্কোয় জনজোয়ার কেন মৃত্যু,উত্তর হয়তো নাভালনির সঙ্গেই কবরে চাপা পড়েছে

৩ মার্চ : পুতিন বিরোধী অদ্যালোন নয় টিকই, কিন্তু রাশিয়ায় পুতিনের যে শাসন মানুষের মনতে চাইছেন না, তার প্রমান পাওয়া গেল। মস্কোর বিরোধিদল নেতা অ্যালেক্সেই নাভালনিকে মস্কোতেই সমাধিস্ত করা হল। প্রিয় নেতাকে শেষ বিদায় জানাতে এসেছিলেন হাজার হাজার মানুষ। রুশ প্রশানের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করেই সকলের গলায় শোনা যায় পুতিন-বিরোধী স্লোগান লক্ষ্য করা গিয়েছে। নাভালনির দেহ হাতে পেতে কার্যত যুদ্ধ করতে হয়েছিল তার পরিবারকে। দেহ কবর দেওয়া নিয়েও আরোপ করা হয়েছিল নানা বিধিনিষেধ। নিষেধাজ্ঞা ছিল স্মরণগত। নিয়েও কিন্তু শুক্রবার কোনও কিছুই আটকাতে পারেনি সাধারণ মানুষকে। এদিন মস্কোর মারইনোর চার্চ অফ দ্য আইকন অফ দ্য মাদার অফ গডে নাভালনির শেষকৃত্যের আয়োজন করা হয়। এক সময় এই ষহরেই থাকতেন নাভালনি। এদিন প্রিয় নেতাকে বিদায় জানাতে আসেন বহু মানুষ। কিন্তু কাউকেই চার্চের ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস পালন, পশুপ্রেমীদের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ : বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস উপলক্ষ্যে রবিবার পশুপ্রেমীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরে ংদ্র মোদী। তিনি এদিন বললেন যে এই দিনটি আমাদের জীবনের অবিশ্বাস্য বৈচিত্র্য উদযাপন করার এবং বন্য প্রাণীদের সুরক্ষার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করার একটি সুযোগ। প্রধানমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন, বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসে সকল পশু প্রাণী প্রেমিকদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। রবিবার আমাদের জীবনের অবিশ্বাস্য বৈচিত্র্য উদযাপন করার এবং তাদের রক্ষা করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি পালনের একটি সুযোগ। যারা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য কাজ করছেন এবং এই কাজে যারা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন

আমি তাদের সকলের প্রশংসা করছি।



মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসে বন্য প্রাণী

সংরক্ষণের আবেদন জানিয়েছেন। ৩ মার্চ, রবিবার বিশ্ব বন্যপ্রাণী



দিবস। ২০১৩ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ

‘লাল চোখ’! চিনা রোষে ভারতের মিডিয়া তাইওয়ানের বিদেশমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হওয়ায়

৩মার্চ : এক ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে ফ্লোড প্রকাশ করল চিন। তাইওয়ানের বিদেশমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে সেখানে। আর তাতেই বেজায় চটেছে বেজিং। তাদের দাবি, ওই সাক্ষাৎকার তাইওয়ানের স্বাধীনতাকে সমর্থন করেছে। পাশাপাশি ‘ভুল তথ্য’ও পরিবেশন করা হয়েছে। চিনকে পালটা দিয়েছে তাইওয়ানও। টিক কী জানিয়েছে চিন? ভারতে অবস্থিত চিনাভূতাবাসের তরফে যে বিবৃতি পেশ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, ‘গত ২৯ ফেব্রুয়ারি এক ভারতীয় টিভি চ্যানেলে তাইওয়ানের বিদেশ দপ্তরের প্রধান জোসেফ উ-এর সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করেছে। যা তার জন্য একটা মঞ্চ করে দিয়েছে, ‘ তাইওয়ানের স্বাধীনতা ‘ হয়ে কথা বলা’ এবং ভুলো তথ্য পরিবেশনের। এক্ষেত্রে এক-চিন নীতির গুরুতর লঙ্ঘন হয়েছে, যা সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত।’ এই বিবৃতির জবাবে চিনকে একহাত নিয়েছে তাইওয়ান। তাদের তরফে পালটা বিবৃতি পেশ করে বলা হয়েছে,



স্বাধীনতা রয়েছে। তাইওয়ান কোনওভাবে চিনের ‘হাতের পুতুল’ নই। উল্লেখ্য করা যেতে পারে, ভারত বরাবর ‘এক চিন নীতি’ অনুসরণ করে এসেছে। তাইপেইয়ের সঙ্গে নয়াদিল্লির

বলা হয়েছে, বিশ্বে একমাত্র একটিই চিন। তাইওয়ান চিনেরই অংশ। এবং চিনের সরকারই সমগ্র চিনের আইনি প্রশাসক। যদিও এই ব্যবস্থা স্বীকার করতে রাজি নয় বলেই বার বার জানিয়েছে তাইওয়ান।

ভাতের জন্য হাছাকার অবরুদ্ধ গাজায়, ত্রাণ পৌঁছে দেবে আমেরিকা

৩ মার্চ : এবার আকাশপথে গাজায় ত্রাণ পাঠানো হবে। শুক্রবার এই কথা ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বৃহস্পতিবার ত্রাণ নিতে গিয়ে ইজরায়েলি সেনার গুলিতে ত্রাণ হারান ১০৪ প্যালেস্তিনীয়। তার পরেই আকাশপথে ত্রাণ পাঠানোর সিদ্ধান্ত বাইডেনের। হামাসের বিরুদ্ধে ইজরায়েলি সেনার সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকেই বেড়েছে গাজার আমজনতার দুর্দশা। ত্রাণের ভরসাতেই তাঁদের দিন কাটছে। ভারত-সহ একাধিক দেশ গাজার জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করেছে। তবে বারবারই অভিযোগ উঠেছে না পর্যাপ্ত ত্রাণ পাঠানো যাচ্ছে না গাজাতে। এহেন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার ড্যানুক ঘটনা ঘটে পৃষ্ঠমুখ গাজার নাবুলসি এলাকায়। ট্রাক থেকে ত্রাণ নিতে আসা প্যালেস্তিনীয়দের উপর গুলি চালায় ইজরায়েলি ফৌজ। মৃত্যু হয় ১০৪ জনের।সেই খবর পেয়েই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তার কথায়, আগামী



সেখানকার মানুষের জন্য এখনও অনেক কিছু করা প্রয়োজন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেটা অবশ্যই করবে। গাজার যে পরিমাণ ত্রাণ পৌঁছেছে সেটা মোটেও যথেষ্ট নয়। তবে ‘ ইজরায়েলের গুলিবর্ষণ নিয়ে এডেনা শব্দও খবচ কেনেনি বাইডেন। হোয়াইট হাউসের তরফে পরে জানানো হয়, গাজায় আপাতত

খারাবাহিকভাবে ত্রাণ পাঠানো হবে। আগামী দিনে জলপথে বিশাল জারগা পায়নি।

চলছে। কিন্তু কবে থেকে আকাশপথে ত্রাণ পাঠানো শুরু হবে সেই নিয়ে কিছু জানা যায়নি। উল্লেখ্য, জর্ডান ও ত্রানসেই মতো বেশ কয়েকটি দেশে আকাশপথে ত্রাণ পাঠিয়েছে। তাতেও দুর্দশা কমেনি গাজার আমজনতার।

স্বাধীনতা সংগ্রামী শিবরাম মুঞ্জেকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন

পরিষদ ৩ মার্চ এই দিবসটি পালনের ঘোষণা করেছিল। এই দিনটি উদযাপনের উদ্দেশ্য হল, বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কনভেনশনের ১৯৭৬ সালের সংকল্পের পুনরাবৃত্তি করা। এই উপলক্ষ্যে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বন্য প্রাণী এবং গাছপালা সংরক্ষণ ও তার প্রচারের জন্য সমস্ত মানুষকে আবেদন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসে সমগ্র রাজ্য এবং দেশবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন। পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষার জন্য বন্য প্রাণীদের জীবনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আসুন, এই দিন উপলক্ষ্যে আমরা সবাই মিলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের অঙ্গীকার করি।

ভোপাল, ৩ মার্চ : মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব স্বাধীনতা সংগ্রামী বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জেকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। রবিবার ভারতের বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ডঃ বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জের মৃত্যুবার্ষিকী। সর্বভারতীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন বি. এস. মুঞ্জো। সেইসঙ্গে তিনি ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের রাজনৈতিক গুণক। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। যাদব এক্স পোস্টে লিখেছেন, আমি সুপরিচিত স্বাধীনতা সংগ্রামী বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জেকে মৃত্যুবার্ষিকীতে বিনশ্রু শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, যিনি দেশের সেবায় নিজেকে নিবেদন করেছিলেন, সেইসঙ্গে তিনি ‘রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ’-এর প্রতিষ্ঠায় তাঁর অতুলনীয় অবদান রেখেছিলেন, তার কথা উল্লেখ করেন।



বেঙ্গালুরুর ক্যাফেতে বিস্ফোরণ স্থল পরিদর্শনে কর্ণাটকের পুলিশ



বেঙ্গালুরু, ৩ মার্চ : বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফেতে বিস্ফোরণ স্থল পরিদর্শন করেন কর্ণাটক পুলিশ। বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফেতে একটি ভয়াবহ বোমা-বিস্ফোরণের ঘটনার পরে কর্ণাটক পুলিশ রবিবার সকালে বিস্ফোরণস্থলে তদন্ত চালায়। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামহিয়া শনিবার এসঙ্গে বলেছিলেন, রামেশ্বরম ক্যাফে ঘটনার সম্পূর্ণ সত্য বেরিয়ে আসবেই। তিনি ওইদিন এই বিস্ফোরণের তদন্তে প্রযুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পুলিশের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। বেঙ্গালুরু সিটি পুলিশ বেঙ্গালুরু হোয়াইটফিল্ড এলাকায় অবস্থিত রামেশ্বরম ক্যাফে বিস্ফোরণের তদন্ত শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামহিয়া পুলিশ আধিকারিকদের পরামর্শ দিয়েছেন যে জনগণকে সুরক্ষা দেওয়া উচিত। তিনি আধিকারিকদের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করছে এবং এই ধরনের এলাকায় পুলিশ টহল বাড়ানোর নির্দেশও প্রদান করেছেন।

দিল্লির বদরপুর ফ্লাইওভারে ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৩, আহত ৪

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ : দিল্লির বদরপুর ফ্লাইওভারে একটি ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষে ৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে, আহত হয়েছেন ৪ জন। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত ১২ টা ৪৮ নাগাদ। পুলিশ সূত্রে রবিবার এই তথ্য জানা গিয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে যে অল্টো গাড়িতে থাকা ৭ জন ব্যক্তি ফরিদাবাদে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে এলি ফিরছিলেন। গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে বদরপুর ফ্লাইওভারের একটি ডিভাইডারে থাকা মেঘ তারপর বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকটিকে ধাক্কা দিলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতদের নাম, রাজ (২১), সঞ্জু (৩৮) এবং দিনেশ (২২)। আহতদের এমইস ট্রাা সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে এবং তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

বাগবাসায় অসমগামী বাসে তালাশি অভিযানে উদ্ধার ২১ কেজি গাঁজা



বাগবাসা (ত্রিপুরা), ৩ মার্চ : প্যাচরকালে গাঁজা সহ চার মহিলা ও এক পুরুষকে আটক করেছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার বাগবাসা থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে ২১ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের পূজা দেবী, বিভা দেবী, সালিকা দেবী, মিনা দেবী এবং রাজীব কুমার প্রসাদ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তারা প্রত্যেকেই বিহারের বাসিন্দা। শনিবার বাগবাসা নাকা পর্যাটে পুলিশ যানবাহনে তালাশি চালাচ্ছিল। সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ অসম রাজ্য পরিবহণ নিগম (এএসটিসি)-এর একটি বাসে তালাশি চালান। কন্ট্রোলর তে পুলিশকর্মীরা। তালাশি অভিযানে চার মহিলা এবং এক পুরুষের হাবভাব দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। পরে তাদের ব্যাগে তালাশি চালিয়ে গাঁজাগুলি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ তাদের গাঁজা সহ বাস থেকে নামিয়ে থানায় নিয়ে যায়। থানায় গিয়ে উদ্ধারকৃত গাঁজাগুলি পরিমাপ করা হয়। পরিমাপে প্রায় ২১ কেজি গাঁজা বলে নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ। পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিএিস অ্যাক্টে মামলা রুজু করেছে। কোথা থেকে তারা গাঁজাগুলি সংগ্রহ করেছে এবং কোথায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ছিল, সে সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তদন্ত শুরু করছে বাগবাসা থানার পুলিশ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪



সদীপন কেন্দ্রীয় সংসদের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ গত ২১ ফেব্রুয়ারি আউটার স্টেডিয়াম সিজকেএস মুক্ত মঞ্চে পালিত হয়েছে। চ. বি. সেনেট সদস্য সমাজ বিজ্ঞানী ডঃ মঞ্জুর-উল-পাশিত চৌধুরী সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অর্থিত হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আচার্য্য দীনেশ চন্দ্র সেন রিসার্চ সোসাইটির ভারতের মহাসচিব অধ্যাপক দেবকান্দা সেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মহম্মদ নূরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট তপন কান্তি দাশ, সদীপনার কেন্দ্রীয় সভাপতি রণশন আরা চৌধুরী প্রমুখরা।

দুরন্ত বাতী

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা
আজ ১৯ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজী ৩ মার্চ ২০২৪, ৫৬৭ চৈতন্যাব্দ, কালি ৫১২৪, সৌর ২০ ফাল্গুন, চান্দ্র ২৩ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৫ শকাব্দ ২০৮০ বিক্রম সাংঘ, ২৫৬৭ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ১৯ ফাল্গুন ১৪৩০, ভারতীয় সিভিল ১১৩ ফাল্গুন ১৯৪৫, মৈতৈ ৩ ফাইরেন, আসাম ১৯ ফাগুন, মুসলিম ২২-শা'বান-১৪৪৫ হিজরী। সূর্য উদয় বিকাল ০৫৫৮২১ এবং অস্ত বিকাল ০৫৩৮২৫। চন্দ্র উদয় রাত্রি ১২৩২১(৩) এবং অস্ত সকাল ১১১৬১০(৪)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথি অষ্টমী (জয়া) শেষ রাত্রি ঘ ০৬২১৫০ দং ৫৩৩০৩৭.৫ পর্যন্ত নক্ষত্র অনুরাধা সকাল ঘ ১১১৩২৫ দং ১৩৭২৭.৫ পর্যন্ত পরে জ্যেষ্ঠা করণ বলব বিকাল ঘ ০৩৩০৫০ দং ২৩৫১ পর্যন্ত পরে কৌলব শেষ রাত্রি ঘ ০৩২১৫০ দং ৫৩৩০৩৭.৫ পর্যন্ত পরে তৈত্তিল যোগ হর্ষণ সকাল ঘ ১৩১৪০১ দং ১৮৮৫৭.৫ পর্যন্ত পরে বজ্র অমৃতযোগ দিন ০৬৪৫০৭ থেকে - ০৯৫১৪৮ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭১৭১০ থেকে - ০৮৫৫৫০ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ দিন ০৫৫৮২৬ থেকে- ০৬৪৫০৭ পর্যন্ত, তারপর ১২৫৮২৯ থেকে - ০১৪৫০৯ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬২৭৫১ থেকে - ০৭১৭১০ পর্যন্ত, তারপর ১২১৩০৯ থেকে - ০৬৩০২৭ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ০৪০৫২০ থেকে - ০৪৫১৫১ পর্যন্ত। কুলিকাষ্মি ০৬৩০২৭ থেকে- ০৪১৯৪৭ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ১০২০৫৮ থেকে - ১১৪৮২৯ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ১১৪৮২৯ থেকে - ০১১৫৫৯ পর্যন্ত। কালিকাষ্মি ০১২০৫৮ থেকে - ০২৫৮২৭ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কৌলব) রবি ১০১৯৩২১৬ (২৪) ৪ পদ, চন্দ্র ৭২৬২২৩ (১৮) ৩ পদ, মঙ্গল ৯১৮৫৪৪ (২২) ৩ পদ, বুধ ১০২৫৫০৫৩ (২৫) ২ পদ, বৃহস্পতি ০১৭৫৩৩১ (২২) ২ পদ, শুক্র ৯২৫৩৭২২ (২৩) ১ পদ, শনি ১০১৩১০৪২ (২৪) ২ পদ, রাহু ১১২৫৩৮১৯ (২৪) ৩ পদ, কেতু ৫২৫৩৮১৯ (২৪) ১ পদ। লগ্ন। কুন্ত রাশি সকাল ০৬৩৩৪১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৮০৪৪৪ পর্যন্ত। মেঘ রাশি সকাল ০৯৪৫২৮ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১১৪৩৪২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০১৫৭০০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৪১২৪৩ পর্যন্ত।
রাশিফল
মেঘ -গুরুজনের শরীর নিয়ে একটি চিন্তিত হতে হবে আপনাকে। চাকুরিজীবীদের আয়ের বাড়তি উস থাকবে। সঞ্চিত সম্পদ বৃদ্ধি হবে। বৃষ -আজ শুক্রটা খুব শুভ হতে চলেছে। এই সময়ে, আপনার পরিকল্পিত কাজ সময়মতো হয়ে যাবে। মিথুন -সাফল্যের সময় শুরু হবে। পরিকল্পিত কাজ শেষ করার জন্য আপনাদের অলসতা দূর করতে হবে। কর্কট - শুক্রতে কাউকে এমন কোনোও প্রতিশ্রুতি দেবেন না। যা ভবিষ্যতে পূরণ করতে সমস্যায় পড়তে হবে। সিংহ -কোনোও প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায়। দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। যার কারণে আপনার মন খুব খুশি হবে। জমি ও বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। কন্যা -সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় আপনাকে অপ্রয়োজনীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে আপনার কর্মক্ষেত্রে কারোর সঙ্গে তর্ক করা এরিয়ে চলতে হবে। তুলা -কিছু সমস্যা নিয়ে শুরু হতে পারে, কিন্তু শেষার্ধ্বে তারা কান্তিত সুখবরে ভালো ফল পাবেন। এমন পরিস্থিতিতে, কোনোও অবস্থাতেই আপনার ঘেঁষে ও বিচক্ষণতা হারাবেন না। বৃশ্চিক - অন্যথায় এই তিনটিই আপনার মাথাব্যথার কারণ হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনাকে বাড়ির মেরামত বা বিলাসবহুল জিনিসগুলিতে পকেট থেকে আরও বেশি অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। ধনু -আপনি পেশা এবং ব্যবসা সম্পর্কিত কিছু ভালো খবর শুনতে পাবেন। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পাবেন। মকর -শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্যে পরিকল্পিত কাজ সময়মতো শেষ হবে। কর্মক্ষেত্রে সিনিয়র ও জুনিয়র উভয়ই আপনার প্রতি সদয় হবেন। কুন্ত -শুক্রটা কিছু সমস্যা দিয়েই কটবে। এই সপ্তাহে আপনাকে পারিবারিক-সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান খুঁজতে একটি বেশি দৌড়াতে হতে পারে। মীন -কোনোও কাজে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন এবং কোণাও কাগজে সঠিকভাবে না পড়ে এবং না বুঝেই সহি করবেন না।

রবিবাসরীয় প্রচারে জনসংযোগ

দেওয়াল লিখন কর্মসূচি বিজেপি প্রার্থী রথীনের, সাংসদ প্রসূনের দাবি নির্বাচনে রথীনবাবুর পরাজয় নিশ্চিত

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ মার্চঃ রবিবাসরীয় প্রচারে জনসংযোগ, দেওয়াল লিখন কর্মসূচি বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তীরা অন্যদিকে, হাওড়ার তৃণমূল সাংসদ প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি নির্বাচনে রথীনবাবুর পরাজয় নিশ্চিত। রবিবার সকালে প্রথম দিনের প্রচারে বেরিয়ে জনসংযোগ সারেন হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডা়রথীন চক্রবর্তী। এদিন তিনি কালীবাবুর বাজারে সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে পূজো দেন। এরপর যান হেম চক্রবর্তী লেনের ইচ্ছাময়ী মাজার মশিরেও। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, হাওড়ার তৃণমূল অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও হাওড়া এখনো বঞ্চিত, অসহেলিত। হাওড়ার উন্নয়নই আমাদের পাখির চোখ। আমরা ২ লক্ষেরও বেশি মার্জিনে এই আসন জয়ের বিষয়ে আশাবাদী। রথীন চক্রবর্তী আরও বলেন, আমরা উপর দল আস্থা রেখেছে লড়াই করার জন্য। এর আগেও আমাকে হাওড়াবাসী সুযোগ দিয়েছেন। অখন্ড ভারতের জন্য,



অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর যে লড়াই সেই লড়াইয়ে হাওড়াবাসী সামিল হবেন বলে আমি আশাবাদী। হাওড়া সদর লোকসভা আসনে এর আগেও বিজেপি ভালভাবে লড়াই করেছে। আগামী সময় এই আসনে দুলক্ষেরও বেশি ভোটে বিজেপি জয়লাভ করবে। হাওড়ার মানুষ সব সময় অবহেলিত, বঞ্চিত। নবাব থাকার কারণে হাওড়ার মানুষের জন্য কিছু করা হয়নি। এখানে নির্বাচনকে বন্ধ রাখা হয়েছে। এখানে পূর পরিষেবা পায়নি

মানুষজন। এখানে হাজার হাজার কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। কলকাতার পাশে হাওড়া থাকা সত্ত্বেও সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করব পরবর্তীকালে যে শক্তিশালী ভারতবর্ষ তৈরি হচ্ছে তার পাশাপাশি হাওড়ায় শিল্পায়ন থেকে শুরু করে মেট্রো রেলের সম্প্রসারণ এবং হাওড়া যাতে মেগা সিটিতে রূপান্তরিত হয় তা তৈরি করা। হাওড়ায় শিল্পায়ন, মেগাসিটি তৈরি ছাড়াও ফ্লাইওভার তৈরি, মেট্রোরেলের সম্প্রসারণের মতো

অন্যান্য যেসব কাজ তা প্রামোয়িট দেওয়া হবে। মানুষ আমাদের বিশ্বাস করবে। আগেও বিশ্বাস করেছেন। দেখেছেন আমাদের কাজের ফ্রেডিবিলিটিকে। আমরা মনে করি আগামী দিনে শক্তিশালী ভারত গড়ার ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদীর ভাবনা রূপায়ণ করতে মানুষ আমাদের সাথে নেনে। জেতার ব্যাপারে আমরা ১০০ শতাংশ আশাবাদী। প্রসঙ্গত, এদিন প্রচারে বেরিয়ে দেওয়াল লিখন কর্মসূচিতেও অংশ নেন রথীন চক্রবর্তী। রবিবাসরীয় প্রচারে রথীনবাবুর সঙ্গে ছিলেন উমেশ রাই, রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সুপ্রীতি চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অন্যদিকে, এদিন তৃণমূল সাংসদ প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বিজেপি থেকে কে প্রার্থী হয়েছেন জানি না। আমাদের দলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভ্যেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতৃত্ব রয়েছে। মানুষ তাদের দেখেই ভোটে দেবেন। শুনলাম যিনি বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন তিনি তো আগে হাওড়ায় মেয়র ছিলেন। মেয়র হিসেবে তিনি কিছুই কাজ করেননি

রবিবার হাওড়ার সালকিয়া ছাত্তাবাবুর ঘাটে এক অনুষ্ঠানে এসে বলেন তৃণমূল সাংসদ প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হাওড়া সদর লোকসভায় বিজেপির প্রার্থী কে দাঁড়িয়েছেন তা আমার জানা নেই। আমাদের দল একটা দল যেখানে ভালোবাসাও আছে ঝগড়াও হয়। হই হই করে চলি। আমাদের দলে কোনও অশান্তি নেই। আমাদের দলে দুজন নেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা সবাই কর্মী। বাংলায় বিজেপির কোনও স্থান নেই। একটাই স্থান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি যাকে প্রার্থী দেবেন সেই প্রার্থীই জিতবেন। বিরোধীরা চাইছে বাংলা থেকে তৃণমূলকে সরাতো। কিন্তু পারবেনা। উড়ে এসে দখল করলাম তা হবে না। আর কি হয়েছে না হয়েছে আমার জ্ঞানর দরকার নেই। ডা. রথীনবাবু হাওড়ার মেয়র ছিলেন। একফোঁটা কাজ করেননি। আর বড় বড় কথা বলে হাওড়াকে নষ্ট করেছেন।

নির্বাচনে উনি গো হারান হারবেন। উনি ২ লক্ষেরও বেশি ভোটে জিতবেন বলে যে দাবি করেছেন তা ভুল। উনি পাগল হয়ে গিয়েছেন। আগে পরের ব্যাপার কিছু নেই। দিদি সময়মতো মাঠে নামেন। যখন নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয় তারপর দিদি করেন। তার নির্দেশমতো আমরা কাজ শুরু করি। সে যাই হোক কেউ কোনওভাবে আমাদের হারাতে পারবে না। ৪২টা আসনের মধ্যে আমরা ৩৯টা আসনের জয়ী হবই। ডা. রথীন চক্রবর্তী বিজেপিতে দাঁড়ানোয় নির্বাচনের লড়াই কঠিন হয়নি। ১১ বছর ধরে হাওড়া থেকে কলকাতায় থাকলেও রথীন চক্রবর্তীকে কোথাও দেখিনি। উনি এমন কিছু মহাপুরুষ নন। আমি মানুষের কাছেই রয়েছি। আমার সঙ্গে সাতটা এমএলএ যারা রয়েছেন তারা ভালো কাজ করছেন। আমরা যদি দাঁড় করানো পাল্টা হাওড়া থেকে করবো তাহলে নতুন করে শুরু করতে হবে। আমাদের দলে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই। জেতা কোনও ফ্যাক্টরিই নয়।

পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নে পক্ষ থেকে একাধিক দাবিতে কর্মবিরতি ও রাস্তা অবরোধ



দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩ মার্চঃ সারা দেশ জুড়ে রবিবার ঘোষিত পালস পোলিও কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। আর তাঁরই মাঝে পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জয়নগর এক নম্বর রুকের পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে কর্মবিরতি পালন করা হলো এবং এদিন পদ্মেরহাট হাসপাতাল মোড়ে কুলপি রোডের ওপর রাস্তা অবরোধে সামিল হন শতাধিক আশা কর্মীরা। আশা কর্মীদের দাবি, তাদের মাইনে সর্বনিম্ন ২১ হাজার টাকা করা হোক। বর্তমানে তাদের মাইনে সাড়ে চার হাজার টাকা।এব্যাপারে রবিবার পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সম্পাদিকা মিতা দাস বলেন, আমাদের কাজের তুলনায় এত কম মাইনে আমাদের সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে। তাছাড়া পালস পোলিও সহ একাধিক কাজেতে অতিরিক্ত ভাতা আমাদের দেওয়া হয় না।তাই এই সব দাবি আদায়ের জন্য রবিবার আমাদের পক্ষ থেকে কর্ম বিরতি পালন করা হচ্ছে প্রতিটা রুক হাসপাতালে। আর এ দিন আমরা পালস পোলিও কর্মসূচিতে তাই অংশগ্রহণ করিনি। আমাদের দাবি মানা না হলে আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের পথে আমরা নামবো। আর এদিন আশা কর্মীদের ছাড়াই আইসিডিএস ও এ এম এম কর্মীরা সরকারের ঘোষিত পালস পোলিও কর্মসূচিতে অংশ নেন।

বকেয়ার দাবিতে হাওড়ার ডোমজুড়ে অবরোধ আশাকর্মীদের

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ মার্চঃ বকেয়ার দাবিতে হাওড়ার ডোমজুড়ে অবরোধ আশাকর্মীদের। রবিবার দুপুরে হাওড়া – আমতা রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান কয়েকশো আশাকর্মী। ডোমজুড় গ্রামীন হাসপাতালের সামনে থেকে মিছিল করে ডোমজুড়ে রুক উন্নয়ন অধিকারিকের অফিস পর্যন্ত পৌঁছে আশাকর্মীরা এদিন অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। আন্দোলনের আশাকর্মী কান্তা দাস বলেন, কয়েক মাস ধরে বেতন পাচ্ছিনা। আমাদের ইনটেনসিভ এর টাকা বাকি রয়েছে। মোবাইল রিচার্জের টাকা ডিউ রয়েছে। মোবাইল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনো দেওয়া হয়নি। মাসিক ভাতা কখনোই নির্দিষ্ট সময়ে দেওয়া হয়না। এক মাসের টাকা পরের মাসে দেওয়া হয়। আমাদের ইউনিফর্ম চার বছর ধরে পাচ্ছিনা।

গ্রামীন চিকিৎসকদের জেলা সম্মেলন

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৩ মার্চঃ গ্রামীন চিকিৎসকদের জেলা সম্মেলন হলো উলুবেড়িয়ায়। রবিবার দ্বিতীয় হাওড়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো জাতীয়তাবাদী গ্রামীন চিকিৎসকদের সংগঠন প্রোগ্রেসিভ রুরাল মেডিকেল প্রাকটিশার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের উলুবেড়িয়ার রবীন্দ্রভবনে। সকাল থেকে মার্চপাস্ট, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান সহ একাধিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হলো গ্রামীন চিকিৎসকদের জেলা সম্মেলন। সংগঠনের পক্ষ হতে প্রকাশ করা হয় এক স্মারনিকা। এই সম্মেলনে সাধারণ মানুষের মধ্যে গ্রামীন চিকিৎসকদের ভূমিকা ও পরিষেবার কথা তুলে ধরা হয়, এবং সরকারের কাছে একাধিক দাবি করা হয় এই সম্মেলনে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ডা, মনোজ চক্রবর্তী, কলকাতার এস এস কে এমের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বা,সিরাজ আহমেদ,গ্রামীন চিকিৎসকদের সংগঠনের হাওড়া জেলা সভাপতি ডা,কাজী মসিউর রহমান, জেলা কার্যকরী সভাপতি ডা,সেখ আলীউদ্দিন,ডা,সঞ্জীব মিশ্র,ডা,সৈয়দ আব্দুল রাজ্জাক, ডা,শিশির পুরকহিত, মুনাল মন্ডল, সুজিত মন্ডল প্রমুখ।

মতুয়া মহাসংঘের ধর্ম সম্মেলন



দূরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩ মার্চঃ আজ সিদ্ধুর বিধানসভার অন্তর্গত চন্ডীতলা ২নং ব্লকের চিকরন্ড জলাপাড়ায় অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের, চন্ডীতলা দুনম্বর ব্লক কমিটির উদ্যোগে এক বিরাট ধর্ম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বোরাম মাল্লা, এবং সংজ্ঞাপিপতি অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ এবং সোয়ারম্যান মতুয়া উন্নয়ন পরিদপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মমতা ঠাকুর মহাশয়া সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। ওই অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মাল্লা বলেন দেশের মানুষকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য এবং তাদের সম্মান এবং অধিকারকে সুরক্ষিত করার সাথে উচ্চবর্ণের নিপীড়ন থেকে মানুষকে উদ্ধার করা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল। আমরা ইতিহাস থেকে দেখেছি হরিচাঁদ গুরুচাঁদের ধর্মীয় বাণী ছিল অহিংসার বাণী, সেই বাণী হলো সকলে সমান,সেই বাণীকেই তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে। বর্তমান ঠাকুরনগর সেই বাণীর প্রধান কর্ম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, সেখানে তার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সুদূর বাংলাদেশ থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তার অগণিত ভক্তবৃন্দ হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের বাণীকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন। ওই অনুষ্ঠানে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

নামখানা ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো সার্বজনীন চৌদমাদল উৎসব



দূরন্ত বার্তা, নামখানা, ৩ মার্চঃ প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো সার্বজনীন চৌদমাদল উৎসব। শিবালয় প্রাদেশ পাঁচ দিন ধরে চলে এই উৎসব। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে এই চৌদমাদল উৎসবে শামিল হয়। রবিবার ছিল চতুর্থ দিন, এই চতুর্থ দিনে প্রায় বেশ কয়েক হাজার ভক্ত মন্ডলী গৌরান্ধ মহাপ্রভুর প্রসাদ সেবন করেছেন। এই পূজোর সেক্রেটারি তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দিদ্যা বলেন, আমাদের এই চৌদমাদল উৎসব এই বছর অষ্টম তম বর্ষে পদার্পণ করল। গত বছরের তুলনায় এই বছর আরো বেশি সংখ্যক মানুষ আমাদের এই চৌদমাদল উৎসবে এসেছেন। আমি চাই এই রকম উৎসব দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক। এছাড়া এই উৎসবে যাদের সহযোগিতা রয়েছে পীযুষ কান্তি বেরা, ব্যাডেশ্বর খুঁটিয়া, চক্রধর দাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

ডাকাতির হওয়ার আগেই ১০-১২ জনের একটি দলকে ধরল পুলিশ

দূরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩ মার্চঃ ভোজালি থেকে শুরু করে শাবল কী ছিল না। মাঝরাতে এই সব নিয়েই জড়ো হয়েছিল একদল দুষ্টুতী। পুলিশের অনুমান, অত রাতে ডাকাতির উদ্দেশ্যেই জড়ো হয়েছিলেন তারা। তবে পুলিশ বুঝেছিল সবটা। হাতেনাতে গ্রেফতার হন সকলে। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার মধ্যরাতে ১০-১২ জন একটি দল তারকেশ্বরের কাঁড়ারিয়া এলাকায় শাবল, ভোজালি, অন্যান্য অস্ত্রসহ জড়ো হয়েছিল ডাকাতির উদ্দেশ্যে। পুলিশ অভিযান চালিয়ে শনিবার গভীর রাতে তিন জনকে গ্রেফতার করলেও বাকিরা পালিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা কাঁড়ারিয়া এলাকার ব্যান্ধ ও বরসারী প্রতিষ্ঠানে ডাকাতি করার ছক ছিল। ধৃতদের রবিবার চন্দননগর আদালতে তোলা হয়।

কমিশনের সন্ধ্যে ছয়টার বৈঠক বাতিল



এর আগে গতবছর হুগলিতে ডাকাতির ছক বানানল করেছিল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডাকাতির আগেই ডাকতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া ডাকাত দলকে গ্রেফতার করা হয়। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট সেই অভিযান চালায়। এরপরই গ্রেফতার হয় কয়েকজন যুবক। জানা যায়,

ব্যান্ডেল ইএসআই সংলগ্ন পরিভাত্ত কোয়টিারে কাছে জড়ো হয় কিছু যুবক।

সেই সময় ব্যান্ডেল ফাঁড়ির পুলিশের টহলদারি গাড়ির নজরে আসে ওই যুবকদের। পুলিশের গাড়ি দেখে যুবকরা পালাতে গেলে সন্দেহ হয় অধিকারিকদের। তারপরই হাতেনাতে পাকড়াও হয় তারা।



কন্যা ধ্রুণ হত্যা প্রতিরোধ, কন্যা শিশু বিদ্যালয় শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ কর্মশালা। দ্য ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এন্ড চারিটি এর উদ্দেশ্যে ২২ শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ছত্রিশগড় রাজ্যের অন্তর্গত শুরগুজা জেলার অধীন গন্ডাপুর, বাটাউলি এবং পারসা গ্রামের ৪৪ তম বর্ষ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে কন্যা ধ্রুণ হত্যা প্রতিরোধ, প্রস্তুতি মত্বুর হার হ্রাস, কন্যা শিশুদের প্রাক বিদ্যালয়, ছাড়া বিভিন্ন সমাজ সচেতন মূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৪৪৭ জন কন্যা শিশু কিশোরী অংশগ্রহণ করে। কর্মশালায় মহিলাদের শ্রীলতাহানি ডাকিনী প্রথা প্রতিরোধ, কন্যা শিশুদের ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ, কিশোরীদের গৃহ শ্রম রোধ, মহিলাদের অগ্রগতি , বিকাশ ও ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করা হয়। ২৩ শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ উড়িষ্যা রাজ্যের অধীন সুন্দরগড় জেলার অন্তর্গত মধুপুর, ব্যাক্জি গান্ধী এবং কুদাবা গা্রামে কন্যা শিশু নির্বাচন সহ বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

সামাজিক দায়বদ্ধতা তিন কন্যার শুভ পরিণয় কোন্নগরে

দূরন্ত বার্তা, কোন্নগর হুগলি, ৩ মার্চঃ সানাই বাজিয়ে উল্লুধ্বনি, পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন এক-দু'জোড়া নয়, একেবারে তিন জোড়া পাত্র-পাত্রী। কোন্নগর এর বারো শিব মন্দির ঘাটে জীবনসাথী বিকাশ ফাউন্ডেশন ও ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস এন্ড ক্রাইম কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন এর যৌথ উদ্যোগে শনিবার অনুষ্ঠিত হল সামাজিক দায়বদ্ধতা তিন কন্যার শুভ পরিণয় (এই গণ বিবাহ)। এ এক অনরকম বিয়ে। কোন্নগর এর বারো শিব মন্দির ঘাটে শনিবার বিকেল থেকেই সাজ সাজ রব। সন্ধ্যে নামভেঁই বারো শিব মন্দির ঘাটে আলোর সাজে মোহময়ী চারপাশ। মূল অনুষ্ঠান কোন্নগর এর বারো শিব মন্দির ঘাটের মাঠে। সেখানেই মূল বিয়ের মন্ডপ। ছাদনাতলা। সন্ধ্যায় ভি আই পি স্কট করে নিয়ে আসা হয় তিন জোড়া বর ও বধূদের। নামানো হয় গাড়ী থেকে। বরণ করে নেওয়া হয় বরদের। বরদের প্রত্যেকের পরনে



গিলে করা নতুন পাঞ্জাবি। কোনোদের সাজানো হয় চন্দনের ফোঁটায়, পরগে ছিল জীবন সাথী বিকাশ ফাউন্ডেশন এর সদস্যদের উপহার দেওয়া বেনারসি শাড়ী। কন্যা দান করেন জীবন সাথী বিকাশ ফাউন্ডেশন এর পক্ষে শ্রম্ভতি দাস (ডাইরেক্টর), ঈশিতা ঘোষ (সদস্য) ও স্বাতী রায় (চোয়্যারপারসন)। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজের বিভিন্ন গণ মান্য ব্যাক্জি গান্ধী এবং কুদাবা গ্রামে কন্যা শিশু নির্বাচন সহ বিভিন্ন কর্মশালার অভ্যাগতদের উপস্থিতিতে মালা

বদল করলেন তিন জোড়া পাত্রপাত্রী। হল সিঁদুর দান। খই পোড়ানো। শুরু হল নতুন করে পথ চলা। হিন্দু রীতি মনে এদিন এই গণবিবাহ অনুষ্ঠিত হল। সমগ্র বিবাহ অনুষ্ঠানটা সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করেন না মা। বিয়ের সাজের পাশাপাশি পাত্রকে দেওয়া হল সোনার আংটি। পাত্রী পেল সোনার নাকহুবি সহ খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, সহিকেল, সেলাই মেশিন, বাসনপত্র, দান সামগ্রী, জীবন বিমা। দেওয়া হল এক মাসের চাল

ডাল সহ নানান খাদ্য সামগ্রীও। বিয়ে অথচ বরযাত্রী কনযোত্রী নেই তাই কখনও হয়। ছিলেন তারাও। বর কনে উভয়েই বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজন আনতে বলা হয়েছিল। বিয়ের শেষে বর ও কনযোত্রী-সহ দুই হাজার অতিথি অভ্যাগত ভোজ খেলেন। গণবিবাহের মূল উদ্যোক্তা জীবনসাথী বিকাশ ফাউন্ডেশন এর জেনারেল সেক্রেটারি অভিষেক পাল ও ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস এন্ড ক্রাইম কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন এর ন্যাশনাল সেক্রেটারি অরুণ মুখার্জী বললেন, অনেকেরই সাধ থাকলেও খটা করে মেয়ে গিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য নেই। আবার অনেক পাত্র নানা কারণে বিয়ের পাত্র পাননি। তাদের সেই ইচ্ছে পূরণ করতেই আমাদের এই উদ্যোগ। বিয়ের রাজকীয় আয়োজনে খুশী পাথর প্রীতিমার পাত্র পাঁচু গোপাল সামন্ত, তাপস সরদার, সুদাম দাস ও পাত্রী তমুশ্রী বাউই, মিনতি কায়াল, টিকু জানা রাও।

হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সম্মেলন বাগনানে



ইন্ডিয়া জোটের কথা তুলে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জোটত্যাগের সমালোচনা করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প,ব, প্রদেশ কংগ্রেসের সহ সভাপতি অসিত মিত্র, হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পলাশ ভাভারী, হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সহসভাপতি সেখ হাকিম্জুর রহমান,

কংগ্রেস নেতা সেখ সুজাউদ্দিন, আতিয়ার রহমান খান প্রমুখ, উল্লেখ্য দীর্ঘদিনের পর কংগ্রেসের জেলা সম্মেলনে উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো, এবং বহু মানুষের উপস্থিতি দেখে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ খুব খুশি, এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন যে ভাভারী, হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সাফল্য ফিরে আসবে।

জয়নগর লোকসভার ২য় বারের জন্য বিজেপি প্রার্থী অশোক কাভারী

দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩ মার্চঃ লোকসভার নির্বাচনের নির্ধূট এখনো প্রকাশ হয়নি।আর তারই আগে বিজেপি সারাদেশের ১৯৫ টি আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে দিলে। আর অন্য রাজ্যের সাথে এই রাজ্যের ৪২ টি আসনের মধ্যে ২০ টি আসনে প্রার্থী তালিকা তারা ঘোষণা করে দিলো।এই ২০ টি আসনের মধ্যে নদী মাতৃক সুন্দরবনের জয়নগর তহসিলি আসনে তাঁরা ২য় বারের জন্য ডা়াশোক কাভারীর নাম ঘোষণা করেছে।আর এই ঘোষণার সাথে সাথে বহু বিজেপি কর্মীরা ডা়াশোক কাভারীর জয়নগরের নার্সিংহোমে এসে শুভেচ্ছা বিনিময় করে গেলেন।রবিবার সকালেই তিনি জয়নগরে দেওয়াল লিখনের মধ্যে দিয়ে প্রচার শুরু করে দিলো।এরই পাশাপাশি ডা়াশোক কাভারী এদিন জয়নগর থেকে নব্বীপুুরে গিয়ে পুজো দিয়ে এলেন।গত ২০১৯ সালে তিনি এই আসনে তৃনমূল কংগ্রেসের প্রতিমা মন্ডলের কাছে প্রায় তিন লক্ষ ভোটে পরাজিত হন। পেশায় অভিজ্ঞ সিনিয়র গায়নোকলিস্ট তিনি। জয়নগর, কুলতলি সহ আশেপাশের এলাকার পরিচিত ডাক্তারবাবু তিনি।সুখ দুখে সবসময় মানুষের পাশে থেকে কনগ্রেসের কর্মীরা তিনি। রবিবার তিনি বলেন,আমাকে দ্বিতীয় বারের জন্য মৌদীজি বিবেচনা করার জন্য ধন্যবাদ। আমি চাই লোকসভায় গিয়ে পিছিয়ে পড়া সুন্দরবনের মানুষের জন্য আরও কাজ করতে। মানুষোমানুষের আশীর্বাদ নিয়ে।

জাঙ্গিপাড়া থেকে শ্রীরামপুর পর্যন্ত

প্রায় দুই বছর বন্ধ থাকার পর চালু হলো বাস পরিষেবা



দূরন্ত বার্তা, জাঙ্গিপাড়া , ৩ মার্চঃ প্রায় দুই বছর বন্ধ থাকার পর জাঙ্গিপাড়া থেকে শ্রীরামপুর পর্যন্ত চালু হলো বাস পরিষেবা। রবিবার জাঙ্গিপাড়া বাস স্ট্যান্ড থেকে বাস পরিষেবার উদ্বোধন করেন পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী। রবিবার থেকে একটি করে বাস চলবে তবে চাহিদা অনুযায়ী বাসের সংখ্যা বাড়ানো হবে।এত দিন বাস পরিষেবা বন্ধ থাকার পর লোকসভা ভোটের মুখে বাস চালু করা নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। বিজেপির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মোহন আদক বলেন এই বাস পরিষেবা চালু করায় মানুষের কোনো উপকার হবে না। ভোটের আগে এলাকার মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন মন্ত্রী। বিরোধীদের অভিযোগ কে পাত্রা দিতে নারাজ পরিবহন মন্ত্রী। জাঙ্গিপাড়া থেকে শ্রীরামপুর পর্যন্ত প্রায় ২৭ কিমি রাস্তা।২০ সালের আগেও পর্যন্ত পর্যাপ্ত বাস পরিষেবা পাওয়া যেত। জাঙ্গিপাড়া বিধানসভার বেশ কয়েকটি রুকের মানুষকে আটো বা টোটোর উপর ভরসা করতে হতো যাতায়াত খরচ ও পড়তো বাসের থেকে বেশি। এলাকার মানুষের দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল বাস পরিষেবা পুনরায় চালু করা হোক। অবশেষে ৩ রা মার্চ রবিবার বাস পরিষেবা আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করলেন জাঙ্গিপাড়া বিধায়ক তথা পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী।

বিভেদের রাজনীতি করে লোকসভা উতরাতে চাইছে বিজেপি | ফিরহাদ

দূরন্ত বার্তা, পাঁড়ুই (বীরভূম), ৩ মার্চঃ ‘‘বিজেপি ভেবেছিল রাম মন্দির করলে একটা ওয়েভ আসবে। কিন্তু এলো না। তাই নতুন নতুন ফিকির করছে। বিভেদের রাজনীতি করতে চাইছে ওরা। বাংলার মাটি, জল তাতে বিশ্বাস করে না। এখানে হিন্দু মুসলিম, শিখ ইশায়, আমরা সবাই ভাই ভাই। আর এই বিভেদের রাজনীতি করে লোকসভা উতরাতে চাইছে বিজেপি। জনগণ ওদের পাশে নেই। বিজেপি একটা ডেউলিয়া দল। ওরা দেশের সর্বনাশ করছে। তাই বিজেপিকে আটকাতে, মমতার হাত শক্ত করুন। ওদের সাথে লোক নেই। তাই কখনও জজ সাহেবকে বলছে, আমাদের দলে এসো। অনেক রায় দিয়েছে। আমাদের কাছে থাকবে। আমাদের পাড়ায় একটা ছেলে খেলো। তাকেও বলছে, লোকসভায় দাঁড়ারি? এদের সঙ্গে লোক নেই। একে তাকে ধরছে। লোক সভায় দাঁড়ালেই হলো না।’’ নাম না করে অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ময়দানে প্রবেশের ঘটনা ও তাঁর মন্তব্য নিয়ে বীরভূমের পাঁড়ুইয়ে পঞ্চায়েত সংগ্রাম মাঠে সভায় রাজা পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এভাবেই বিরোধী রাজনীতিকে ডেউলিয়া বলে কটাক্ষ করলেন। এদিনের সভায় পুরমন্ত্রী ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, লাভপুর বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা, সিউডি বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, নানুর বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি, কোর কমিটির সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ, জেলা সভাপতি কাজল সেনা, বোলপুর সাংসদ অসিত মাল প্রমুখ। তিনি বলেন, ‘‘দাঁড়ি ওয়লা এসে বড় বড়

কথা বলেন। আর আসল জায়গায় টাইট দিয়ে দেন। আগে সিউডিতে মোটা মতো লোক এসেছিল। বলেছিলেন, ৪২ পে ৪২। আগের বার বলেছিলে আপকী বার ২০০ পাৰ। হয়ে গেছিল পগার পাৰ। ৪২ পে ৩৫ এবার হয়ে যাবে পুরোপুরি ফিনিস।’’ আবাসের টাকা আটকানো প্রসঙ্গে ফিরহাদ বলেন, ‘‘এটা তোমার পিতৃকুলের টাকা? পাঁচ লক্ষ কোটি বাংলার মানুষের ট্যাক্সের টাকা নিয়ে গেছ। আর দেড় লক্ষ টাকা বাংলার প্রাণ্য আটকে বাংলার মানুষকে টাইট দিয়েছে। যতবার টাইট দিয়েছে, ভোট্টে বাংলার মানুষ তোমাকে টাইট দিয়েছে। যতবার বাংলা থেকে ফিরেছে, বুকে যন্ত্রণা নিয়ে তোমাকে শূন্য হাতে মোদি তোমাকে ফিরতে হয়েছে। জব কার্ড ভুয়ো বলছে। চিক কোন জয়গাই হয়েছে। কিন্তু একজনার জন্য সবাইকে শাস্তি দেওয়া কেন? উত্তর প্রদেশে দেড় লক্ষ ভুয়ো জবকার্ড বের হয়েছে। সেখানে তো ডবল ইঞ্জিন সরকার। ওখানে তো টাকা আটকানো হয় নি? তাই এই জন গর্জন শুধু ব্রিগেড নয়, সারা বাংলায় শোনা যাচ্ছে। মমতা বলেছেন, মোদি না দিলে জব কার্ডের টাকা আমরা দেব। দিয়েছেন। আবাসের টাকা ব্যবস্থা করবেন। আমরা মানুষের জন্য তাঁর অনুভূতি আছে। অনেকের বাড়ি প্রায় হয়ে গেছে। ছাদ হয় নি। প্রাসটিক টাঙিয়ে আছে। বাংলার মানুষ ভোট দেয় নি তোমাদের। তাই প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে। আমরা গুজরাতের মতো বেনিয়া না। যব মিলেগা তব দেগা। মমতা সবার জন্য কাজ করেন। কে ভোট দিল আর দিল না তা দেখে না।’’

মঙ্গলেই অমঙ্গল তৃণমূল শিবিরে? অপারেশন ঘাসফুলে সুকান্ত-শুভেন্দু?

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ মার্চঃ ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল শিবিরে ভাঙন ধরিয়েছিল বিজেপি। একের পর এক তৃণমূল নেতা যোগ দিয়েছিলেন পদ্মশিবিরে। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কি দেখা যাবে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগেও? সে রকমই জল্পনা ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সূত্রের খবর, আগামী মঙ্গলবারেই অমঙ্গল ঘটতে পারে ঘাসফুল শিবিরে। সে দিন শুভেন্দু অধিকারী এবং সুকান্ত মজুমদার যেতে পারেন হেডিওয়েট তৃণমূল নেতার বাড়ি। লোকসভা নির্বাচনের আগেই তৃণমূল শিবিরের বিদ্রোহ চাপা থাকেনি। কুণাল ঘোষ, তাপস রায়- একের পর এক তৃণমূল নেতা মুখ খুলছেন প্রকাশ্যে। তাদের পাশেই দাঁড়িয়েছেন উত্তর কলকাতার আরেক কাউন্সিলর বিজয় উপাধ্যায়। আবার মদদদের সাংসদ সৌগত রায় বেশ টুপ করে গিয়েছেন। লোকসভা ভোট, ব্রিগেড সমাবেশ- কোনও বিষয়েই কিছু বলছেন না তিনি। তৃণমূল সূত্রে খবর, বরীয়ান বিধায়ক তাপস রায় শীর্ষ নেতৃত্বের ফোন ধরাও বন্ধ করে দিয়েছেন। দলের সঙ্গে দূরন্ত

জোর জল্পনা

রাখছেন তিনিও। মুখপাত্রের পদে এখন নেই কুণাল ঘোষ। সবমিলিয়ে তৃণমূলের ভরা সংসারে হঠাৎ



করেই মেঘলা আকাশের গুন্মোট ভাব। এই সুযোগই কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি। সুকান্ত মজুমদার যা বলেছেন, তাতে স্পষ্ট তৃণমূলের ঘর ভাঙিয়ে উত্তর কলকাতা লোকসভা আসনে জিততে মরিয়া পদ্মশিবির। এই পরিস্থিতিতেই বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন, আগামী ৭ মার্চ বড়সড় ভাঙন হতে চলেছে রাজ্যের শাসক শিবিরে। তাই নিয়ে

জল্পনাও তুঙ্গে উঠেছে। আগামী মঙ্গলবারই কী ঘটবে তৃণমূল শিবিরের অমঙ্গল? ওই দিন কার বাড়ি যাচ্ছেন শুভেন্দু-সুকান্ত? তা নিয়ে আপাতত মুখ খোলেননি কেউ। বজায় রেখেছেন সাসপেলা। তবে বিজেপি-র এক বিশিষ্ট সূত্র বলছে, সোমবার থেকেই ডামোডালের বাড়ি দখল যাবে

পল্লিকবির ১৪১তম জন্মবার্ষিকী পালিত হল মঙ্গলকোটের কোথ্রামে

দূরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩ মার্চঃ বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদের বাকি, জল যেখানে সোহাগ করে স্থলকে ঘিরে রাখে। এই দুটি কবিতার লাইন বাঙালির আঁট থেকে আঁশি সকলেই জানেন। পূর্ব



বর্ধমান জেলার কোথ্রামে পল্লিকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বসতিভিটে মধুকর প্রাপ্তসে টানা ১৫ বছর ধরে কুমুদ সাহিত্য মেলা কমিটি পালন করে আসছে কুমুদ সাহিত্য মেলা। এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। রবিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কবির আবাবাগানে চলে সাহিত্য বিষয়ক মেলাটি।এবারের সাহিত্য মেলার উদ্বোধক ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ছিলেন বার কাউন্সিল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান শ্যামল ঘট্টা। অন্ত্যীন সভাপতি ছিলেন বিধান শিশু উদ্যানের সম্পাদক গৌতম তালুকদার। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেদু সিংহরায়, বৈদ্যু ঘোষালা। কাজি নজরুল ইসলাম এর বংশধর সোনালি কাজি, পল্লিকবি কুমুদ রঞ্জন

মল্লিকের বংশধর মহামেশ্রো বন্দ্যোপাধ্যায়, মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ, বর্ধমান জেলা আদালতের সিনিয়র এপিপি সঞ্জয় ঘোষ, আন্তর্জাতিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক প্রকাশ



মল্লিক, হুগলি জেলা আইনী পরিসেবা কর্তৃপক্ষ এর অফিস স্তম্ভাশীষ মল্লিক, বাংলাদেশের যশোরের লেখক কাজী নূর, চিকিৎসক অভয় সামন্ত, বাটিক শিল্পী দেবিকা মুখার্জি প্রমুখ। এবারে ১৭ জনকে রত্ন সম্মান দেওয়া হয় কুমুদ সাহিত্য মেলা কমিটির তরফে। টলিউডের সঙ্গীত পরিচালক অশোক ভদ্রকে ‘লোচনদাস রত্ন’, সঙ্গীত শিল্পী কুমকুম সেনগুপ্তকে ‘নজরুল ইসলাম রত্ন’, হাওড়া জেলা আইনী পরিসেবা কর্তৃপক্ষ এর অফিস মাস্টার প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্যকে ‘নুরুল হোদা রত্ন’, সাংবাদিক সংগঠক শম্ভু সেনকে ‘সমীর্ণ চৌধুরী রত্ন’, সাংবাদিক পার্শ্ব চৌধুরীকে পুরুষোত্তম সামন্ত স্মৃতি পুরস্কার, স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী উষ্টর শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জিকে বর্ধমান জেলা রত্ন, কেন্দ্রীয় সরকারের পেটেন্ট পাওয়া বিজ্ঞানী চন্দ্র নারায়ণ বৈরাগ্যকে মেমারি রত্ন, বাংলাদেশের

ময়মনসিংহ এর লেখক পংকজ পালকে হাসান আজিজুল হক রত্ন, সাংবাদিক রফিকউদ্দিন মন্ডলকে দক্ষিণ দামোদর রত্ন, সমাজসেবী সফিকুল ইসলামকে ধর্মঘোষ রত্ন, বর্ধমান সহযোদ্ধার কর্মকর্তা সোমনাথ ভট্টাচার্যকে কাটোয়া মহকুমা রত্ন, আইনজীবী মাসুদ কবীরকে মঙ্গলকোট রত্ন, আঞ্চলিক গবেষক নির্মলেন্দু পালকে কালনা মহকুমা রত্ন, সমাজসেবী মুলারাদি আগরওয়ালকে বীরভূম রত্ন, সাংবাদিক আমিরুল ইসলামকে সমীর ভট্টাচার্য রত্ন এবং পশুপ্রেমী সমাজসেবী আমির সেনকে মমতা মণ্ডল স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়। কুমুদ সাহিত্য মেলা কমিটির পক্ষে মোল্লা জসিমউদ্দিন, শ্যামলাল মকদমপুরী জানান ‘‘এবছর আমরা কবির বাসভবনে কবির মূর্তি স্থাপন করলাম।’’ এই মেলায় পল্লিকবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কবির লেখা কবিতার ওপরে পেইন্টিং করলেন কলকাতা থেকে পাঁচজন চিত্রশিল্পী। দীপঙ্কর সমাদ্দারের তত্ত্বাবধানে তিনি নিজে এবং সুদীপ্ত ভট্টাচার্য, উজ্জ্বল মুখার্জি, কৌশিক মজুমদার, বিশ্ণুনাথ দাস। কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের বংশধর মহামেশ্রো বন্দ্যোপাধ্যায় মোল্লা জসিম উদ্দিনের উপস্থিতিতে পাঁচজন চিত্রশিল্পীর আঁকা ছবিগুলি কবির গৃহে সংরক্ষণে রাখলেন।।

UNIVERSITY OF CALCUTTA
Re-E-Tender Notice
E-tender is invited for supply & installation of workstations & laptop.
Tender ID: **2024_CU_677521.1** Tender Ref. No. **SERB/AB/WSLT/05/24 (2nd call)** For details please visit **www.caluniv.ac.in** & **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- A. Biswas
PI, SERB Project, IRPE

নাম ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কেন সরে দাঁড়ালেন পবন?

দূরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৩ মার্চঃ মাত্র ২৪ ঘণ্টা কেটেছে। তার মধ্যেই নিয়ে নিলেন বড় সিদ্ধান্ত। নিজের এন্ড্র হ্যান্ডেলে জানালেন, আসানসোল থেকে বিজেপি-র টিকিট লড়তে পারবেন না তিনি। কথা হচ্ছে ভোজপুরী সুপারস্টার তথা জনপ্রিয় গায়ক পবন সিং-এর। শনিবার বিজেপি তাঁকে আসানসোল থেকে লোকসভা ভোটের জন্য দাঁড় করালেও সরে এসেছেন তিনি। তবে সূত্র বলছে, তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আসতেই রাতারাতি কঠোর ব্যবস্থা নিতে পিছুপা হয়নি বিজেপি নেতৃত্ব। তবে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, ‘‘উনি শিল্পী মানুষ। কিছু ব্যক্তিগত কারণ রয়েছে। সেই কারণেই তিনি দাঁড়াতে পারছেন না। এই বিষয়টিই উচ্চ-নেতৃত্বকে জানিয়েছেন। উনি হয়ত অন্য জায়গা থেকে দাঁড়াবেন।’’ সূত্রের খবর, এর পিছনে মূলত দু’টি কারণ উঠে আসছে। প্রথমত, পবনের বিরুদ্ধে উঠে এসেছে বিভিন্ন সময়ে নারী নির্ধাতনের অভিযোগ। ঘরে হোক বা বাইরে। নারী বিতর্ক পিছু ছাড়েনি এই তারকার। অভিযোগ, সোশ্যাল হ্যান্ডেলে তিনি যে সকল মিউজিক ভিডিওয় পোস্ট করেন সেগুলি অত্যন্ত আপত্তিকর। যা নিয়ে একাধিকবার বিতর্ক তৈরি

নেপথ্যে কী কারণ?



হয়েছে। একই সঙ্গে চর্চায় উঠে পবনের ব্যক্তিগত জীবনও। তাঁর প্রথম স্ত্রী আত্মহত্যা করেন। তাঁর সঙ্গে ভোজপুরী তারকার সম্পর্ক দিনে দিনে তলানিতে ঠেকেছিল। এমনকী, দ্বিতীয় স্ত্রীর

১০০ দিনের মজুরির থেকে কাটমানি না দেওয়ায় শ্রমিককে মারধরের অভিযোগ

দূরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৩ মার্চঃ একশো দিনের কাজের প্রাণ্য মজুরি থেকে কাটমানি না দেওয়ায় এক শ্রমিককে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতা তথা একশো দিনের সুপার ভাইজারের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি বীরভূমের রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তারাপুর গ্রামে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তথা একশো দিনের সুপার ভাইজার ফাঙ্কনী কোনাই। বিভিন্ন কারণে কেন্দ্র একশো দিনের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। রাজ্য সরকার ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেই স্ফটিক শ্রমিকদের দিতে শুরু করেছে। সেই টাকা জব করে শ্রমিকদের এ্যাকাউন্টে ঢুকতেই কাটমানি নেওয়া হচ্ছে বলে বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। অভিযোগ, কাটমানির টাকা না দিলে মারধর করা হচ্ছে শ্রমিকদের। রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তারাপুর গ্রামের একাংশ শ্রমিকদের কাছ থেকে কাটমানি চাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। তারাপুর গ্রামের রবীন্দ্রনাথ কোনাইয়ের অভিযোগ, তার মা ও বাবার সঙ্গে তিনি একশো দিনের কাজ করেছিলেন। দিনকয়েক আগে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মজুরির টাকা ঢুকেছে। তার অভিযোগ, এলাকার একশো দিনের কাজের সুপার ভাইজার ফাঙ্কনী কোনাই তার কাছে সেই টাকার কাটমানি দাবি করে। তিনি দিতে অস্বীকার করলে তাকে চড় খাণ্ডত মারে ফাঙ্কনী কোনাই। শুধু রবীন্দ্রনাথবাবুই নন, ফাঙ্কনী কোনাইয়ের বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তারাপুর গ্রামের বেশ কয়েকজন শ্রমিক। তাদের অভিযোগ, একশো দিনের কাজের ৩২৫০ টাকা করে ঢুকছে। সেখান থেকে ২৭০০ টাকা কাটমানি তুলে দিতে হয়েছে ফাঙ্কনী কোনাইকে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ফাঙ্কনী কোনাই। পাশাপাশি তিনি নিজেকে সুপার ভাইজার ও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী বলতেও অস্বীকার করেছেন।

বাঁশবেড়িয়ায় গ্যাঞ্জেস জুটমিলে শ্রমিক অশস্ত্রাঘে মিলের উৎপাদনে পড়ল প্রভাব

দূরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩ মার্চঃ গ্যাঞ্জেস জুটমিলে শ্রমিক অশস্ত্রাঘে মিলের উৎপাদনে পড়ল প্রভাব। শ্রমিকদের এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে কাজ করতে বলা ও সেই বিভাগে বাড়তি কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগে গত কয়েকদিন ধরেই শ্রমিক অসস্ত্রাঘে দাঁনা বাঁধছিল হুগলির বাঁশবেড়িয়া গ্যাঞ্জেস জুটমিলে। যার ফলে অবশেষ কাজ বন্ধ করে দিলেন জুটমিলের একটা বড় অংশের শ্রমিক। জানা গিয়েছে, গত সপ্তাহে এই বিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক তপন দাশগুপ্তর সঙ্গে আলোচনা হয় শ্রমিকদের। জুটমিল শ্রমিকদের দাবি আগামী ১৫ মার্চ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিক স্বার্থে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। তার আগেই জোর করে শ্রমিকদের অন্য বিভাগে কাজ করতে বলা এবং কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে শনিবার নাইট শিফট থেকে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক অসস্ত্রাঘে দেখা দেয়। যার জেরে তারা কাজে যোগ না দিয়ে বেরিয়ে আসেন। রবিবার মর্নিং শিফটে যারা কাজে যোগ দিতে আসেন, তাঁদের অন্য ডিপার্টমেন্টে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। যার জেরে কাজে যোগ দেননি সেইসব শ্রমিকরাও।

Makardah-II Gram Panchayat
Vill-Jotgirji, P.O.Lakshmanpur, Dist.Howrah, Pin-711114
Notice Inviting Tender
1243/NIT/15thCFC(Tied)/MAK-II/23-24, Dt. 01.03.2024
Sealed Tender is invited by the Pradhan, Makardah-II Gram Panchayat from bonafied, experienced and resourcefull bidders for similar nature of works. Source of Fund:15thCFC(Tied). Last date of submission of Tender paper up to 11.03.2024. Technical Bid Opening Date 13.03.2024. For details please visit website https://wbtender.gov.in

Sd/-
Pradhan
Makardah-II Gram Panchayat

Debipur Gram Panchayat
PO- Uttar Manasri, Dist- Howrah, Pin-711412

Notice inviting e-tender no-NIT(e)/DGP-04/15thCFC(TIED & UNTIED)/2023-24 E-Tender is invited by the Prodhnan, DEBIPUR Gram Panchayat, for 8 nos different work. **NIT Date:** 04-03-2024. **Bid submission Last date:** 13-03-2024. **Bid opening date:** 16.03.2024. For details please visit website https://wbtenders.gov.in.

Sd/-
Pradhan
Debipur Gram Panchayat

GB Sonatala Gram Panchayat
PO- Sonatala, Dist- Howrah, Pin-711412

Notice inviting e-tender no-NIT(e)/DGP-05/15thCFC(TIED & UNTIED 1/2023-24 E-Tender is invited by the Prodhnan, GB SONATALA gram Panchayat, for 10 nos different work. **NIT Date:** 04-03-2024. **Bid submission Last date:** 13-03-2024. **Bid opening date:** 16.03.2024. For details please visit website https://wbtenders.gov.in.

Sd/-
Pradhan
Moushuni Gram Panchayat, Namkhana, South 24 Pgs

দূরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩ মার্চঃ প্রতারণার এবার নতুন ছক। গ্যাসের ভতুর্কির নাম করে গ্রাহককে ফোন। প্রতারণার নতুন ছক। এবার গ্যাসের ভতুর্কির নাম করে গ্রাহককে ফোন করে ওটিপি হাতিয়ে দুই ব্যাক্সি ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নিল প্রতারকরা। টাকা খুইয়ে দিশেহারা বাঁকুড়ার বারিকুল থানার শিরসা গ্রামের উজ্জ্বল আখুলি



ও মধু আখুলি নামের দুই ভাই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার বারিকুল থানার সিরষা গ্রামের বাসিন্দা দুই ভাই উজ্জ্বল আখুলি ও মধু আখুলির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। সম্প্রতি, উজ্জ্বল আখুলির মোবাইলে ফোন আসে প্রতারকের। প্রতারক নিজেকে একটি গ্যাস সরবরাহকারী রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার

আধিকারিক হিসাবে পরিচয় দিয়ে জানায় ভতুর্কির টাকা আটকে রয়েছে কেওয়াইসি না দেওয়ায়। এরপর কৌশলে ওই দুই ভাইয়ের আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য হাতিয়ে নেয় প্রতারকরা। এরপর একের পর এক ওটিপি আসতে থাকে ওই দুই ভাইয়ের মোবাইল ফোনে। গুটিপুলি সেই ওটিপিগুলিও হাতিয়ে নেয় প্রতারক।

এরপর প্রতারক ফোন কাটতেই ওই দুই ভাই দেখেন দু’জনের অ্যাকাউন্ট থেকে মোট ৮৬ হাজার টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। এরপর তড়িঘড়ি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করেন প্রতারিত দুই ভাই। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওটিপি শেয়ার করার ফলেই এমন প্রতারণার শিকার হয়েছেন ওই দুই গ্রাহক।

তৃণমূলের সভায় মহিলাদের বিক্ষোভ

দূরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৩ মার্চঃ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সভায় রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি কৃটির শিল্প এবং বস্ত্র মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার সামনেই বিক্ষোভ দলীয় কর্মীদের। দলের যুগ্ম আন্বায়ক পছন্দ না হওয়ায় সভা লোকালীন বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মুরারইয়ে। রবিবার দুপুরে মুরারই পশুহাটে জনগর্জন সভায় কলকাতার ব্রিগেড মাঠে জমারতের উদ্দেশ্যে একটি কর্মী সভার আয়োজন করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাছারি কৃটির শিল্প এবং বস্ত্র দফতরের মন্ত্রী তথা বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহা। সেই সভায় মুরারইে ১ নম্বর ব্লকের ডুমুরমালা অঞ্চল কমিটির যুগ্ম আন্বায়ক হিসেবে কাজী আশরাফুল ইসলাম ওরফে নবাব এর নাম ঘোষণা হতেই সভায় উপস্থিত থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু

পারে সভাস্থল ছেড়ে চলে যান বিক্ষোভকারীরা

করেন। বিক্ষোভের কারণে সভাস্থলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। দলীয় কর্মী ও সমর্থকের শান্তি করতে মাইক হাতে আসরে নামেন তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলার সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব ভট্টাচার্য। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত সভাস্থল ছেড়ে চলে যান বিক্ষোভকারীরা। যদিও কর্মী ও সমর্থদের বিক্ষোভের কথা অস্বীকার করেছেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। তিনি বলেন, ‘‘কিছু কর্মী লোকসভা জয়ের জন্য অতি উৎসাহে এসব করেছে। নবাব নিয়ে যে অভিযোগ উঠছে সেটা চিক নয়। নবাব বলে দলে কেউ নেতা নেই।’’ গ্রামের বাসিন্দা রওসনারা বিবি, রঙ্গিলা বিবিরা ভোট করছে। গরিব মানুষের বাড়ি টাকা কর্তৃপক্ষে গিয়েছে। ১০০ দিনের টাকা করে নিয়েছে। ওকে আমরা মানব না।’’

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Br-VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/EEC/VII/64/46/23-24/D

Name of the Work : **Repairing of footpaths and other ancillary works disturbed by CESC Ltd. and Natural Wear-Tear at 100/H/13, 26, 38A etc. Dilkusha Street, 25/2/1, 22/2F etc. Bright Street and its surrounding areas in Ward No. 64.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,78,056.25.** Earnest money : **Rs. 5,600.00.** Period of completion : **60 days.**

(2) NIT No.: KMC/EEC/VII/64/47/23-24/D

Name of the Work : **Repairing of Road by providing hot mix at 24/1/1 Bright Street, 289/A, 19 Darga Road, 24, 16/A Dilkusha Street, 72A Tiljala Road and its surrounding areas which disturbed by C.E.S.C. Ltd. and Natural Wear-Tear in Ward No. 64.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,68,382.02.** Earnest money : **Rs. 5,400.00.** Period of completion : **90 days.**

(3) NIT No.: KMC/EEC/VII/64/48-23-24/B

Name of the Work : **Maintenance of Bustee Sewer System at 19, 21 Beckbagan, 124 Karaya Road, 86C/1, 86C/6 Jhowtala Road etc. and surrounding areas in Ward No. 64.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,42,550.00.** Earnest money : **Rs. 4,900.00.** Period of completion : **90 days.**

(4) NIT No.: KMC/EEC/VII/64/45/23-24/D

Name of the Work : **Repairing of footpaths which disturbed by C.E.S.C. Ltd. and Natural Wear-Tear at 62, 56 etc. Shakespeare Sarani 217, 213, 193 etc. AJC Bose Road, 22/A, 33 etc. Jhowtalla Road and its surrounding areas in Ward No. 64.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,75,305.72.** Earnest money : **Rs. 5,600.00.** Period of completion : **60 days.**

(5) NIT No.: KMC/EEC/VII/56/54/23-24/R

Name of the Work : **Through repairing of Road by laying hot mix at different area in Ward No. 56.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,54,454.00.** Earnest money : **Rs. 5,100.00.** Period of completion : **120 days.**

(6) NIT No.: KMC/EEC/VII/56/57/23-24/B

Name of the Work : **Improvement of passage near 2, Convent Lane and its surroundings of bustee portion in Ward No. 56.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,48,624.52.** Earnest money : **Rs. 9,000.00.** Period of completion : **60 days.**

(7) NIT No.: KMC/EEC/VII/56/56/23-24/B

Name of the Work : **Improvement of Sewer Line near 2, Convent Lane (Bustee Portion) in Ward No. 56.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,98,051.94.** Earnest money : **Rs. 10,000.00.** Period of completion : **60 days.**

(8) NIT No.: KMC/EEC/VII/59/51/23-24/D

Name of the Work : **Repairing of Bituminous Road at 1, Rai Charan Pal Lane, 43, Topsis Road(৪),**

Ashgar Mistry Lane and its surrounding in Ward No. 59. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,88,216.94.** Earnest money : **Rs. 5,800.00.** Period of completion : **90 days.**

(9) NIT No.: KMC/EEC/VII/65/44/23-24/D

Name of the Work : **Restoration of passage wear and tear (disturbed by CESC) at 45, 49, Tiljala Masjid Bari Lane, 139/E, Tiljala Road etc. and its surrounding in Ward No. 65.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,49,950.93.** Earnest money : **Rs. 5,000.00.** Period of completion : **45 days.**

(10) NIT No.: KMC/EEC/VII/67/46/23-24/D

Name of the Work : **Repairing of passage at 115 Bose Pukur Road, 12 Dharmatala Road, 50 B.B. Chatterjee Road and its surrounding in Ward No. 67.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,12,851.33.** Earnest money : **Rs. 4,300.00.** Period of completion : **60 days.**

(11) NIT No.: KMC/EEC/VII/67/40/23-24/D

Name of the Work : **Repairing of passage at 220, 232/2, Picnic Garden Road and its surrounding area in Ward No. 67.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,30,390.21.** Earnest money : **Rs. 5,000.00.** Period of completion : **45 days.**

(12) NIT No.: KMC/EEC/VII/67/45/23-24/D

Name of the Work : **Repairing of Bituminous Road at New Ballygunge Road, Bedia Danga 1st Lane, R.K. Chatterjee Road and its surrounding in Ward No. 67.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,87,212.58.** Earnest money : **Rs. 5,800.00.** Period of completion : **90 days.**

(13) NIT No.: KMC/EEC/VII/66/53/23-24/B

Name of the Work : **Repairing of bustee passage near 20, 45, 88 Topsis Road, 3, 4 No. Topsis 1st Lane and surrounding in Ward No. 66.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,83,335.44.** Earnest money : **Rs. 5,700.00.** Period of completion : **45 days.**

(14) NIT No.: KMC/EEC/VII/66/54/23-24/R

Name of the Work : **Repairing of passage near 10, 30, 5 Topsis 2nd Lane, 16 C.N. Roy Road, 25 Tiljala Lane, 5 Saggachi 1st Lane and surroundings in Ward No. 66.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,97,080.24.** Earnest money : **Rs. 6,000.00.** Period of completion : **45 days.**

(15) NIT No.: KMC/EEC/VII/66/52/23-24/R

Name of the Work : **Improvement of stage at Hall Room, Repairing of Boundary Gates and others in Tiljala High School (Higher Secondary), 143, Picnic Garden Road, Kolkata 700039 in Ward No. 66.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,99,916.84.** Earnest money : **Rs. 10,000.00.** Period of completion : **60 days.** Last date and time of submission of bid : **12.03.2024 up to 12 noon.** [For Sl. No. 1 to 15]. Tender will be opened on : **14.03.2024 at 12 noon.** [For Sl. No. 1 to 15]. The bid forms and other details are available on and from **29.02.2024 at (6.55 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** [For Sl. No. 1 to 15].

1519/23-24

Session on overtaking buses and trucks: Road safety campaign for bikers
-Pg :2



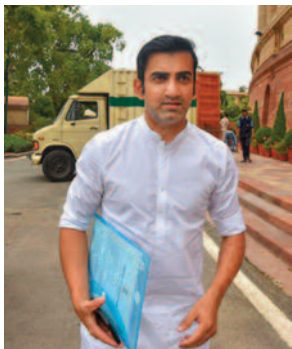
"Proud" Mom Susanne Khan's Post For Son Hridaan Roshan Playing Guitar
-Pg :3



An Honourable Exit? Why Two BJP MPs Said They Don't Want To Contest Again
-Pg :7



"Jay Shah, Binny, Selector Need To...": Ganguly's Direct Message On Ishan Kishan's Contract Termination
-Pg :8



Gautam Gambhir Urges BJP To "Relieve Him From Political Duties". The decision to quit politics comes amid reports that Gautam Gambhir may not get a ticket for the upcoming 2024 polls.

News in Brief

Lok Sabha polls: Election Commission calls for strong action against officials indulging in favouritism



New Delhi, 2 March: The Election Commission of India on Saturday directed all the district magistrates and superintendents of police to take strong action against officials, who are indulging in favouritism. The poll body's move comes in a bid to ensure "temptation free (inducement-mukt)" Lok Sabha elections and provide a level-playing field to all the political parties. Chief Election Commissioner Rajiv Kumar said that directions have been issued to all the DMs and SPs to ensure level playing field for all the political parties, and to take strong action against those officials indulging in favouritism.

"Ensure impartiality with junior officials working at cutting-edge level for level playing field. All the DEOs (District Election Officers) have been asked to immediately act on the complaint lodged by the political parties," Kumar told reporters in Lucknow.

"At present, no complaint is pending and all the problems have been satisfactorily redressed," he said. Kumar, who was accompanied by Election Commissioner Arun Goel, also asked the officials to check cases of impersonation.

The chief election commissioner said that immediate action should be taken against people, who are involved in fraudulent activities pertaining to the election process.

"SOP for defining the size of flag should be applicable equally to all. Counting of postal ballots should be held first. The movement of the EVMs should be in official vehicles, and the vehicles should be equipped with GPS tracking," Kumar said. "Timely delivery of EPIC and voter information slip should also be ensured," he added.

The chief election commissioner also said that voters posted on election duty should cast their postal ballot at the voter facilitation centre. "The names and numbers of the election observers should be made public so that it could be accessed by all," Kumar said. He added that a social media cell should be made at the district level for tackling fake news so that "false narratives are tackled immediately".

Delhi Police High Alert After Blast In Bengaluru Cafe



New Delhi, 2 March: The Delhi Police has stepped up security after a low-intensity blast at a popular Bengaluru cafe left 10 people injured, an official said today. District police chiefs have been directed to increase vigil in crowded areas, especially in Delhi's markets, the official said. A senior police officer said market associations have been asked to remain alert and approach their local police stations in case they find any suspicious activity.

The associations have also

been directed to ensure that CCTV cameras installed on the premises are functional, he said. Another officer said the Delhi Police has asked its bomb disposal squads and bomb detection teams to stay on alert. Ten people, including staff members and customers, were injured after a low-intensity blast rocked Rameshwaram Cafe in Bengaluru's Brookefield area on Saturday.

The Bengaluru Police said the blast was caused by an improvised explosive device fitted with

a timer in a bag left near the eatery's handwash area by a "customer".

The owner of the Rameshwaram cafe in Bengaluru, where a low-intensity bomb blast left 10 people injured on Friday, spoke to NDTV and recounted the sequence of events that led to the explosion at her Whitefield outlet.

The owner, Divya Raghavendra Rao, said that the suspect was seen having rava idli before leaving his bag in the restaurant. "My mobile phone was not with me when the blast took place and when I picked it up, there were too many missed calls. When I called back my team, they told me that there was a blast in the restaurant," she said.

"The first thing that I thought was that maybe the blast took place due to something inside the kitchen. But then we found out that there were no injuries or blood inside the kitchen and that the blast took place in the customer area," Ms Rao added.



Karnataka Chief Minister Siddaramaiah visits the Rameshwaram Cafe blast site. Chief Minister Siddaramaiah convened a meeting of senior Home Department officials in the wake of the blast.

Centre signs tripartite pact to bring 'lasting solution' to problems of Tripura's indigenous people



New Delhi, 2 March: A tripartite agreement between TIPRA Motha and the governments of Tripura and India was signed on Saturday in the presence of Union Home Minister Amit Shah to bring a "lasting solution" to the problems of the state's indigenous people. With the signing of the agreement, the government has respected history, corrected past wrongs and accepted the present reality to proceed towards a brighter future, Shah said. "I assure all stakeholders of Tripura that you won't have to fight for your rights anymore. The gov-

ernment of India will be two steps ahead in creating mechanisms to safeguard your rights," he said at an event held at North Block here. The home minister said no one can change history but everyone can learn from their past mistakes and move ahead.

He said the Tripura Indigenous Progressive Regional Alliance, popularly known as TIPRA Motha, and all tribal parties have played a constructive role and the BJP government in Tripura also worked sincerely towards this agreement. Shah added that under Prime Minister Narendra Modi's government, 11 peace and boundary settlement agreements in Northeastern states were signed.

He said the peace pact with the insurgent group National Liberation Front of Tripura (NLFT) was signed first and this will be the last for the Northeast before going to the Lok Sabha polls. Tipra Motha supremo Pradyot Debbarma was on a 'fast-unto-death' to demand a permanent solution to the problems of the indigenous people. Following assurance of the interlocutors of the Central government, he came to the national capital and agreed for the pact.

Bengal's development not in right direction, we tried to course correct: PM Modi in Krishnanagar

Modi attacks TMC over corruption, sets target for Bengal BJP to win all 42 Lok Sabha seats



Kolkata, 2 March: Prime Minister Narendra Modi on Saturday stepped up the attack against the Mamata Banerjee government, labelling it as being synonymous with "oppression, dynasty politics, and betrayal" and claimed that the TMC has achieved a "mastery" in turning schemes into scams.

Speaking at a rally in Krishnanagar in Nadia district, Modi outlined an ambitious target for the BJP to win all the 42 Lok Sabha seats in the state, emphasising the essential correlation between West Bengal's progress and that of the nation. He rallied supporters to "ensure the proliferation of the lotus", the electoral symbol of the Bharatiya Janata Party (BJP), in every Lok Sabha constituency in the state.

Referring to the incidents in Sandeshkhali, where women have levelled charges of sexual abuse against TMC leaders, Modi accused the government of abandoning the aggrieved women and instead siding with the accused.

"People of West Bengal are disappointed by the way the state

government is functioning. They have repeatedly given such huge mandates to the TMC with great expectations, but the party has become another name for tyranny, dynasty politics and betrayal. The TMC's priority is corruption and nepotism, not development of the state," he said. Taking at dig, Modi articulated an acronym for the TMC, asserting it now epitomises 'Tu, Main, aur Corruption hi Corruption' (you, me, and corruption). He lambasted the party for appropriating central schemes, branding those as their own, and fostering a culture of "graft and favouritism".

"The TMC has tainted the image of West Bengal. It has achieved mastery in turning every scheme into a scam. They put a sticker on central schemes and call it theirs. They don't hesitate in snatching from the poor and depriving them," he said. Modi claimed that 'tolabaj' (extortionists) of the TMC "call the shots" in West Bengal and "wield undue influence in the state, obstructing the implementation of central schemes".

Prime Minister Narendra Modi unveils development projects worth Rs 15,000 crore in Bengal



Kolkata, 2 March: Prime Minister Narendra Modi unveiled development projects worth Rs 15,000 crore in West Bengal on Saturday. The prime minister unveiled the projects at an official function in Krishnanagar in Nadia district. Addressing the programme, he said these initiatives were aimed at making West Bengal a developed state. "These projects will provide momentum to West Bengal's economic growth and create job opportunities," he added. The PM laid the foundation stone of Damodar Valley Corporation's Raghunathpur Thermal Power Station Phase II (2x660 mw), located in the Purulia district. He inaugurated the flue gas desulfurisation (FGD) system at Mejia Thermal Power Station, developed at Rs 650 crore. He also inaugurated the four-laning of the 100-km-long Farakka-Raiganj section of NH-12, built at Rs 1,986 crore. The PM dedicated to the nation four rail projects worth more than Rs 940 crore in the state. These are the doubling of the Damodar-Mohishila line, the third line between Rampurhat and Murarai, the doubling of Bazarsau-Azinganj rail line and a new line connecting Azimganj and Murshidabad, an official statement said. Governor CV Ananda Bose was among those present at the programme. The expelled Lok Sabha MP from Krishnanagar, Mahua Moitra, had extended an invite but Prime Minister Narendra Modi chose to ignore her and her invite. Instead he sharpened the attack on the ruling Trinamul in Bengal on Saturday with tolabaaj (extortionist) on his lips on the second day of his Vijay Sankalp Yatra in Nadia's Krishnagar and asked for all 42 seats from Bengal in the next Lok Sabha polls.

People displaced by Manipur violence to cast votes at special polling stations in relief camps

Imphal, 2 March: Special polling stations will be set up at relief camps to enable people displaced due to the ethnic strife in Manipur to cast their votes in the upcoming Lok Sabha elections, an official statement said. The Election Commission of India (ECI) has issued directions in this regard, the statement issued by the state Chief Electoral Officer on Friday said.

"A large number of electors registered in several parts of the state were displaced from their native places during the conflict that started on May 3, 2023. Presently, they are residing in relief camps in various districts. The displaced electors are still enrolled at the places where they were residents before the conflict started," it stated. "The ECI, after due consultation with the central and state governments, has directed that all such displaced persons who had to leave their native places during the conflict shall continue to be borne on the electoral rolls of the assembly and parliamentary constituencies concerned in the state," the statement said.

"As per past precedent of similar nature, the internally displaced



electors shall be provided with the facility to vote at special polling stations to be set up in relief camps," it added.

Voting in these special polling stations "shall be conducted using separate EVMs for each parliamentary constituency". All rules and directions applicable for the conduct of polls at the original polling stations will apply at these special polling stations as well, it added.

Counting of votes polled at the special polling stations will be conducted by designated assistant returning officers (AROs) at the specified counting centres specially set up for this purpose with the prior approval of the Commission.

A majority of over 50,000 internally displaced people are currently staying at relief centres across five valley districts and three hill districts. At least 219 people have been killed in the ethnic strife in the state that started on May 3 last year after a 'Tribal Solidarity March' was organised in the hill districts to protest against the Meitei community's demand for Scheduled Tribe (ST) status.

Meiteis account for about 53 per cent of Manipur's population and live mostly in the Imphal Valley, while tribals, which include Nagas and Kukis, constitute 40 per cent and reside mainly in the hill districts.

Congress will provide MSP to farmers legally, says Rahul Gandhi in Madhya Pradesh



New Delhi, 2 March: Congress leader Rahul Gandhi on Saturday said his party will provide Minimum Support Price (MSP) to farmers legally if it came to power at the Centre.

He was speaking at a public meeting in Morena after his 'Bharat Jodo Nyay Yatra' entered Madhya Pradesh from Rajasthan.

The BJP government at the Centre has waived loans of Rs 16 lakh crore of ten to fifteen industrialists but it is denying (legally guaranteed) MSP to farmers, he alleged.

Farmer organisations in Punjab and Haryana are currently agitating for legally guaranteed MSP for crops.

Gandhi also claimed that 73 percent people of the country including Other Backward Classes, Dalits and tribals do not have any representation in the government and various other sectors, and a caste-based census will ensure justice to them.

Such a census will ensure equal participation of these communities in various sectors, the Congress leader said.

Earlier in the afternoon, MP Congress president Jitu Patwari welcomed Gandhi and senior leader Ashok Gehlot at the border of Morena district. The Yatra resumed from Dholpur in Rajasthan after a five-day break.

India Has Eliminated Extreme Poverty, Says US Think Tank Brookings



New Delhi, 2 March: The American think tank Brookings Institution, in its latest report, lauded India for eliminating extreme poverty, marking a significant milestone in the nation's socio-economic landscape. Authored by economists Surjit Bhalla and Karan Bhasin, the report attributes the achievement to the Indian government's robust policy initiatives focused on redistribution, fostering inclusive growth throughout the past decade.

The study puts out statistics that show a substantial decline in the headcount poverty ratio and a

surge in household consumption. The data presented challenges to previous estimates by the World Bank, indicating a lower number of impoverished individuals in India. One of the pivotal factors contributing to this success, according to the study, is the amalgamation of high economic growth and a significant reduction in income inequality. The 'head-count poverty ratio at the purchase power parity \$1.9 level plummeted from 12.2% in 2011-12 to a mere 2% in 2022-23.

The authors asserted that the elevated consumption growth in

rural areas is a direct outcome of the government's unwavering commitment to redistribution. Publicly funded initiatives, such as the national mission for constructing toilets and the drive for

universal access to electricity, modern cooking fuel, and piped water, have played a pivotal role, the study said.

Highlighting the impact of such policies, the report notes a

staggering increase in rural access to piped water from 16.8% in August 2019 to an impressive 74.7% at present.

The authors emphasise that the elimination of extreme poverty in India not only heralds positive implications for global poverty rates but also signals the need for the nation to graduate to a higher poverty line.

The report comes at a time when two of the world's leading economies - Japan and the UK - have slipped into recession. Britain recently revealed a 0.3 percent contraction in the fourth

quarter of 2023 and has officially entered a recession. Japan, once poised to become the world's largest economy, has also been struggling to recover after the Covid pandemic which crippled the country's finances.

The spotlight has now turned on India, which has emerged as a beacon of opportunity for investors. Projections from the International Monetary Fund suggest that India is poised to overtake both Japan and Germany in terms of economic output, with estimates placing the shift in 2026 and 2027, respectively.

State government issues commercial permits to owners of two-wheelers

Kolkata, 2 March: The state government on Friday started issuing commercial number plates and permits to the owners of two-wheelers who use their vehicles for business purposes.

Transport minister Snehasis Chakraborty handed over commercial permits and number plates to the owners of more than 120 two-wheelers at a programme in Salt Lake.

Officials said the move was aimed at legalising the use of two-wheelers for commercial purposes such as delivering goods.

"We have been receiving complaints from a number of two-wheeler owners who said they



were being booked by police for not possessing commercial number plates and permits," the minister said."The state government has made it clear that personal ve-

hicles, including two-wheelers, can't be used for commercial activities because that is against law. We are happy to issue commercial number plates and permits to

some of the two-wheeler owners who are engaged in commercial activities. This should mark the beginning of switching over to commercial number plates by oth-

ers who have not done so."

There are some 20,000-odd bike taxi operators in the city and its adjoining areas. Transport department officials said most of the two-wheelers are registered as private vehicles.Cities like Delhi, Mumbai and Bangalore have banned the use of two-wheelers with private registration as bike taxis.

For some time now, the state government has been trying to bring the owners of two-wheelers used for commercial purposes within a legal framework.

The transport department has been urging the owners of the two-wheelers to get their vehicles

re-registered as "commercial vehicles" but the response has not been encouraging.A negligible percentage of two-wheeler owners switched to the commercial mode.

Last March, the state government had offered all bike taxi drivers road permits to operate across five interconnected districts. The permits are for "contract carriage".

"The system for commercial two-wheelers is different from the ones that are privately registered," said a senior official in the transport department.

"We hope those who received the commercial number plates will inspire others to do so."

Schools worry over early arrival of central forces



Kolkata, 2 March: The early arrival of central forces has left many schools in Kolkata and its surroundings worried.Police have started writing to these schools asking for their premises to house the forces. At least four schools have already received such letters.

The school heads said this year the central forces are arriving earlier than what is usual for an election season.Holding classes as usual and conducting the summative tests could be difficult, several school heads said.

The historic Bethune Collegiate School in north Kolkata has suspended classesup to Class VIII for the time being as the central forces are expected to use the school premises.The school said in a notice circulated among guardians on Thursday that students up to Class VIII should wait for the next notice to know about the resumption of classes.

"We were alerted by Burtolla police station on Thursday that six rooms would be requisitioned by the central forces. We plan to hold classes on alternate days at the primary level. We would inform the parents of the upper primary section about the resumption of classes soon following a meeting with the parents. Classes IX and X will be held as usual. The practicals of Class XI, scheduled next week, will be held as usual," said Sabari Bhattacharya, the teacher-in-charge.

Lake Town police station last week informed Sanjay Barua, the headmaster of Naraindas Bangur Memorial Multipurpose School on Bangur Avenue on the northern

fringes of the city about the arrival of the central forces.

"We have been told that we have to make 12 out of 15 rooms available for the use of the central forces. The central forces are likely to arrive anytime. Since most of the rooms would be requisitioned, we are worried about conducting classes," said Barua.

"In the last Parliament elections, as far as I know, the forces set up their base in April. I have heard since additional central forces are being deployed for the Lok Sabha polls this year, the forces are being asked to set up their bases early. But we are worried about how classes would be held as the forces are expected to stay till the election results are announced," the headmaster said. In the 2019 Lok Sabha polls, the counting was held in May.

The Telegraph reported on February 29 that the Election Commission of India has decided to deploy 58 companies of central forces in five districts in and around Kolkata.Classes remained suspended at Naraindas Bangur Memorial Multipurpose School following the conduct of the HS examination from February 16 to 29.

Headmaster Barua said: "We had plans to hold the summative tests from Classes I to X in April. But if the forces take possession of so many rooms, how will we hold the exams?"

In government, government-aided, and government-sponsored schools, students are assessed through a combination of formative and summative tests.

2 hostel rooms ravaged by blaze at Lee Memorial Mission, students evacuated



Kolkata, 2 March: A fire suspected to have started at a women's hostel on the campus of a missionary school in central Calcutta gutted at least two rooms and forced an emergency evacuation of hundreds of students who were attending classes in another wing of the same building on Friday morning.Police said there were no reports of anyone having been trapped or injured in the fire at Lee Memorial Mission. But several women, many of whom have risen over hardships to pursue education a vocation, lost all their books and belongings. And hundreds of children spent a horrifying time in an open field looking up at the leaping flames.Lee Me-

morial Mission is located on Raja Subodh Mullick Square Road, a stone's throw from Lenin Sarani on one side and Creek Row on the other. Its campus has several facilities — Lee Memorial Girls' High School, a primary school, a school up to Class VIII, a girls' hostel and a hostel for women. As I went up, stench hit me like a wave: Student recalls harrowing incident at Lee Memorial MissionAs I went up, stench hit me like a wave: Student recalls harrowing incident at Lee Memorial MissionThe fire started in the women's hostel. Students from outside Bengal who are pursuing higher studies stay on the second and thirdfloors of the four-storeyed building. Some women

staff members also stay in the women's accommodation, officials said.Police sources said there are more than 40 rooms in the building, of which around 20 were occupied by outstation students who are pursuing higher studies.A Class X student, who was in her classroom on the first floor, said: "We were having our geography class when a senior teacher came running to our class and said there was a fire on the third floor. We were asked to immediately vacate the building."The fire, the student said, was reported from one of the rooms just above the classroom where she was sitting.The children were queue-ed out of the classroomsand shifted to a ground near the school.By the time the fire could be extinguished, the flames had engulfed two rooms on the second floor. The belongings of the students who lived there were gutted. Several young women who are pursuing their postgraduation and are residents of the women's accom-modation were seen running to the charred rooms around an hour after the flameshad been doused, hoping to recover some of their belongings.

Session on overtaking buses and trucks: Road safety campaign for bikers

Kolkata, 2 March: A road safety session taught two-wheeler riders why they should not ride right next to buses and trucks and should avoid overtaking them from close as these vehicles offer limited visibility to their drivers.

The two-wheeler riders were then made to sit in the driver's seat and asked to see through the rear-view mirrors inside and outside the vehicle, as well as through the front windshield, and spot the two-wheelers.

The sessions are being organised by officers of the Bidhan-nagar Police Commissionerate At the workshops in Salt Lake and on VIP Road on Friday, police personnel demonstrated the dangers by placing marking tapes as well as motorcycles, bicycles and scooters around a couple of buses.

"We placed the tapes as well as vehicles directly in front of a bus, just behind it and on either side below the windows of the driver's and the helper's seats. We then asked those who ride two-wheelers to sit in the driver's seat and try to spot the motorcycles, bicycles and the scooters. None of them could," said an officer.

Brotin Ghoshal, from Teghoria, told the police that on several



occasions he had observed that buses move slowly to pick up passengers and then suddenly accelerate.

Trucks, too, accelerate erratically. "I have seen this several times — a heavy vehicle that has been moving slowly suddenly picks up speed. This makes it dangerous to overtake them," said Ghoshal.Traffic police officers explained that one of the main reasons for this was that the driver of the larger vehicle was not aware that a two-wheeler was behind or beside his vehicle.

"Before attempting to overtake any vehicle, particularly larger ones, one should warn the other driver. Use the horn and flash the headlight and the indicator and make the driver in front re-

alise which direction you are headed.It is important to wait for the bigger vehicle to move aside before attempting to overtake it. Large and heavy vehicles have several blind spots around them," a senior officer of the airport traffic guard said.

Blind spots are those areas on the road that a driver cannot see from his seat while looking forward or through the rear-view or side mirrors.Those present at the road safety sessions were also shown footage of road accidents captured by CCTV cameras installed along VIP Road and in Salt Lake.Gaurav Sharma, the Bidhan-nagar police commissioner, told Metro on Friday that these workshops and campaigns would continue.

"We Won't Forget You": Alexei Navalny's Supporters Gather To Say Goodbye

Moscow, 2 March: In a candle-lit Moscow church, mourners stood Friday in silence around the coffin of late opposition leader Alexei Navalny as thousands paid tribute outside.Two weeks after his death in an Arctic prison, Alexei Navalny's family could finally say goodbye.The unassuming, domed Orthodox church in a quiet corner of Moscow was not completely full, and many stood outside waiting to enter.Those who were permitted included Alexei Navalny's parents. His body lay in a coffin, his face waxly and drawn.

When the brief funeral service was over, the casket was immediately closed, even as many shouted: "Let me say goodbye, don't close it!"Outside, a stream of defiant mourners that had begun slowly massing earlier in the day clapped.Many wept, holding flowers. Outside the cemetery where he was buried, some mourners shouted: "We won't forget you!" and "Forgive us!"

An elderly man in the crowd yelled out: "He was telling the truth about Russia. Thank you." His death in a high-security prison colony above the Arctic Circle sparked despair among his supporters, many of them young Russians who saw Alexei Navalny as their best chance for change.

But that despair turned into defiance on Friday, despite a heavy police presence and concern about arrests."People like him shouldn't die," a mourner named Anna told AFP, as a large queue of thousands began snaking round the streets on the way to the church.

"Honest. Principled. Ready to put themselves on the altar. He went all the way," she said. Bustling in winter coats and hats, many in the crowd held up their phones to film -- a scene reminiscent of the rallies Alexei Navalny amassed in the capital just a decade before."It's a bit scary, because you don't know what it will turn into," said 37-year-old doctor Maxim. "But I think it's a way for people to wake up and not be silent." Since the Kremlin launched its full-scale military intervention in Ukraine just over two years ago, public dissent is rare.

Biden Says US Military To Airdrop Food And Supplies Into Gaza

Washington, 2 March: U.S. President Joe Biden announced on Friday plans to carry out a first military airdrop of food and supplies into Gaza, a day after the deaths of Palestinians queuing for aid threw a spotlight on an unfolding humanitarian catastrophe in the crowded coastal enclave.Biden said the U.S. airdrop would take place in the coming days but offered no further specifics. Other countries, including Jordan and France, have already carried out airdrops of aid into Gaza."We need to do more and the United States will do more," Biden told reporters, adding that "aid flowing to Gaza is nowhere nearly enough."

At the White House, spokesperson John Kirby stressed that airdrops would become "a sustained effort." He added that the first airdrop would be likely be military MREs, or "meals ready-to-eat.""This isn't going to be one and done," Kirby said.Biden told reporters that the U.S. was also looking at the possibility of a maritime corridor to deliver large amounts of aid into Gaza.At least 576,000 people in the Gaza Strip - one quarter of the enclave's population - are one step away from famine, according to the U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.

Gaza health authorities said Israeli forces had killed more than 100 people trying to reach a relief convoy near Gaza City early on Thursday, as Palestinians face an increasingly desperate situation nearly five months into the war that began with a Hamas attack on Israel on Oct. 7.Israel blamed most of the deaths on crowds that swarmed around aid trucks, saying victims had been trampled or run over. An Israeli official also said troops had "in a limited response" later fired on crowds they felt had posed a



threat.With people eating animal feed and even cactuses to survive, and with medics saying children are dying in hospitals from malnutrition and dehydration, the U.N. has said it faces "overwhelming obstacles" getting in aid.

David Deptula, a retired U.S. Air Force three-star general who once commanded the no-fly zone over northern Iraq, said airdrops are something the U.S. military can effectively execute."It is something that's right up their mission alley," Deptula told Reuters."There are a lot of detailed challenges. But there's nothing insurmountable."Still, there have been questions about the effectiveness of air dropping aid into Gaza.A U.S. official, speaking on the condition of anonymity, said the airdrops would have only a limited impact on the suffering of those in Gaza.

"It doesn't deal with the root cause," the official said, adding that ultimately only opening up land borders could deal with the issue in a serious manner.Another issue, the official added, was that the U.S. could not ensure that the aid simply didn't end up in Hamas' hands, given that the United States did not have troops on the ground.

"Beyond Alarming": Rishi Sunak's Impassioned Plea To Save British Democracy

London, 2 March: UK Prime Minister Rishi Sunak has issued an impassioned plea for Britain to protect its democracy as he warned that extremist forces were out to tear the country apart and undermine its multi-faith identity. Referencing his own Hindu beliefs, the British Indian leader on Friday stressed that the enduring values of the UK are about embracing migrants of all faiths and ethnicities and urged protesters to ensure peaceful demonstrations are not hijacked by extremist forces.

"Immigrants who have come here have integrated and contributed. They have helped write the latest chapter in our island story. They have done this without being required to give up their identity," said Rishi Sunak in a speech outside 10 Downing Street.

"You can be a practising Hindu and a proud Briton as I am, or a devout Muslim and a patriotic citizen as so many are, or a committed Jewish person and the



heart of your local community, and all underpinned by the tolerance of our established, Christian church," he said.

"But I fear that our great achievement in building the world's most successful multi-ethnic, multi faith democracy is being deliberately undermined. There are forces here at home trying to tear us apart," he added.

He was speaking soon after what he characterised as the "beyond alarming" win in a bye-election on Thursday of a controversial politician, George Galloway, in Greater Manchester following a campaign dominated by the divisions of the Israel-Hamas conflict.

He said on too many occasions recently, the streets of Britain had been hijacked by small groups who are hostile to British values and have no respect for its democratic traditions.

"Islamist extremists and the far right feed off and embolden each other. They are equally desperate to pretend that their vio-

lence is somehow justified when actually these groups are two sides of the same extremist coin... both loathe the pluralist, modern country we are," he said.

The British Prime Minister stressed that both these groups of extremists were spreading the poison of extremism with the aim of draining Britain's confidence. He added: "No country is perfect, but I am enormously proud of the good that our country has done."

"I stand here as our country's first non-white Prime Minister, leading the most diverse government in our country's history to tell people of all races, all faiths and all backgrounds it is not the colour of your skin, the God you believe in or where you were born, that will determine your success but just your own hard work and endeavour."

Rishi Sunak reiterated his support for a new protocol agreed with the police forces of the country earlier this week to take action against violent activities that

threaten the personal security of members of Parliament and also any violence during serial protests taking place in response to the Israel-Hamas conflict. He said threats of violence and intimidation are alien to the British way of doing things and must be resisted at all times.

"I love this country. My family and I owe it so much. The time has now come for us all to stand together to combat the forces of division and beat this poison. We must face down the extremists who would tear us apart," he urged.

Following weeks of simmering tension in the UK over the Gaza conflict, Prime Minister Rishi Sunak Friday said that the "time has come" to battle extremist forces as he warned "democracy itself is a target".

In an unusual address from outside his Downing Street home, Sunak said that "in recent weeks and months, we have seen a shocking increase in extremist disruption and criminality."



Today's Horoscope

	ARIES: You experience a sense of freedom today. And in this mood you feel like doing all the things that you loved to do in your childhood. It is a nice time to take your family on an outing.
	TAURUS: You have a hectic day ahead, says Ganesha. You will be immersed in your work all day long and will love doing so. A lot will get done by the end of the day.
	GEMINI: It's time you took stock of your personal life. Is there someone you want to propose but are afraid to do so? Ganesha advises you not to let the fear of rejection stop you from making an effort.
	CANCER: Ganesha says that this will be a unique and auspicious day for you. You will get clue and hints of this from morning itself. A religious ceremony in the house.
	LEO : You will have to bear more responsibilities in the office. You need to carefully weigh your alternatives before making a decision. On the personal front.
	VIRGO: Today is a mixed bag of values and pragmatism, says Ganesha, and if there were to be a competition for the most humanitarian person, you would be likely to win hands down.
	LIBRA: It is very likely that you will arouse immense jealousy in others with your success and growth in business. Your business rivals may attempt to dent your credit worthiness in one way or the other.
	SCORPIO: The grey strands on your head is not just a colour, but speaks about your experiences. Your wisdom will make you take appropriate decisions at work.
	SAGITTARIUS: Today is a curiously interesting day for you. While you are always well-groomed, today, you may take that extra bit of care to look best and attract a lot of praise for that too.
	CAPRICORN: If wasteful expenditure has left your bank balance a tad below what you had anticipated, you will have reasons to rejoice today, says Ganesha.
	AQUARIUS: Do you wish to have a new car or any other property? Make the bookings today, as it is favourable day to make such purchases. You will prioritise your needs.
	PIECES: Fear is a part and parcel of life, and while it can not be eliminated, it can certainly be tamed, and that is what you will be doing today. All your suppressed audacity will be on full display.

Ahead Of Twins Winston And Viraaaj's 12th Birthday, Celina Jaitly Shares Pics From Their "First Hike"

Mumbai, 2 March: Stop whatever you are doing and head over to Celina Jaitly's Instagram page. The actress has shared a throw-back picture from the first-ever hike with her twins, Winston and Viraaaj. In the image, Celina, along with her husband, Peter Haag, can be seen posing with their little ones. Sharing the story behind the frame, Celina wrote in the caption, "Winston and Viraaaj were only about two months old and we had to move to Singapore from Dubai. My husband Peter Haag was very keen we return to #austria before Singapore and have the boys touch their paternal homeland. So after a Pooja in India at my parents place in Mhow (MP) where my Mom knitted these two baby suits magically in 4 days flat for the trip we arrived in Austria."

She continued, "My husband (Peter Haag) a typical mountaineer wanted to do the babies (Winston and Viraaaj) first hike. I was in complete shock n not sure. We ended up with a three hour



hike up to Mammoth Caves with forty-five day old twins strapped on to us. At first I was mad at

Peter for this strange idea but then I saw many couples like us hiking at high altitude with small little

babies. The twins slept through the entire hike both up and down the mountain waking briefly only for feeds."

"I (Celina Jaitly) could not believe it but like true Austrians and Indian pahadi's they were very at peace in the mountains and still are. All three kids are like mountain goats. I guess it runs in their blood from both sides. On 24th March our first set of twins Winston & Viraaaj will turn 12 years old. My phone popped this beautiful memory and it made me realise children grow up so fast," Celina Jaitly concluded.Celina Jaitly and Peter Haag got married in 2011. The couple welcomed twin boys Winston and Viraaaj in March 2012.

In 2017, they were blessed with another set of twin boys, Arthur and Shamsher. Tragically, Shamsher passed away due to a serious heart condition. On the work front, Celina Jaitly was last seen in the short film Season's Greetings.



Tiger Shroff celebrated his birthday with the paparazzi.

Trending Pics From Ishqbaaz Star Surbhi Chandna's Haldi And Chooda Ceremony

Mumbai, 2 March: Love is in the air as Ishqbaaz actress Surbhi Chandna is all set to get married to her boyfriend of 13 years, Karan Sharma, today (March 2). Ahead of their big fat Indian wedding, captivating glimpses from the bride-to-be's haldi and chooda ceremonies have taken the internet by storm. Embracing tradition with elegance, Surbhi Chandna dazzled in a golden sequined ensemble for the chooda ceremony. Her ensemble, comprising a kurti, sharara, and sheer dupatta, was complemented by antique jewellery and a bindi. With her hair elegantly tied into a bun, she radiated sheer joy as her family showered her with rose petals.

Transitioning to the haldi ceremony, Surbhi Chandna wore a halter neck top adorned with vibrant pearls and shells, paired with a purple-hued skirt embellished with beads and coloured crystals. Karan Sharma complemented her look with a golden kurta paired with a white pathani. In one of the viral videos, the couple is seen making a full Bollywood-style entry to the venue.The wedding festivities for the couple kicked off with a vibrant mehendi ceremony followed by a Sufi night on Friday (March 1). Photos and videos capturing the magic of Surbhi Chandna and Karan Sharma's wedding festivities are making waves on social media.

The couple exchanged rings during the Sufi night. Dressed in matching black sequin ensembles, they exuded elegance and charm. Surbhi Chandna wore a chic ensemble comprising a sequined bralette top and flared pants, elegantly draped in a sheer overcoat. She accessorised her look with statement jewellery, including a striking necklace and earrings. Meanwhile, Karan looked suave in a simple short kurta paired with Patiala

pyjamas, topped off with a sequined jacket. In one of the videos, the couple could be seen dancing joyously to the rhythm of soulful music, their spirits soaring



high with happiness and love.

A day ago, the actress also celebrated her bachelorette alongside her Ishqbaaz co-stars Shrenu Parikh, Nehalaxmi Iyer, Mansi Srivastava, Kunal Jaisingh, and Mrinal Deshraj. Surbhi Chandna was dressed in a chic yellow-and-white ensemble. Sharing the photos on Instagram, the bride-to-be wrote, "The A gang made sure I have a blast just before I am no longer a Bachelor and I can't thank them enough cause koi special feel karana inse seekhe. Two days of Madness begins and reliving my bachelorette here."

Crew Song Naina Teaser: Kriti Sanon's In-Flight Swag. That's It. That's The Headline

Mumbai, 2 March: Crew updates just keep getting better and better. Just a week after the teaser of the film released, another teaser of an upcoming song from the film was shared. The song titled Naina features Kriti Sanon posing in a flight and it is slated to release on March 4. She looks stunning as ever as she poses in a beige bandeau top and a mini skirt that she accentuated with an oversized jacket. Did someone say play? Kriti, Tabu and Kareena Kapoor feature as airhostesses in Crew. Sharing the teaser, Kriti Sanon wrote, "It doesn't get hotter than this. Iss 'Naina' ka kya kehna. #NainaSong arriving March 4 t h #CrewInCinemasOnMarch29." Kriti also mentioned that song has been directed by Farah Khan.Other than Kareena Kapoor, Tabu, Kriti



Sanon,Crew also stars Diljit Dosanjh. Comedian-actor Kapil Sharma will also feature in the film in a cameo appearance. The film has been directed by Rajesh Krishnan and it is slated to release in theatres on March 29, this year.

Kareena Kapoor, Tabu and Kriti Sanon are sharing screen space for the first time in Crew.

The film will also feature Diljit Dosanjh and comedian Kapil Sharma (in a cameo appearance). The film has been co-produced by Ekta Kapoor and Rhea Kapoor, who are reuniting after the 2018 hit Veere Di Wedding (which also featured Kareena Kapoor, along with Sonam Kapoor, Swara Bhasker and Shikha Talsania).

Mumbai, 2 March: Rashmika Mandanna, who is in Japan to attend the Crunchyroll Anime Awards, shared that she and Vijay Deverakonda are looking for an opportunity to work together in her conversation with Pinkvilla. Rashmika, who co-starred with Vijay in Geetha Govindam, Dear Comrade, told Pinkvilla, "We're definitely looking for a script together. It's been really long, and I can see that fans are really waiting for our collaboration next time. And if something really interesting comes up, definitely." Rashmika is rumoured to be dating Vijay Deverakonda though the couple haven't revealed their relationship in public.

A few days ago, Rashmika trended a great deal on X for her "significant" reply to a fan's post. A fan page, calling Rashmika the "national crush of India," added that her husband "should be like VD" (as in "very daring"). FYI, VD also happens to be actor Vijay Deverakonda's initials. Replying to the X post, Rashmika Mandanna wrote, "That's very true."

In an interview with We Are Yuvaa, Rashmika spoke about her equation with Vijay Deverakonda. Rashmika told We Are Yuvaa, "Viju and I sort of grew up to-

really, really respect."

Earlier, Vijay Deverakonda addressed the rumours of his engagement to Rashmika in an interview with Lifestyle Asia. "I'm not



gether. So anything I do in my life right now, he has a contribution to it." She added that she takes Vijay's advice seriously. "I take his advice in anything I do, I need his opinion. He's not a yes person. He's on point. This is good...this is not good...this is what I think...this is what I don't think. He has supported me personally more than anyone else in my entire life. So, I feel he's someone I

getting engaged or married in February. It feels like the press just wants to get me married every two years. I hear this rumour every year. They're just walking around waiting to catch me and get me married," Vijay Deverakonda said.On the work front, Rashmika Mandanna will be next seen in Pushpa 2: The Rule alongside Allu Arjun. The film will be released on August 15.

The Internet Is Impressed By This "Spexy" Pic Of Kartik Aaryan

Mumbai, 2 March: Kartik Aaryan, who knows how to keep his Instafam hooked, shared a selfie of himself with an innovative caption. In the picture shared, Kartik Aaryan can be seen posing for the camera with his black shades on. He wrote in the caption, "Feeling Spexy." The Internet instantly started commenting on the picture. A fan wrote, "Caption ghazab." Another fan wrote, "Why so hot." Another comment read, "Aha post workout glow!" Another comment read, "Oyyee hoyee koki." Another one added, "Spectacular." Another comment read, "Casually dropping hottest selfies!"

Kartik Aaryan, who went to Bengaluru to attend the opening ceremony of Women's Premier League 2024, spent quality time exploring the South-Indian cuisine last week. Kartik Aaryan shared glimpses of his food trail on Instagram feed. In the pictures, Kartik Aaryan, dressed in his casual outfit, can be seen posing with some delicious dosa, filter coffee and South-Indian thali. In one video shared by him, he can be seen speaking in a southern language as he puts the order for two filter coffee. Kartik captioned the post, "After visiting these delicious and iconic eateries in Bangalore, soch raha hoon food blogger ban jaun." Kartik Aaryan is all set to start the shoot of Bhool Bhulaiyaa 3.



He has been actively sharing the announcements of the cast from the film. The makers announced the project on social media by posting a compilation video of Kartik and Vidya's versions of Ami Je Tomar. Kartik Aaryan, who garnered praise for his portrayal of Rooh Baba in Bhool Bhulaiyaa 2, welcomed Vidya Balan onboard with a post. It read, "And its happening. OG Manjulika is coming back to the world of Bhool Bhulaiyaa. Super thrilled to welcome Balan Vidya. This Diwali is going to be cracking Bhool Bhulaiyaa 3."

Kartik Aaryan will also be seen in Chandu Champion, directed by Kabir Khan. The movie has been backed by Sajid Nadiadwala. Kartik was last seen in Satyaprem Ki Katha alongside Kiara Advani.

This Pic Of Chamkila Squad Parineeti Chopra, Diljit Dosanjh, AR Rahman, Imtiaz Ali Is Viral

Mumbai, 2 March: Amar Singh Chamkila, a film based on the true story of Punjab's singing sensation, the highest record-selling artist of his time, Amar Singh Chamkila, is set to release on Netflix. A picture from the recent Netflix press conference, in which the cast and the director (Imtiaz Ali) and the composer (AR Rahman) were present, went viral. The picture was shared by a fan page dedicated to Parineeti Chopra. In the picture, Parineeti Chopra, Diljit Dosanjh, AR Rahman, Imtiaz Ali can be seen adorably posing for a groupie (group selfie). Diljit Dosanjh, who plays the titular character in the film, can be seen showing thumbs up in the picture. Sharing the picture, the fan page wrote, "CHAM CHAM..Chamkila - Amarjot."At the press conference, Parineeti rocked an all-black look while Diljit Dosanjh sported a black jacket over a white shirt. They posed for the shutterbugs together.

On Thursday, Netflix India announced a bunch of films and series that will release on the streaming giant. Amar Singh Chamkila is one of them. The first song from the film Ishq Mitaye was also released on that day. The song encapsulates the rise of the 80s singer duo Chamkila and his partner, later wife Amarjot Kaur. The song was shared by the film's lead pair Diljit Dosanjh and Parineeti Chopra on their respective Instagram feeds. The caption alongside the post read, "Mere agge duniya ka rang saara fikka, Apne lahu se hi lagaaya maine tikka..main hoon panjab."Amar Singh Chamkila has been directed by Imtiaz Ali and the film's music has been composed by AR Rahman. The film is slated to release in April 12 on streaming giant Netflix. Imtiaz Ali and AR Rahman have earlier worked together in films like Rockstar, Highway, Tamasha.

On Tiger Shroff's Birthday, Neha Dhupia Shares A LOL

Mumbai, 2 March: Neha Dhupia, who is back with a new season of No Filter Neha, shared a funny post on Tiger Shroff's birthday. FYI, Tiger Shroff will be the guest in an upcoming episode of the show. Tiger Shroff turned 34 today. On his birthday, Neha shared a video in which she can be seen recreating the signature pose of Tiger to the background score of Heropanti. Neha didn't wish the birthday boy in particular. However, her timing of sharing the video collides with Tiger's birthday. Sharing the video, Neha wrote, "Me, when someone asks me "how's your prep for @tigerjackieshroff's episode going "??? Can't miss this one, watch him on @officialjioTV @jioTVplus on #nofilternehaseason6 #nofilterneha co produced by @wwearebiggirl"

Earlier, Neha also shared a teaser of Tiger's episode on her Instagram. She wrote, "From no-shirts to No Filters! Watch Tiger Shroff take your breath away in an interview as dangerous as his stunts, with Neha Dhupia in the next episode of No Filter Neha season 6. Streaming now on JioTV." Meanwhile, Tiger cut a birthday cake with the Mumbai paparazzi at the airport. In the pictures viral from the airport, Tiger Shroff can be seen cutting the birthday cake. He can also be seen feeding a piece of cake to a paparazzo. Tiger Shroff can also be seen greeting the paparazzi stationed over there with folded hands. Tiger Shroff made his debut in the Hindi film industry with Heropanti alongside Kriti Sanon.

Over the years, he has cemented his position as one of the leading action heroes of Bollywood. Tiger Shroff is popular for his dance skill as well. He has featured in movies like Baaghi, War, Munna Michael, to name a few. Tiger Shroff was dating Disha Patani though the couple were always tight-lipped about their relationship status. On the chat show, Koffee With Karan Tiger admitted that he is single as of now.

Sunil Grover Accepted Akshay Kumar And Tiger Shroff's Dance Challenge. Then, This Happened

Mumbai, 2 March: Tiger Shroff just started the #GoMast-MalangJhoom challenge, where he asked his fans and friends to dance to the Bade Miyan Chote Miyan song Mast Malang Jhoom. Soon, his co-star Akshay Kumar shared his rendition of the challenge along with cricketer Shikhar Dhawan. The latest addition to the list is comedian-actor Sunil Grover, who had an oopsie moment in the video (read a slipping shoe). Akshay Kumar re-posted the video on Instagram and he wrote, "Bhai pehle laces bandh le phir jhoom (Brother, first tie the shoe laces, then groove)."Sharing the video, Sunil Grover wrote, "Bade Miyaan Akshay Kumar ji, Chhote Miyaan Tiger Shroff ji, yeh challenge accept karte hue joote ke pheete bandh lein."Akshay Kumar accepted Tiger's challenge and he wrote, "Challenge accepted Chote Tiger Shroff. Thanks to my brother Shikhar Dhawan for joining in. Now it's over to the ladies (Katrina Kaif, Sonakshi Sinha, Manushi Chhillar and Alaya F)." In the comments section of the post, Alaya F commented, "Nobody can be as cool as you Akshay Kumar sir! But challenge accepted." The film's producer Jacky Bhagnani commented, "Mast Malang." Tiger Shroff commented, "This is..." and dropped fire emoji.Tiger Shroff shared his version of the video and he nominated Akshay Kumar, Varun Dhawan, Rakul Preet Singh and Jacky Bhagnani. He wrote, "You guys grooving to this hook yet? Bade its your turn now. Akshay Kumar and inviting all my yaars Varun Dhawan, Rakul Preet Singh and Jacky Bhagnani and my Tigerian army to Jhoom to these beats."

"Proud" Mom Sussanne Khan's Post For Son Hridaan Roshan Playing Guitar

Mumbai, 2 March: Sussanne Khan is a proud mom, and her latest Instagram video is proof. In the clip, her younger son, Hridaan Roshan is skillfully playing the guitar and singing Ed Sheeran's hit song, The A Team. His soulful voice is truly captivating. Sussanne has also written a heartwarming caption for her son. It read, "My Ridzo.. You are such a kind soul that I can see it and feel it in your voice my son...From here to infinity and beyond Reach for all your dreams and the Universe will always protect and guide you to them...I am soooooo incredibly proud of all that you are and I am so overwhelmed you picked me as your mama..." Sussanne has added a face holding tears, hands making hearts, black hearts and evil eye emojis.

Additionally, Sussanne Khan took a moment to express her gratitude to Hridaan's instructor. She added, "P.S thank you Kunal Sir for always being there and motivating him to push his boundaries.. thank you."

Sussanne Khan's boyfriend, Arslan Goni, wasted no time in showering praise on Hridaan's performance. He posted raised hands and black heart emojis in the comments section. Veteran actress Sonali Bendre joined in with black heart emojis. Neelam Kothari has described the performance as "so amazing." Renowned chef Vicky Ratnani showed his admiration with folded hand emojis. Model and actress Pragya Kapoor expressed her delight with heart-eyed faces and black hearts. TV actor Gautam Gupta added his awe with a simple "Wow."

Not only is Sussanne Khan's younger son musically talented, but her elder son, Hrehaan Roshan, has also been recognised for his musical prowess. Last year, he was awarded a scholarship merit award by the Berklee College of Music for his outstanding performance. Sharing the joyous news on Instagram, Sussanne wrote,"19th of December 2023. Our Hrehaan got his acceptance



letter from Berklee College of Music, offering him a scholarship merit award for his excellence..this was the happiest day of my life. Ray, you are my Hero and my best friend. I have seen you persistently be at it for the last 9 years. Pursuing your passion for Music. And I am so so proud of you my Son you fill me up with the brightest light. From here to eternity let

this journey of your passion take you to the highest level of joy and love. God bless you my darling may the Universe shine brightest over your every action and your every tune fill the hearts of everyone. PS I know you never gonna "Stop this Train." Sussanne Khan and Hritik Roshan got married in December 2000. After 14 years, the two got di-

vorced. They continue to co-parent their sons — Hrehaan and Hridaan.

Sussanne Khan is super happy today. After all, her son Hrehaan has achieved a milestone. Safe to say, the young man is ending 2023 on a good note. The 17-year-old has been offered a scholarship merit award by the Berklee College of Music for his excellent performance. Sharing the happy news on Instagram, the proud mother dropped a montage of some special moments with Hrehaan. "19th of December 2023. Our Hrehaan got his acceptance letter from Berklee College of Music, offering him a scholarship merit award for his excellence.. this was the happiest day of my life. Ray, you are my Hero and my best friend. I have seen you persistently be at it for the last 9 years. Pursuing your passion for Music. And I am so so proud of you my Son you fill me up with the brightest light. From here to eternity let this journey of your passion take you to the highest level of joy and love.

Editorial

Exemplary prowess?

Opinion on China is generally hostile in this country. War in the 1960s all but obliterated a unique friendship and a shared vision for peaceful co-existence that was enunciated in the Panchsheel Agreement between India and China in 1954. So inspiring was the set of principles announced by prime ministers Jawaharlal Nehru and Zhou Enlai that it was incorporated in the Bandung Conference declaration a year later by 29 Afro-Asian countries for a new era of peace and development. Rajiv Gandhi's epochal visit to Beijing in 1988 managed to break down the great wall of animosity between the two countries, but relations have become a lot worse in recent years. When it comes to the economy and China's technological prowess, the Indian government and its handmaiden media, in particular, tend to be dismissive and disparaging, fuelled by barely disguised resentment and envy. This results in paradoxes. In recent years, when the Narendra Modi government banned around 250 Chinese apps citing these to be "prejudicial to the sovereignty and integrity of India," there was a frenzy of nationalist messages on WhatsApp exhorting patriotic Indians to boycott the apps. The irony is that the messages were, for the most part, being sent on Chinese-made mobile phones which they were unwilling to jettison! While the world is overawed by China's cutting-edge scientific and technological breakthroughs, albeit with some trepidation, Indians tend to act like ostriches. Nothing is reported. Nothing is acknowledged. Instead, we have commentators writing that India should take care to avoid the patent follies of China, where apparently quantity was the criterion and not quality. One of the most absurd and peevish observations I came across in a business paper was that China's policy had spawned a frenzy of patent-filing of very little value—"junk patents with scant innovation". Was the writer taking his cue from the official line on China? Possibly since an official in the top economic advisory body was also cautioning India not to follow the Chinese model based on utility patents. Let's understand why patents are granted in the first place. Broadly, these are granted for innovative ideas that have utility value. For some years now China has emerged as the top patent filer worldwide, a development that has caught the interest of the world. While there may be dross in the pile of gold—it's easy to find silly patents everywhere—China's patents have been spectacular in several fields such as communications technology. In early February, China Mobile, the world's largest telecom carrier, launched the world's first satellite to test 6G architecture. It was successfully placed into a low orbit to "offer low latency and high data transfer rates", according to an official statement. Using domestic software and hardware, the autonomous 6G architecture was jointly developed by China Mobile and the Innovation Academy for Microsatellites of the Chinese Academy of Sciences (IAMC), yet another example of industry and top scientific institutions working towards clearly defined objectives. Academia is also closely involved in this effort. If one is looking for the Chinese way to excellence it can be found in the IAMC system—the very antithesis of the situation in India, where moribund scientific institutions are unable to shake off the legacy of a hierarchical bureaucratic system of working that produces very little of merit. Industry flounders on its own. A little digging revealed some interesting details about IAMC. It is just one of the major microsatellite innovation research institutes in the country, focused on development of micro satellites and related innovation. So far, IAMC has launched 95 satellites into space and emerged as a leader in the commercial satellite industry. The more fascinating revelation is that IAMC has around 700 staff for scientific research and administration work, of whom the majority are postgraduates and holders of doctorates. Now, hold your breath: the average age of the staff is just 34. Could any of the patents that these institutions have garnered be termed junk? There are some unique aspects to China's staggering technological breakthroughs. The World Intellectual Property Organization (WIPO) notes that first and foremost, there is an emphasis on forward engineering. In this system, new or nascent scientific and technological knowledge is acquired in university labs and then applied in a top-down fashion for the development of commercial products. This is in sharp contrast to the reverse engineering approach adopted by South Korea and Taiwan which became powerhouses of technology much earlier than China. Secondly, China has made it a policy to acquire technology and brands through international mergers and acquisitions, and lastly, it has used parallel learning from foreign direct investment firms to promote domestic companies. WIPO calls this "Beijing model" of innovation. Firms like Huawei and ZTE were set up in a university and became leading global obms or original brand manufacturers. Similarly, China has produced three giants—Baidu, Alibaba and Tencent—in the platform business which WIPO says are leading the country into what it terms the era of the Fourth Industrial Revolution. There is, however, a difference. Many Chinese universities run their own businesses, which differ from ordinary spin-offs. The university sets up the companies and also funds and staffs them, which means it retains managerial control. A more spectacular revolution, and transformational from the environmental aspect, is in electric vehicle (EV) manufacture with Chinese firm BYD—it stands for Build Your Dreams—overtaking Tesla in the number of EVs it manufactures, dominating both the domestic and export markets. But more on this another time. To come back to India's touchy relations with its neighbour, there is a new cause of friction over mobile phones, this time more serious. India has recently arrested Chinese and Indian executives working in Chinese smartphone company Vivo, accusing them of being involved in money laundering activities. A Beijing Foreign Ministry spokeswoman, while promising full support to the arrested Vivo employees in "safeguarding their lawful rights and interests", has asked India to recognise the mutually beneficial nature of business cooperation between the two countries and "to provide a fair, just, transparent and non-discriminatory business environment". Till then China is no longer sending its nationals to oversee operations here. As a result, India's export of smartphones is taking a big hit. Does it ring any bells?

First step

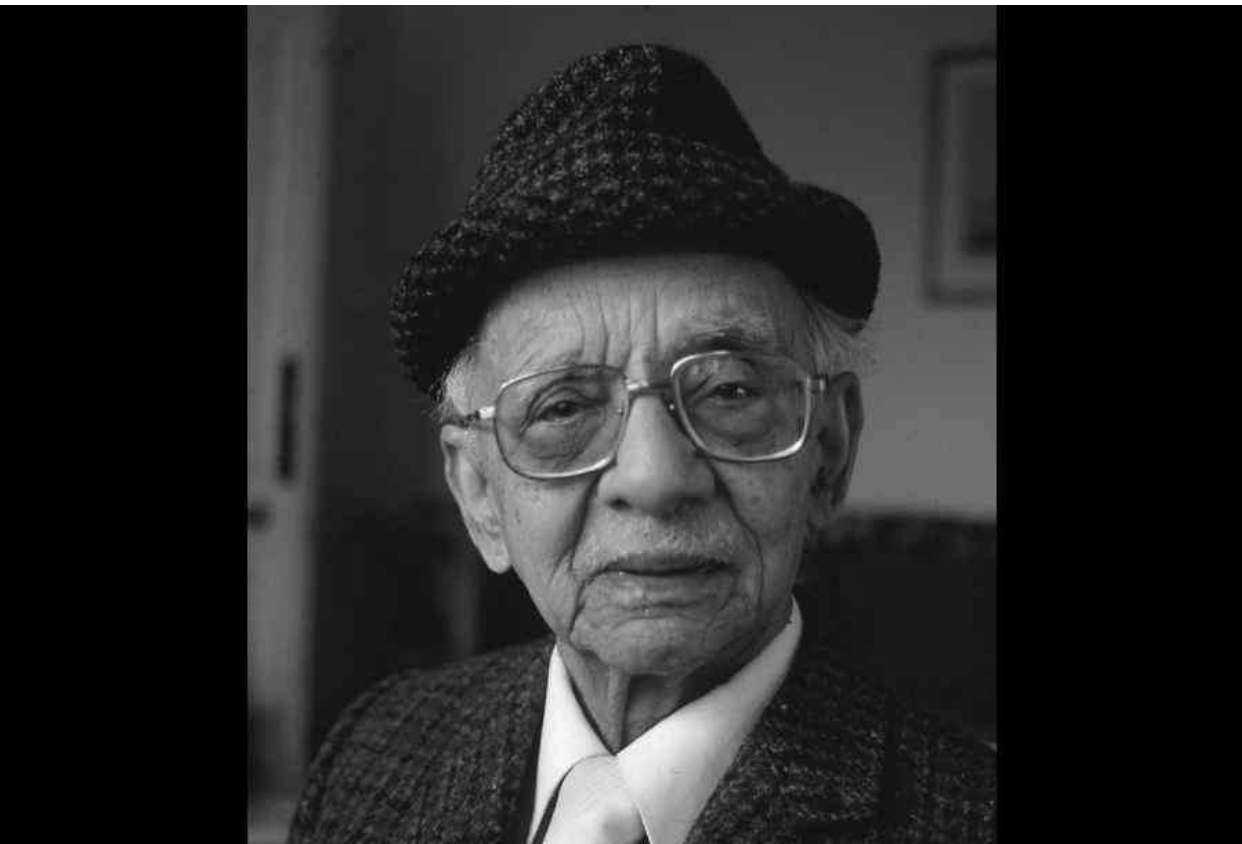
Sheikh Shahjahan, the principal accused in the attack on Enforcement Directorate officials in Sandeshkhali that took place 55 days ago as well as the alleged perpetrator of other crimes that have come to light since, has been arrested by the police at long last. The former Trinamul Congress leader, who has been charged with forcible acquisition of arable land and sexual exploitation of local women, among other crimes, was sent to judicial custody. This, the ruling party would be hoping, would close an ignoble chapter in its reign. But this should not be the case. The hoodlum's arrest should mark the beginning of a new chapter that fetches the answers to several troubling questions. How did the accused succeed in evading the long arm of the law for such a long time? Who were his patrons? Their clandestine support to the strongman ensured his seeming immunity from the law all these years. Unsurprisingly, the politics surrounding Sandeshkhali is going to be prolonged in this poll season. The Bharatiya Janata Party would want to milk the episode for political gain. However, the delivery of justice to the victims, rather than the communalization of the incident, must be prioritised by

Bengal's principal Opposition party. The TMC, on the other hand, would be keen on deflecting attention from the controversies. It has begun its damage control exercise by suspending the miscreant from the party: a step that the TMC has described — risibly — as adherence to raj dharma. Simultaneously, it is striving to compensate the losses suffered by Sandeshkhali's residents. This, though, should not be a time for cosmetic measures: much more needs to be done, including the dismantling of the nexus between politicians and criminals not just in Sandeshkhali but also in other parts of Bengal. Only this kind of a cleansing can insulate the TMC from an electoral backlash. Sandeshkhali also demands a renegotiation of democracy's stakeholders — state government, administration and the media — with Bengal's hinterlands. Far too often, tales of organised criminality and repression of those on the margin come to light after they are perpetrated. they then disappear into the proverbial cracks once the accompanying political noise dies down. Justice and the rule of law must not be limited by geography. Their reach must be uniform: democracy and its minders must ensure that.

As India hurtles towards a predicted apocalyptic election, the question is not whether the Bharatiya Janata Party will score another resounding victory but how it will use its triumph. That uncertain future recalls my first meeting in 1962 with Nirad C. Chaudhuri. As I wrote in a centenary tribute in Time magazine 35 years later, Chaudhuri sought my opinion on a scattering of tents across the road from the balcony of his flat near Delhi's Kashmiri Gate. I said they housed construction workers who would go away when their job was done. "No!" he exclaimed vehemently. "They will never go away. That is Hindu India coming into its own!" He did not have in mind the benignity of Rudyard Kipling's short story, The Miracle of Purun Bhagat, in which the author rebuts racism accusations by affirming that "so long as there is a morsel to divide in India, neither priest nor beggar starves." The title of Chaudhuri's last volume of memoirs, taken from Alexander Pope's "Thy hand, great Anarch! lets the curtain fall;/ And universal Darkness buries All", hints at a more sinister conclusion. He may even have come to believe in Churchill's theory of a conspiracy of "Brahmins who mouth and patter the principles of Western Liberalism, and pose as philosophic and democratic politicians... [but] deny the primary rights of existence to nearly sixty millions of their own fellow countrymen whom they call 'untouchable', and whom they have by thousands of years of oppression actually taught to accept this sad position." The long overdue provision for fast-track citizenship for beleaguered Hindus from several neighbouring countries gives some indication of Narendra Modi's threatened "big decisions" during a third term that is almost taken for granted. Many supposedly revolutionary changes are bound to be little more than semantic. For instance, 'Atmanirbhar Bharat' only repackages Jawaharlal Nehru's familiar 'import substitution' mantra while the original of the proudly advertised 'Amrit Bharat Station Scheme' must

seem even more repetitive since the first passenger train between Bombay and Thane in 1853 obviously needed stations. So did the East Indian Railway's Calcutta-Delhi link line finalised by 1846. The drive for 'Akhand Bharat' may no longer hold central position in the BJP's thinking just as consolidation of the sad remains of Gulab Singh's kingdom of Jammu, Kashmir and Ladakh may seem more important now than getting back 'Pakistan-occupied Kashmir'. However, Uttarakhand, home to revered Hindu temples, and Himachal Pradesh, with the plainly modern imprint of an outsize pair of feet on Jakhu Hill, might set the ball rolling for an inclusive definition of the loyal Indian. The three new laws overhauling the criminal justice system might make life easier for everyone by simplifying court procedures, reducing demands for extra-legal gratification at every turn and by plugging loopholes. All such advances in bureaucratic procedure, science and technology, transport and infrastructure, even the "astronaut wings" that Modi presented recently to four pilots at the Vikram Sarabhai Space Centre, are indebted to earlier achievements even if few in today's India are modest or honest enough to admit like the eminent British scientist, Isaac Newton, that "if I have seen further [than others], it is by standing on the shoulders of giants." The VSSC was established a year before he died by Nehru, one such giant, who reminded the Ceylon Association for the Advancement of Science that "politics and religion are obsolete; the time has come for science and spirituality."

Nothing could have underscored the difference between the two Indias more emphatically than Modi's announcement after his underwater puja, "I felt connected to an ancient era of spiritual grandeur and timeless devotion." His benediction, "May Bhagwan Sri Krishna bless us all", injected a note of piety in a cause that appears to elevate statercraft to the level of the gods. Mohandas Karamchand Gandhi knew that the deadly mix of pol-



itics and religion is irresistible to South Asians. So must Modi who probably finds it greatly diverting when such unlikely acolytes as Mamata Banerjee and Rahul Gandhi scurry around frantically seeking religious credentials. The tone of Bharat that is India — no longer of 'India that is Bharat' — is bound to be very different now that English is not the primary language of either of the ruling party's two most powerful politicians. English is the language of understatement. It imposes a particularly unIndian restraint on speech and behaviour and must seem especially alien outside the minuscule urban milieu to which this newspaper caters. No wonder the Supreme Court complained in the Patanjali Ayurved case that "the entire country is being taken for a ride and the government is sitting with its eyes shut" as this newspaper reported last Wednesday. Such a disconnect can mean a major upheaval in a society that has rightly or wrongly identified

education, literacy and even civilisation with the English language ever since the British took over from the Mughals. The new India promises to be a mix of idyll and illusion with remote occurrences reinvented in brilliant colours, the immediate past brushed under a fancy carpet, and history enlivened by liberal doses of magic and mythology. Handles and honorifics with sacrosanct overtones — Acharya and Yogi, Swami and Sant — bestow dignity on obscure operators, especially in the absence of any responsible regulatory authority to protect titles from misuse. No wonder the likes of many who brought discredit to khadi are now said to sport saffron. To be fair, they were not the first copycats. When the scholarly Dr Karan Singh launched his Virat Hindu Samaj eight months after 700 Tamil Harijans converted to Islam to the anger and anguish of Hindu orthodoxy, an ecstatic Swami Satyamitranand bumbled in what seemed like holy ecstacy,

"The Lord Almighty has sent Maharaja Karan Singh, the great Suryavanshiya Kshatriya, as a divine blessing." It seemed as if the Virat Hindu Samaj would knit together hundreds of sects and castes. Not since Kurukshetra, people said, had Hindus assembled in such large numbers in the name of religion. Police estimates reckoned on four lakh people at the Boat Club rally. Dr Singh's message to them was that untouchability was not a part of the dharma but a social phenomenon that could be abolished. "If a Hindu can see the manifestation of god in a tree, a stone and the sky, why cannot he find god in a fellow human being?" he asked amid cheers. The initiative was short-lived. When he wound up the Samaj, Dr Singh explained that he had hoped to strengthen the position of secular Hindus who found it necessary to apologise for their faith. Instead, his organisation was in danger of being taken over by the Vishwa Hindu

Parishad, the Rashtriya Swayamsevak Sangh and other fundamentalist organisations. The no longer Unknown Indian may not have been surprised by this retreat of the moderates. Dayanand Saraswati's Arya Samaj and the less militant but once influential Brahmo Samaj had already fled the battlefield. So in a more signal defeat had Buddhism. With more places of worship to recover and more minority wings to clip, Chaudhuri had already developed his doomsday thesis: India was a massive piston that the British had dragged out and held in place by brute force. The Indians who had taken over after 1947 were clinging to it with aching arms. They didn't have a hook or rope to secure the piston and lacked the muscle to hold on. "Inch by inch, it's slipping in. One day their strength will fail, and the piston will slam back with a tremendous roar, plunging India again into the anarchy and bloodshed of pre-British times!"

Caught in the net

When was the World Wide Web released to the public? Searching for an answer, I went to the only place that can provide me with an instant response — the World Wide Web. An NPR article informed me that it was created by Tim Berners-Lee and gifted to humanity on April 30, 1993, free of charge. By the end of the 1990s, this information web had covered the globe to such an extent that the post-90s generations don't know of a time before the internet. This one platform has revolutionised information access, learning, knowledge production and connectivity. And this has happened at a speed which is unfathomable. The number of technological developments that have aided, enhanced and accelerated these processes are mind-boggling. With Artificial Intelligence bursting onto the scene, things are only going to get even more unbelievable, literally and metaphorically. On an aside, it is philosophically valuable to consider Roger Penrose's argument that Artificial Intelligence is a 'misnomer'. That the computer can only 'mimic' intelligence. He argues that consciousness is not computation. Anyway, let me not wander. Before you jump the gun and assume that this piece is about fake news, deep fakes, post-truth or the dangers of Artificial Intelligence, let me inform you that it is not. The drawbacks of not having the internet and the democratising role the medium has played are there for all of us to see, acknowledge and appreciate. Therefore, I am not going to dwell on the obvious. Neither am I going on a nostalgic rant on 'the good old days'. But there are other questions about the pre-networked age that require consideration. Let us begin with something as simple as thinking, a process that every human being engages in by default. To receive information, comprehend and make decisions is nearly automatic. The question before me is whether there was something different about the way we thought before the online network became a permanent fixture in our lives. Similar to how technology helped us reduce the time we spent on gathering, cooking and consuming food, the Cloud has greatly reduced the burden of remembering dates, times or exact events. Such information was given great importance in the past. Unfortunately, the lifting of this

unnecessary weight has not meant that we engage earnestly with serious questions. The ease with which the Web provides us with answers somehow curtails the extent of our questioning. When was the World Wide Web released to the public? Searching for an answer, I went to the only place that can provide me with an instant response — the World Wide Web. An NPR article informed me that it was created by Tim Berners-Lee and gifted to humanity on April 30, 1993, free of charge. By the end of the 1990s, this information web had covered the globe to such an extent that the post-90s generations don't know of a time before the internet. This one platform has revolutionised information access, learning, knowledge production and connectivity. And this has happened at a speed which is unfathomable. The number of technological developments that have aided, enhanced and accelerated these processes are mind-boggling. With Artificial Intelligence bursting onto the scene, things are only going to get even more unbelievable, literally and metaphorically. On an aside, it is philosophically valuable to consider Roger Penrose's argument that Artificial Intelligence is a 'misnomer'. That the computer can only 'mimic' intelligence. He argues that consciousness is not computation. Anyway, let me not wander. Before you jump the gun and assume that this piece is about fake news, deep fakes, post-truth or the dangers of Artificial Intelligence, let me inform you that it is not. The drawbacks of not having the internet and the democratising role the medium has played are there for all of us to see, acknowledge and appreciate. Therefore, I am not going to dwell on the obvious. Neither am I going on a nostalgic rant on 'the good old days'. But there are other questions about the pre-networked age that require consideration. Let us begin with something as simple as thinking, a process that every human being engages in by default. To receive information, comprehend and make decisions is nearly automatic. The question before me is whether there was something different about the way we thought before the online network became a permanent fixture in our lives. Similar to how technology helped us reduce the time we spent on gathering,

cooking and consuming food, the Cloud has greatly reduced the burden of remembering dates, times or exact events. Such information was given great importance in the past. Unfortunately, the lifting of this unnecessary weight has not meant that we engage earnestly with serious questions. The ease with which the Web provides us with answers somehow curtails the extent of our questioning. The rapidity of search results and the way material is presented on and for the Web do not make us curious. Furthermore, the tone is more often than not, definitive. In other words, the internet has surreptitiously removed doubt from learning. Doubt is not distrust. It is a prerequisite for education. It is the opening that leads to further investigation. This does not happen by accident. It is part of knowledge creation. In the sharing of what we know, we embed the possibility of doubt, change and growth. The virtual information highway largely functions in the opposite manner where you get more hits if you present an assured face. Your fingers itch to click the first possible link and people pay to place their links

on top. It requires great effort to go past these innumerable layers of 'surety' to get to a place where learning is exciting; dare I even say true! This makes me consume in an unthinking manner. Questioning is stunted and people hold on to the programmed opinion they clicked on. Hence, we should not be surprised that 'educated' folks fall prey to blatant lies. This problem did not begin with social media. The algorithms that nurtured cyberspace have always been designed to lessen the time used for assimilation. Speed in time spent on accessing a page and the way the information is presented are key to its success. The moment we forego the paucity of time, urgency or the claim that we can do more productive things in those extra minutes that are needed to read, read again, think, read again and pause, we lose the ability to learn. Is the internet a reality? Since creators, developers and participants are real people, we have to accept that the virtual universe is a part of a larger reality. But this agent has drastically reduced physical interactions. Childhood in the 1980s and 1990s entailed feel-

ing the soil, being close to the trees, and meeting people in person. Today, it is all about video calls, playing games and learning via iPads and mobile phones. Parents say technology has made children smarter at an early age. I am no child psychologist, nor an educationist to counter such a claim confidently. Yet, I have to wonder about this smartness. Building the capacity to solve arithmetic or mathematical problems, or remembering things, or cleverness without empathy, love and care is not intelligence. I will argue that true intelligence is felt and every emotional connection is intelligent. When this is missing, humanity goes into hiding. Watching videos on YouTube or Instagram of the horrors that are unfolding in Palestine or Manipur will not make a person more empathetic. Love and compassion have to be learnt and shared physically, directly, without an intermediary. If something does not exist on the Web, is it real? And, as an extension, is everything that happened before the virtual age and has not been digitised irrelevant? The first question may sound moot because we cannot imagine that there are people or things that do not find mention on the internet. The falsity of this belief stems from the fact that we trust it as a democratic space. The internet is a market-

place, a bazaar where everyone is selling. The fact that anyone can open a shop without paying rent does not imply equality. Social equations that govern our everyday interactions also control the internet. Hence, there are many unheard, wrongly represented and lost voices. The imperative to give everything a digital avatar wipes out all that does not find space in this all-encompassing network. Innumerable cultures, stories and peoples are lost to posterity not only because we do not look beyond the infobahn but also because we have forgotten to remember from life experiences, from what we hear, see and learn in person. Even lived histories have to be virtualised. Histories can be easily twisted, maligned, because we only believe that which is given on a website, written in a manner that is unambiguous and spoon-fed to us, requiring no commitment from our end. Naysayers may argue that all this is hocus-pocus theorisation. That the website is merely the new avatar of the book. Books also spread lies and wipe out people. This is true. But a book required the writer to explain and demanded attention and time from the reader. The internet, on the other hand, celebrates loudness and preys on the lack of attention.



GRSE declares interim dividend of `90.73 cr for FY24

Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd. (GRSE), a Kolkata-based prominent shipyard and builder of commercial and naval vessels under the Ministry of Defence, has announced an interim dividend of Rs 90.73 crore for the fiscal year 2023-24 on Friday, reinforcing its position as a stalwart in the Indian defence manufacturing sector. In a ceremony held in the national capital, the Interim Dividend Cheque, amounting to Rs. 67.59 crore, which includes the government's share, was formally presented to Union Defence Minister Rajnath Singh by Retired Commodore PR Hari, the Chairman and Managing Director of GRSE Ltd. Defence Secretary Giridhar Aramane graced the occasion, emphasizing the significance of GRSE's contribution to India's maritime capabilities.

GRSE's declared interim dividend stands impressively at Rs. 7.92 per equity share of Rs.10 for FY 23-24, marking a substantial increase from Rs. 5.50 in the preceding fiscal year. This consistent dividend payout over the past



three decades reflects the company's unwavering financial stability and commitment to shareholder value creation. The shipbuilding giant boasts a robust order book position of Rs 22,792.89 crore as of December 31, last year, a key indicator of its success in the industry. Furthermore, GRSE has significantly in-

creased its order book to an impressive Rs 24,456 crore, underscoring the trust clients place in its shipbuilding and engineering capabilities. This financial strength positions GRSE as a reliable and strategic partner for the defence ministry. GRSE's impressive track record includes being a People Capability Maturity

Model (PCMM) Level-2 Certified Company. Notably, it was the first shipyard in independent India to construct a warship for the Indian Navy - the Seaward Defence Boat (SDB) INS Ajay - in 1961. The company's global contributions include constructing the first-ever Indian Export Warship "CGS Barracuda" for the

government of Mauritius, a Fast Patrol Vessel "SCG PS Zoroaster" for Seychelles, and an Ocean-Going Cargo and Passenger Ferry Vessel "MV Ma Lisha" for the Republic of Guyana. The prestigious Miniratna Category I Company status, conferred upon GRSE in 2006, further solidifies its stature in the industry. With over 790 platforms delivered, including an impressive 109 warships for the Indian Navy, Indian Coast Guard, and friendly foreign countries, GRSE holds the distinction of being the Indian shipyard with the highest number of warships built and delivered. GRSE's commitment to timely execution is evident in its recent performance, successfully executing orders worth Rs 750 crore during the first quarter of the financial year. The company's stock has experienced a notable 12 per cent increase over the last three months, reflecting positive market sentiment towards its strong financials. GRSE continues to make significant strides in the defence manufacturing landscape.

India's manufacturing sector growth hits 5-month high in Feb

India's manufacturing sector growth climbed to a five-month high in February amid a sharper uptick in factory production and sales, supported by both domestic and external demand, a monthly survey said on Friday. The seasonally adjusted HSBC India Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) rose from 56.5 in January to 56.9 in February, pointing to the strongest improvement in the health of the sector since September 2023. In Purchasing Managers' Index (PMI) parlance, a print above 50 means expansion while a score below 50 denotes contraction. According to the survey, production rose at the fastest pace in five months and fuelled the quickest increase in sales since last September and the strongest expansion in new export orders for 21 months. "The HSBC final India Manufacturing PMI indicates that production growth continued to be strong, supported by both domestic and external demand," said Ines Lam, Economist at HSBC. Despite the uptick in growth momentum, manufacturing employment in India was little-changed. "Goods producers mentioned that payroll numbers were sufficient for current requirements," the survey said. On the inflation front, purchasing cost inflation retreated to a 43-month low, with selling charges increasing to a lesser extent as a result.



The input costs witnessed the slowest rise in over three-and-a-half years. Manufacturing firms' margins improved as input price inflation slipped to the lowest since July 2020, Lam said. Besides robust domestic demand, new export orders rose at the fastest rate in nearly two years, with Australia, Bangladesh, Brazil, Canada, mainland China, Europe, Indonesia, the US and UAE as sources of demand growth. Manufacturing firms scaled up buying levels in response to greater production requirements, sustained increases in sales and to build safety stocks, the survey said. Going ahead,

manufacturers have a bullish business outlook amid buoyant demand conditions. February survey data indicated sustained optimism among manufacturers regarding the year-ahead outlook for production. The overall level of confidence was the second highest since December 2022. "Buoyed by robust demand and improving profit margins, manufacturers have an optimistic outlook about future business conditions," Lam added. The HSBC India Manufacturing PMI is compiled by S&P Global from responses to questionnaires sent to purchasing managers in a panel of around 400 manufacturers.

NSO revises numbers in national account

The National Statistical Office (NSO) on Friday revised upwards the Gross National Disposable Income (GNDI) for 2021-22, 2022-23, and 2023-24 to Rs 1,74,816, Rs 1,96,833 and Rs 2,12,461 in FY22, FY23 and FY24, respectively. According to a corrigendum released by the NSO on Friday, the GNDI (at current prices) has grown 13.3 per cent and 8 per cent in FY23 and FY24, respectively. The national account data released on Thursday had shown the GNDI grew 12.6 per cent and 7.9 per cent in FY23 and FY24, respectively. The GNDI was Rs 1,74,816, Rs 1,96,833 and Rs 2,12,461 in FY22, FY23 and FY24, respectively. The Net National Disposable Income (NNDI) has also been revised to Rs 2,12,58,230, Rs 2,42,58,653, and Rs 2,64,42,791 for FY22, FY23, and FY24, respectively.

The NNDI were shown as Rs 2,12,58,230, Rs 2,40,79,994, Rs 2,62,41,394 for the three fiscal years, respectively. The NNDI growth has been revised to 14.1 per cent and 9 per cent from 13.3 and 9 per cent in FY23 and FY24, respectively. Similarly, the Gross National Disposable Income has been revised to Rs 2,39,25,034, Rs 2,73,98,551, Rs 2,98,39,727 in FY22, FY23, and FY24, respectively. It was Rs 2,39,25,034, Rs 2,72,19,892, and Rs 2,96,38,330 in the three fiscal years, respectively. The Gross National Disposable Income growth has been revised to 14.5 per cent and 8.9 per cent from 13.8 per cent and 8.9 per cent in 2022-23 and 2023-24, respectively.

Data sovereignty SBI mulling to build its own domain-specific Large Language Model

The country's largest lender State Bank of India (SBI) is mulling to build its own Large Language Model (LLM) to leverage the data it possesses, a senior official said on Friday. The bank has been using Artificial Intelligence (AI) for over seven years now, and wants to create a situation where it can co-exist with an open-source LLM, its Deputy Managing Director Nitin Chugh said speaking at the Asia Economic Dialogue event here. The project to build its own LLM is an ambitious one to be executed over the long-term, Chugh, who heads the digital banking and transformation efforts at State Bank of India, said. "We should start building our own large language models that are at least domain-specific. For how long will we depend on open source models? We are looking at a situation where we can either co-exist with an open source models or have something of our own which also goes through all these tests of data sovereignty," he

said. Building such an LLM will offer an independence to the lender and ensure that it is dependent on technical aspects that are coming from elsewhere, he said. Chugh said almost half of the engineers who are helping build AI-based tools at global corporations are Indians, and "there is an emphasis" on returning home because of the availability of high amount of data.

Stressing that the bank has a lot of data, AI models and also a great team of data scientists, Chugh said in parallel, the bank is engaged in experimentation involving developing use cases in-house or through technology vendor partners. Much before a privacy law came in, the bank adopted a strong governance model when it comes to things like AI, Chugh said, adding that he expects the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023 to get notified in the middle of 2024. The regulator is also investing a lot of resources on the Generative AI front and is try-



ing to create policies in alignment with the changing scenario in the market because of the adoption of the latest technologies, he said. Speaking at the same event, Cognizant India's Chairman and Managing Director Rajesh Nambiar, who also chairs industry lobby grouping Nasscom, said GenAI is "over-hyped" in the short-run but underestimated from a long term

basis because of the ability to influence things. Amid concerns on GenAI's impact on jobs, he said Business Process Outsourcing (BPO) jobs are at a greater risk, while in software services or coding related jobs, ones not using AI will feel the heat. "This (GenAI) can impact white collar jobs a lot more than anything else that came in the past," he said.

Elon Musk sues OpenAI & CEO Sam Altman, claiming betrayal of goal to benefit humanity

Elon Musk is suing OpenAI and its CEO Sam Altman over what he says is a betrayal of the ChatGPT maker's founding aims of benefiting humanity rather than pursuing profits. In a lawsuit filed at San Francisco Superior Court, billionaire Musk said that when he bankrolled OpenAI's creation, he secured an agreement with Altman and Greg Brockman, the president, to keep the AI company as a non-profit that would develop technology for the benefit of the public. Under its founding agreement, OpenAI would also make its code open to the public instead of walling it off for any private company's gains, the



lawsuit says. However, by embracing a close relationship with Microsoft, OpenAI and its top executives have set that pact "afire" and are "perverting" the

company's mission, Musk alleges in the lawsuit. "OpenAI, Inc. has been transformed into a closed-source de facto subsidiary of the largest technology company in

the world: Microsoft," the lawsuit filed Thursday says. "Under its new Board, it is not just developing but is actually refining an AGI to maximize profits for Microsoft, rather than for the benefit of humanity." AGI refers to artificial general intelligence, which are general purpose AI systems that can perform just as well as or even better than humans in a wide variety of tasks. Musk is suing over breach of contract, breach of fiduciary duty and unfair business practices. He also wants an injunction to prevent anyone, including Microsoft, from benefiting from OpenAI's technology.

FY24 GDP growth could be within striking range of 8%



The GDP growth for the current financial year could be within striking distance of 8 per cent, a study by the State Bank of India (SBI) said on Friday, a day after India posted an 8.4 per cent growth in the December quarter, and revised upwards the estimates for the preceding two quarters. "The third quarter GDP numbers jolted the psyche and cognitive framework of most in markets, while sweeping some by a pleasant surprise. Clearly, right policy

prisms and perspectives can trump irrational expectations bordering fault lines," State Bank of India said in its research report 'Ecowrap'. It noted that defying all estimates, the economy grew 8.4 per cent in the third quarter of 2023-24 after exhibiting more than 8 per cent growth in the preceding two quarters.

The buoyancy in indirect tax mop-up (32 per cent year-on-year growth), gap between Gross Domestic Product (GDP) and Gross

Value Added (GVA) growth widened. "For fiscal 2023-24 GDP growth is expected to increase 7.6 per cent and GVA growth by 6.9 per cent... we estimate fourth quarter GDP growth at 5.9 per cent, which we believe is an understatement. Thus it is most likely that FY24 GDP growth could be within striking distance of 8 per cent," the SBI study said. The National Statistical Office (NSO) has revised GDP estimates for the first and second quarters of this fiscal to 8.2 and 8.1 per cent from 7.8 per cent and 7.6 per cent, respectively.

With the revisions, the GDP growth during April-December works out to be 8.2 per cent. The SBI report further said with the government's efforts to ensure quality of life for all citizens and stopping leakage of benefits through direct benefit transfer, for the first time the per capita GDP at current prices crossed Rs 2 lakh mark in 2023-24. In constant prices, too, per capita GDP has increased to Rs 1.24 lakh in the current fiscal.

Govt amends rules related to surplus power late payment surcharge to ensure adequate power supply to consumers

The government on Friday said that the rules related to surplus power and late payment surcharge have been amended to ensure adequate supply of electricity to consumers and meet the growing demand. The Government of India has amended the Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules of 2022 which will enhance the reliability of power supply for all consumers, a power ministry statement said. Union Minister for Power and New & Renewable Energy R K Singh said that a key amendment which has been made is related to surplus power which is within the declared generation capacity but not requisitioned by distribution companies. The minister said that some power generators were not offering this surplus power in the market, thus resulting in unused power capacity at



the national level. To address this issue and optimize the use of available power, power generators that do not offer their surplus power will now not be eligible to claim ca-

capacity or fixed charges corresponding to that surplus quantum. Additionally, this surplus power cannot be offered for sale in the power exchange, at a price of more than 120 per cent of en-

ergy charge plus applicable transmission charge. This will increase the likelihood of the surplus electricity getting purchased and utilized. Furthermore, amendments have been

made to align the Rules with statutory provisions related to accessing the national power grid.

These amendments facilitate distribution companies facing curtailment of access due to payment defaults, in getting quicker restoration of access to the national grid once they settle their outstanding dues.

Singh stated that the Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules were introduced in 2022 to tackle cash flow challenges faced mainly by generation companies and transmission companies and to promote timely payments across the power sector.

Since their notification, there has been significant progress in recovering outstanding dues, with most distribution companies now adhering to regular payment schedules.

Lok Sabha polls: BJP names Suvendu Adhikari's brother in list of 20 candidates from Bengal

Kolkata, 2 March: The ruling BJP on Saturday stole a march over its political opponents as it released the first list of 195 candidates for the upcoming Lok Sabha polls, the dates for which are yet to be finalized, including 20 seats in Bengal.

Among the fresh faces in the list was Soumendu Adhikari, the younger brother of the leader of Opposition in the Bengal legislative Assembly Suvendu Adhikari. Soumendu has been fielded from Contai in East Midnapore, which has been held by the Adhikari family patriarch Sisir since 2009.

Soumendu Adhikari, younger brother of Suvendu Adhikari, fielded from Contai in East Midnapore.Soumendu Adhikari, younger brother of Suvendu Adhikari, fielded from Contai in East Midnapore. In Asansol, which has a sizeable Hindi-speaking population, the party is banking on Bhojpuri actor-singer Pawan



Trinamul is yet to announce its list of candidates.

In West Midnapore' Ghatul Trinamul's star MP Dev will face the BJP's actor-MLA Hiranmay Chattopadhyay, known by his screen name Hiran, renewing

their long on and off-screen rivalry.Ties between the Adhikari family and the Trinamul Congress

especially Mamata Banerjee worsened after Suvendu moved to the BJP ahead of the 2021 Assembly polls, in which Mamata lost to the Adhikari family scion from Nandigram.

Another member of the Ad-

hikari family, Dibyendu is the Trinamul MP from Tamluk. It is unlike either Sisir or Dibyendu will get a nomination from their respective seats. The BJP has not yet announced the candidate for the Tamluk seat. The party also did not announce the names for the two Lok Sabha seats, Arambagh and Krishnagar where Narendra Modi held meetings. He has another public meeting scheduled for March 6 at Barasat.

Sitting MPs like BJP state president Sukanto Mazumdar (Balurghat), Nisith Pramanik (Cooch Behar), Subhas Sarkar (Bankura), Shantanu Thakur (Bongaon), Jagannath Sarkar (Ranaghat), Khagen Murmu (Maldah North), Locket Chatterjee (Hooghly), Saumitra Khan (Bishnupur) and Jyotirmoy Singh Mahato (Purulia) have been re-nominated.

In 2019, the BJP had won 18 seats of which one Arjun Singh

from Barrackpore defected to the Trinamul. Babul Supriyo, two-time BJP MP from Asansol had stepped down and joined the Trinamul in 2021.

The incumbent Alipurduar MP John Barla has been replaced by the Madarihat MLA Manoj Tigga. The Englishbazar MLA Srirupa Mitra Chowdhury has been fielded from Maldah South.Other nominees are Anirban Ganguly from Jadavpur, Nirmal Kumar Saha from Berhampore, Gouri Shankar Ghosh from Murshidabad, Priya Saha from Bolpur, Rathin Chakraborty from Howrah and Ashok Kandari from Joynagar.

"Some of them have contested elections in the past but could not win. They have been working tirelessly for the party and we believe stand a good chance in the Lok Sabha polls to increase our tally from the state," said a state BJP functionary.

Shahjahan not replying to questions, says not responsible for attack on ED officials: CID

Kolkata, 2 March: Sheikh Shahjahan has turned out to be a hard nut to crack, said a senior police officer, as the Sandeshkhali strongman purportedly evaded answers during interrogation or insisted that he wasn't involved in the attack on the Enforcement Directorate (ED) team.

Shahjahan had been arrested on Thursday and remanded in police custody for 10 days by a court in Basirhat, North 24-Parganas. The former Trinamul Congress leader was brought to the headquarters of the Criminal Investigation Department (CID) at Bhabani Bhavan in Alipore on Thursday afternoon.The karmadhyaksha at the North 24-Parganas zilla parishad spent mostly a sleepless night and post-breakfast, the man who allegedly ran a reign of terror in Sandeshkhali largely remained defiant.

"We want to record his statements and want to know whether the ED team visiting Shahjahan's house had tried calling him when they found the door locked and if there are reasons for the officer to believe that the attack was coordinated," the CID sleuth said. The ED claimed a preliminary probe had revealed that Shahjahan had used his two mobile phones to make over 20 calls ahead of the search and seizure operation by

false accusations in the Sandeshkhali area," a senior police officer said.

The meteoric rise of Shajahan Sheikh from a modest background of a helper in a local transport company to becoming the so-called 'tiger' of Sandeshkhali is what Bollywood film scripts are made of. And so does his fall.Sheikh, a key accused in sexual assault and land grab in Sandeshkhali, was arrested in the



"Shahjahan isn't replying to most of the questions and has stuck to his claim that he wasn't responsible for the January 5 attack on ED officials," said a senior CID officer. "We still have time and hope he will break down soon."A majority of senior CID officers remained tightlipped about the developments even as security around the building where Shahjahan was lodged was tightened.Shahjahan was arrested in a case of attempt to murder, rioting and robbery in the aftermath of the alleged attack on the ED team outside his Sarberia house in Sandeshkhali on January 5.

Three ED officers were injured in the attack which didn't spare accompanying journalists and CRPF personnel either.The CID has summoned the ED's deputy director, Gaurav Bharill, who lodged the complaint against Shahjahan. Bharill was asked to depose before the CID on March 3.

the team of the central agency on January 5.

"The mobile phones were busy for a few minutes around the time when the ED officials came knocking on his door early in the morning and the calls were allegedly made to Shahjahan's supporters," said an ED official. The role of Sirajuddin, popularly known as Siraj doctor in Sandeshkhali, is also being probed by the CID. The investigators want to know what his exact location was when the ED officers were attacked and whom he called immediately after the incident.

Police on Friday arrested Indian Secular Front (ISF) leader Jubi Saha for allegedly inciting unrest in Sandeshkhali. Saha was picked up from her friend Natasha Khan's house in New Town."Jubi has been arrested on charges of spreading violence and fuelling

early hours of Thursday after being on the run for 55 days that witnessed large-scale protests by women.

He was remanded to 10 days of police custody by a local court. Following his arrest, the TMC also removed Sheikh from all party positions.The rise of Sheikh started towards the fag end of the erstwhile Left Front rule in Bengal. After spending a few years as a helper in passenger vehicle services from Sandeshkhali to Sarberia, he got into the fish business.

"One of his maternal uncles was into pisciculture and Shajahan started helping him. After a few years and rapid development in business, they became No. 1 in the trade in Sandeshkhali area," a retired police officer, who was posted in the North 24 Parganas district during that time, told PTI.

Boy suffers burns after falling into hot porridge at Integrated Child Development Scheme centre

Kolkata, 2 March: A five-year-old child in Mousuni island of South 24-Parganas suffered critical burn injuries as he fell into a tub full of steaming "khichri (porridge)" while playing in the courtyard of an Integrated Child Development Scheme (ICDS) centre on Friday morning. A teacher noticed the incident, picked Sheikh Arif out of the tub and rushed him to Kakkdip super-speciality hospital, where he was admitted with critical burn injuries.A source in the hospital said the child suffered around 50 per cent burns, including his leg, arms, and chest.The incident occurred at the Baghdanga centre in the Poilar Gheri area of the remote island under the Namkhana block in the Sunderbans minutes before the cooked food was to be served to the children.



A florist decorates a bridegroom's car on a north Kolkata street on Saturday.

The school has no kitchen and a part of the courtyard is used for cooking every day, while around 50 children play during breaks in the vacant space of the courtyard."The condition of the child is serious," an attending doctor said.Eye witnesses said the tub containing the "khichri (mixed starch of rice and lentil)" was left open when the lone cook had gone to fetch water and Arif, playing "catch-me-if-you-can", fell into it.

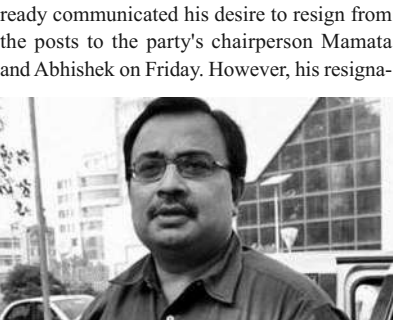
South 24-Parganas district magistrate Sumit Gupta termed the incident as unfortunate. "I shall look into the incident and extend all medical support for early recovery of the child," Gupta told The Telegraph."At the same time, I shall see how the incident occurred and ensure no repetition," he added.Guardians alleged poor infrastructure of the ICDS centre, accusing the local administration of taking no action to improve its condition.

Trinamul leader Kunal Ghosh wants to resign from two party posts

Kolkata, 2 March: In an embarrassment for Bengal's ruling dispensation, Trinamul leader Kunal Ghosh on Friday went public with his desire to resign from two party posts — spokesperson and state general secretary — while later reiterating his allegiance to chief minister Mamata Banerjee and party's national general secretary Abhishek Banerjee.

"I want to quit the post of state general secretary and spokesperson of @AITCofficial. I am a misfit in the (Trinamul) system and can't continue my work. I will work as a party's soldier. Don't spread the rumour about my changing allegiance (to another party)," Ghosh wrote on his X social media handle on Friday morning claiming that he will be a part of Trinamul and Mamata Banerjee and her nephew Abhishek will remain his leaders.

A source in Trinamul said Ghosh had al-



ready communicated his desire to resign from the posts to the party's chairperson Mamata and Abhishek on Friday. However, his resigna-

tions have not been accepted so far.

"Many inside the party may have differences with him, but he is one of a handful of leaders who always come forward to defend the party from most discomforting issues like Sandeshkhali. Yes, many have problems with the way of attacking Opposition parties, but he

is dedicated. It took us by surprise when we saw that Ghosh wiped away his Trinamul role and changed his X bio to journalist and social worker," said a source.A section of party leaders said they assumed something wrong with the party and Ghosh when he did not take part in the vital news conference held on Thursday in the aftermath of Sheikh Shahjahan's arrest later on Wednesday night.

"He is a face found every day to address the media to counter Opposition parties and defend Trinamul Congress. It was surprising for us when we did not find him among the party leaders fielded to speak after Shahjahan's arrest. Interestingly, he was the man who had been defending the party on the Sandeshkhali issue since February 7, when the first protest took place on Sandeshkhali island," a Trinamul leader said.

Mamata Banerjee to lead march in Calcutta on March 7, bid to display women support for TMC

Kolkata, 2 March: Mamata Banerjee will lead a march of women from different communities in Calcutta on March 7, on the eve of the International Women's Day, in a show of strength aimed at sending out a message that women are firmly behind the Trinamul Congress.

As the announcement of the march came within an hour of Prime Minister Narendra Modi's scathing attack on the ruling establishment in Bengal on Friday over atrocities against women in Sandeshkhali, it is clear Trinamul is trying to counter the saffron narrative that women are not safe in the Trinamul regime.

"All India Trinamul Mahila Congress, the party's women's wing, will organise a massive rally with over 30,000 women walking along with the chief minister in Calcutta on March 7. She is likely to address the gathering after the march, where she will highlight how the state government has been trying to empower women in Bengal," said a source close to the chief minister.

"She will also, in all likeli-

hood, compare the situation in Bengal with some BJP-ruled states like UP and Manipur, where the condition of women is far worse than in Bengal," added the source.

According to the source, the



march will start from College Square and end at Dorina Crossing after covering a 1.9km stretch. The participants in the rally will carry posters and flexes on different flagship schemes for women — like Lakshmir Bhandar, Rupashree and Kanyashree — that the Mamata Banerjee government introduced after

coming to power in Bengal.

"The preparation for the massive rally is underway. We have a plan to bring women from different communities and religions to showcase how our party and government have been working for the overall well-being of women in the state," the leader said.A source in Trinamul said organising the women's rally on March 7 — a day after Modi will address a meeting in Barasat where some women from Sandeshkhali are likely to be present to share stories of Trinamul's alleged atrocities — was

politically significant as it would give Mamata a chance to rebut the charges that Modi and the saffron ecosystem were levelling against her government.Modi's second rally in Bengal in the first week of March will be held at Krishnanagar in Nadia district on Saturday.

"Women form a core support base of the Trinamul.... It is well established that an overwhelming proportion of women voters showered their love on Didi, which ensured our sweeping victory in the 2021 Assembly polls. The BJP is trying to snatch away women voters from us by creating a false narrative. Didi will give a befitting reply," said a source.

On Friday, Modi tried his best to attack the Mamata government over the alleged harassment of women in Sandeshkhali by Trinamul leaders like Sheikh Shahjahan and his cronies.

"What the TMC has done to the sisters of Sandeshkhali is a matter of shame...." Modi said.

Trinamul did not waste time in fielding senior leaders to

counter Modi's attack over Sandeshkhali."While the Prime Minister has been shedding his tears for Sandeshkhali, he did not do the same in the case (brutality on women) of Manipur, in the case of Hathras and Unnao (in Uttar Pradesh). He came to Bengal for election campaigns and that is why he is shedding crocodile tears now....," said Bengal finance minister Chandrima Bhattacharya, who is also the state president of Trinamul's women's wing.Trinamul also activated its social media groups to counter the other charges — like corruption in welfare schemes and teachers' recruitments — that Modi pressed on the ruling party in Bengal.

"PM @narendramodi, we don't see you much in Parliament, so now that you are in my home State today, may I ask you two Qs. Please. Q1. Where are the funds for 59 lakh MGNREGA workers? Q2. Where are the houses of 11.36 lakh Awas beneficiaries?," Rajya Sabha member Derek O'Brien wrote in his X handle.

Classical dancer Amarnath Ghosh's death in USA: Still in dark about details, says family

Kolkata, 2 March: Classical dancer Amarnath Ghosh's uncle on Saturday said he is still in the dark about the details of his nephew's death in the USA, even as four days have passed since he was shot dead.

Kuchipudi and Bharatanatyam dancer Amarnath Ghosh, who hailed from West Bengal's Birbhum district and migrated to the US last year "to follow his dancing dreams," was shot several times near the border of St Louis' Academy and Central West End neighbourhoods. He died on the spot.

"We had informed the district police and administration about what we had heard from various sources. But till today we don't have any details about his death, Amarnath's uncle Shyamal Ghosh said in Suri.Amar-nath, whose parents are no more, used to stay at Subhas Pally locality of Suri town. He is the only child of his parents.

Local councillor Suparna Roy also said that they didn't have any information about the



killing.No official of the Birbhum district administration was available for comment on this issue.

"Hope we get the update of this heinous crime as early as possible. If I am not wrong this is 5th or 6th murder of Indian Students in 2 months. We all are worried here & grieving," actor Devoleena Bhattacharjee, who is a friend of Amarnath, said in a post on X on Saturday.

It was Bhattacharjee, who first alerted the authorities on so-

cial media about Ghosh's death.

Bhattacharjee tagged the X handles of the Indian Embassy in the US, Prime Minister Narendra Modi and External Affairs Minister S Jaishankar to look into the matter.

"Only child in the family, mother died 3 years back. Father passed away during his childhood... the reason, accused details everything are not revealed yet or perhaps no one left in his family to fight for it except his few friends," she said on Friday.

Former foreign affairs minister Sushma Swaraj's Daughter, Bansuri Swaraj, To Make Her Poll Debut

New Delhi, 2 March: Bansuri Swaraj, the daughter of former foreign affairs minister Sushma Swaraj, is set to make her poll debut in the upcoming elections. In its first list of candidates, Bharatiya Janata Party announced that Ms Swaraj would contest from the New Delhi Lok Sabha seat.

Bansuri Swaraj, a distinguished lawyer, brings a wealth of experience in legal procedures to the political arena. Last year, the BJP appointed her as the co-convenor of the BJP Delhi's legal cell.

Bansuri Swaraj boasts a formidable fifteen years of experience in the legal profession, having been enrolled with the Bar Council of Delhi in 2007. After completing her undergraduate studies in English Literature from the University of Warwick, she pursued a law degree at the prestigious BPP Law School in London. Her academic



journey includes qualifying as a Barrister at Law and being called to the bar from the Hon'ble Inn of Inner Temple, London. Further enhancing her legal credentials, she completed her Masters of Studies from St. Catherine's College at the University of Oxford.

Throughout her professional career, Bansuri has carved a niche for herself in the legal domain, representing high-profile clients in

contentious litigation across various judicial fora. Her expertise spans a wide array of legal areas, including disputes involving contracts, real estate, tax, international commercial arbitrations, and criminal trials.

Bansuri Swaraj made headlines last year when she launched a scathing attack on the Aam Aadmi Party (AAP) government over the National Capital Territory of Delhi

(Amendment) Bill, 2023. During a press conference in the national capital, she characterized the AAP government as "jagdalul (quarrelsome) and nikammi (useless)," criticizing their perceived inefficiency since 2015. She congratulated President Droupadi Murmu for passing the Bill, expressing confidence that the administration in Delhi would now operate in accordance with the law.

Hoping to get a massive first-mover advantage as it works towards its target of winning 370 seats in the upcoming Lok Sabha elections, the BJP today announced a list of 195 candidates even before the poll dates have been notified. The list includes the party's heaviest hitters, PM Narendra Modi, who will be contesting from Varanasi for the third time, and Home Minister Amit Shah, who will be fielded again from Gandhi-

nagar in Gujarat.

The BJP's Central Election Committee (CEC) chaired by Prime Minister Narendra Modi will on Thursday choose whom to field for the Lok Sabha elections in Delhi from a panel of 17 to 18 names that have been finalised following deliberations with the party's state unit on Wednesday, sources said.

PM Modi will preside over the CEC meeting at around 8 pm at the BJP headquarters on DDU Marg and the first list of candidates is likely to be announced later this week, according to sources.

Sources said the panel included incumbent MP Manoj Tiwari, whose name was understood to be "mostly final", to be fielded from the North East Delhi Parliamentary constituency yet again and Ghonda Assembly BJP MLA Ajay Mahawar.



Devotees leave after offering namaz at the Gyanvapi mosque in Varanasi.

Vikramaditya Singh's Big Move As Congress Struggles To Douse Himachal Crisis



Shimla, 2 March: Himachal minister Vikramaditya Singh has sent the Congress leadership in a huddle again after he removed his official designation from his Facebook bio. Formerly identified as the PWD Minister and an Indian National Congress member, his bio now just reads "servant of Himachal". The Congress government in Himachal Pradesh almost fell after a Rajya Sabha election loss, and has since then been in firefighting mode.

Vikramaditya Singh, the son of six-time former Chief Minister Virbhadra Singh, met the other rebel Congress MLAs before leaving for New Delhi yesterday.

Sources revealed that Mr Singh could meet key BJP leaders in Delhi, including prominent figures like former Chief Minister Jai Ram Thakur and State President Rajiv Bindal. He has publicly accused the Congress of disrespecting his father, even though they sought votes in the last assembly elections in his name.

Simultaneously, the state government, led by Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu, has appointed Ramapur MLA Nandalal as the Chairman of Himachal Pradesh Finance Commission, replacing Vikramaditya Singh. The move is seen as a measure that Mr Singh may have fallen out of favour within the party.

On Wednesday, as the Congress dealt with the challenge of cross-voting MLAs, Vikramaditya Singh had announced his resignation. He accused the Chief Minister of "negligence" towards his lawmakers and broke down as he accused the party of not allotting land for a statue of his father.

That same day the Congress pulled off a last-gasp maneuver to save itself, expelling 15 BJP MLAs to bring down the effective strength of the House and pass the state budget. Soon after, Vikramaditya Singh took back his resignation.

The political saga will unfold today when the Himachal Pradesh Cabinet convenes at 11 am. The crisis exploded after the six rebels, and three independents who had professed their support, voted for the BJP's candidate in this week's Rajya Sabha election, and were then taken by the party.

The Chief minister has accused the rebel MLAs who voted against the party of being "black snakes" who sold their honour. "How can people who sell their honour for money serve the people of their constituency," he said, while addressing a public meeting in Dharampur," Mr Sukhu said.

In political life, people who betray their party which gave them a chance to contest elections are called "black snakes," he said.

2024 Lok Sabha Election, BJP First list: PM, 34 Ministers On BJP's 1st List Of 195 Candidates For Lok Sabha Polls



New Delhi, 2 March: Hoping to get a massive first-mover advantage as it works towards its target of winning 370 seats in the upcoming Lok Sabha elections, the BJP has announced a list of 195 candidates even before the poll dates have been notified. The list includes the party's heaviest hitters, PM Narendra Modi, who will be contesting from Varanasi for the third time, and Home Minister Amit Shah, who will be fielded again from Gandhinagar in Gujarat. Defence Minister Rajnath Singh will contest from Lucknow and Smriti Irani will be fighting from Amethi, where she had pulled off a shock victory against Congress leader Rahul Gandhi in 2019. As many as 34 ministers and two former chief ministers are

on the list, which also includes 28 women, 47 leaders under the age of 50 and 57 members from the OBC community.

Of the 195, 51 are from the all-important state of Uttar Pradesh, 20 from West Bengal and five from Delhi. For Delhi, Praveen Khandelwal, Manoj Tiwari and Sushma Swaraj's daughter Bansuri Swaraj are among the candidates. Ramesh Bidhuri, who was at the centre of a huge controversy following his alleged communal remarks against BSP lawmaker Danish Ali in the Lok Sabha last year, has not been repeated from the South Delhi seat.

The seat will now be fought by Ramvir Singh Bidhuri, the leader of the opposition in the

Delhi Assembly. Health Minister Mansukh Mandaviya, who had been elected from the Rajya Sabha earlier, will be contesting from Porbandar in Gujarat. Thiruvananthapuram is expected to see an interesting contest as another Rajya Sabha member and minister, Rajeev Chandrasekhar has been named from the seat, which is held by the Congress' Shashi Tharoor.

Among other Union ministers, Rajya Sabha MP Jyotiraditya Scindia will contest from Guna in Madhya Pradesh, a constituency the former Congress leader had held since 2002 until his loss to the BJP's Krishna Pal Singh Yadav in 2019. His fellow Rajya Sabha colleague Bhupender Yadav will be fielded from Alwar and Kiren Rijiju will contest from Arunachal West.

Shivraj Singh Chouhan, who wasn't made the Madhya Pradesh chief minister despite the BJP's stunning victory last year, seems to be headed for a national role as he will be contesting the Lok Sabha polls from Vidisha. Another big headline from the state is that controversial MP Pragna Singh Thakur has not been repeated from Bhopal, which will now be contested by Alok Sharma.

At least 9 More MLAs In Touch With Us: Disqualified Himachal Congress MLA

Shimla, 2 March: Rajinder Rana, one of the six Himachal Pradesh Congress MLAs who cross-voted in the Rajya Sabha elections and was later disqualified from the assembly, today rubbished Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu's claim that some rebel legislators want to return, asserting that at least nine party legislators were in touch with them. He also accused Mr Sukhu of misleading people with his statements.

"No one wants to return. On the other hand, at least nine more MLAs are in touch with us," Mr Rana told Press Trust of India. On the other hand, Mr Sukhu claimed that "80 per cent of the Congress is together" and the rest were dissatisfied over "trivial issues". He claimed that he held discussions with the six disqualified MLAs and the situation would "surely



get better after the formation of the coordination committee".

About the cross-voting in the Rajya Sabha elections for the lone seat in the state, Mr Rana said, "We took this decision to uphold the honour of Himachal Pradesh and its people." "Did the Congress not have any candidate from the party workers in the state who could represent Himachal Pradesh in the Rajya Sabha?" he asked.

Asked about the possibility of cross-voting if Sonia Gandhi had contested the polls instead of Abhishek Manu Singhvi, Mr Rana

said, "She has made a lot of contributions to the country and been Congress president. Had she fought from here, that would have been a different matter."

In a stunning upset for the ruling Congress in Himachal Pradesh, the BJP on Tuesday won the state's lone Rajya Sabha seat with its candidate Harsh Mahajan defeating Congress stalwart Singhvi and setting the stage for a no-trust motion in the assembly.

Another disqualified Congress MLA Inder Dutt Lakhnpal told Press Trust of India, "Some people will now call us rebels or traitors. But we aren't. We listened to our conscience. It was our personal decision." Mr Sukhu, however, claimed, "Eighty per cent of the Congress is together and the rest are upset with us over small matters."

Rajasthan Being Run By Centre Through Remote Control: Ashok Gehlot

Jaipur, 2 March: Former Rajasthan chief minister Ashok Gehlot on Friday accused the Centre of governing the state through remote control and undermining the authority of the elected chief minister. The state doesn't seem to have a government for the last three months, he alleged. He said that ministers are not able to appoint their private secretaries according to their wish and the Centre is implementing the Gujarat model in Rajasthan.

"It's been two-three months of the BJP government in the state. There is a discussion in every household as to why there is no governance. I believe that only the chief minister cannot be blamed for it. It is a remote-controlled government which is against the spirit of democracy," Mr Gehlot told reporters after moving into the new government bungalow from the official CM's residence, now allotted to the new incumbent. He added, "An elected Chief Minister has authority, and the government is run by that authority and it provides good governance. They (Centre) have remote-controlled the government. The chief secretary is the de facto chief minister and I have heard that deputy chief ministers are more powerful than the chief minister." Reacting to his statements, Union Law Minister Arjun Ram Meghwal said all three bodies of democracy are working together in the state whereas in the previous government, the power was divided between two centres – apparently referring to the tussle between Ashok Gehlot and his former deputy Sachin Pilot.

Mr Gehlot earlier said if the authority of the chief minister is weakened, it's the public which will suffer the most. "The chief minister cannot govern without authority." The Congress leader said there is a possibility that people in the BJP may be "conspiring" against Chief Minister Bhajan Lal Sharma. "What do you want? The Prime Minister should answer this. What does the Prime Minister want in the country?" he asked.

An Honourable Exit? Why Two BJP MPs Said They Don't Want To Contest Again

New Delhi, 2 March: In Indian politics, where there is intense competition for tickets from any party that has a chance of winning, sitting MPs declaring that they do not want to contest again is rare. So, when two BJP MPs said - within hours of each other - today that they would like to be "relieved" of their political duties, it took many by surprise.

Sources have told, however, that the well-oiled election machinery of the BJP, which has conducted extensive surveys and held long deliberations on every Lok Sabha seat, had already decided not to repeat Gautam Gambhir and Jayant Sinha.

In a post on X around 10 am today, Gautam Gambhir, the BJP MP from East Delhi, said, "I have requested Hon'ble Party President @JPNadda ji to relieve me of my political duties so that I can focus on my upcoming cricket commitments." Less than five hours later, Jayant Sinha, who represents Jharkhand's Hazaribagh in the Lok Sabha, made a nearly identical post. "I have requested Hon'ble Party President Shri @JPNadda ji to relieve me of my direct electoral duties so that I can focus my efforts on combating global climate change in Bharat and around the world," he posted on X. Both leaders also thanked



the party's leadership, including PM Narendra Modi and Home Minister Amit Shah, for the opportunities provided to them.

Gautam Gambhir is a first-time MP, while Jayant Sinha, son of former Union Minister Yashwant Sinha had been elected from Hazaribagh twice in a row. Sources indicated that both MPs were not very popular in their constituencies and the BJP, which has set itself a target of winning a mammoth 370 seats, had decided not to repeat them.

"In Delhi, where the party had won all seven Lok Sabha seats in 2019, the party is looking for new faces," said a source. The decision followed a lengthy, detailed process, which included getting feedback from the people

in every constituency, conducting internal evaluations, and hiring survey agencies to file comprehensive reports. These were followed by deliberations by the state leadership and the national brass. Sources said the national leadership had made it clear that the MPs whose performance was not up to the mark would not be repeated and that at least 60 incumbent MPs could face this fate.

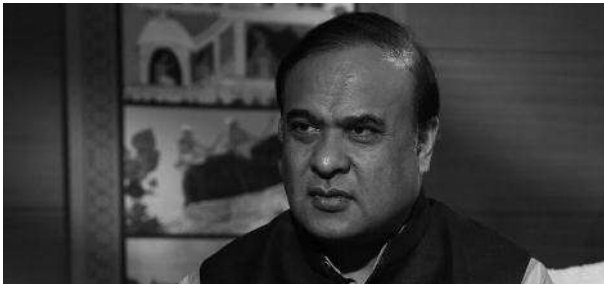
On Thursday night, a five-hour meeting had been held in New Delhi, which was chaired by Prime Minister Modi and attended by Mr Shah and Mr Nadda, among others. The meeting, which began at 11 pm and ended at 4 am, had also focused on constituencies that the party hadn't done well in.

Definition Of Assamese Has Changed, It Must Include...: Himanta Biswa Sarma

Guwahati, 2 March: The definition of Assamese has undergone change over the years, and it must include people who have lived in Assam for centuries, such as Hindi speakers and the tea tribes, Chief Minister Himanta Biswa Sarma said today. He said that a mass movement is needed to convince the Assamese people that the identity of the community can be preserved through "quality".

Mr Sarma was speaking at a programme in which rehabilitation grants were distributed under the ULFA Peace Accord to surrendered cadres. "The situation in Assam is not due to some policy of the central government but due to infiltration from Bangladesh, which changed the demography of the state. When the census report comes, Assamese people will be only about 40 per cent of the population," he claimed.

Mr Sarma said that the definition of Assamese has undergone



change over the years, and it must include communities such as the tea tribes and Hindi speakers who have been living here for over a century. Though the Assamese people may be dwindling in numbers, they can come together to assert their identity, he maintained.

"A mass movement is needed so that we can convince the people that though we do not have the numbers, with quality we can keep our Assamese identity alive," the CM said.

Praising the ULFA leadership and cadres for returning to

mainstream, Mr Sarma said they should urge those who are still pursuing armed struggle to join them.

"I always ask Paresh Barua to come and spend 10 days in Assam. After that he will not want to return to Myanmar or China," he said, referring to the chief of the ULFA (I) which has refused to come forward for peace talks.

Mr Sarma maintained that being "rational rather than emotional" is the need of the hour to take forward the state in the path of development.

Over 1,000 Amrit Bharat Trains To Be Made In Coming Years: Railway Minister

Ashwini Vaishnaw provided a break-up of the total annual expenditures of the Railways

New Delhi, 2 March: India will manufacture at least 1,000 new-generation Amrit Bharat trains in the coming years while work is also underway to make trains that can run at 250 kmph, Railway Minister Ashwini Vaishnaw said on Saturday.

In an exclusive interview to PTI-Videos, he also said the Railways has already started working on the export of Vande Bharat trains and the first export is expected within the next five years.

While speaking on the transformational initiatives taken by the Railways in the last 10 years of the Narendra Modi government, he said the world's highest railway bridge (Chenab bridge) and the first under-river water tunnel (for the Kolkata metro) are some of the significant technological advancements that happened in the rail sector.

Ashwini Vaishnaw also spoke on the beginning of the construction of India's first under-sea tunnel between Mumbai and Thane as part of the ongoing Bulletrain project and said there are about only five countries in the world that have such technologies.

The 21-km-long proposed tunnel between Mumbai and Thane will have a 9.7-km passing through the sea, 54 metres below its surface.

Ashwini Vaishnaw also delved into Railways' fare structure and its service to the general public. "We carry about 700 crore people every year, 2.5 crore practically every day. The fare structure is such that if the cost of carrying a person is ₹ 100, we charge ₹ 45. So we give 55 per cent discount to every person who travels by the railways on an average," Vaishnaw said.



Talking about affordability, the minister said, "We have designed Amrit Bharat which is a world-class train. It provides 1,000 km of travel at a price of only ₹ 454. That is the kind of affordability that has been provided." India will manufacture at least 1,000 new-generation Amrit

Bharat trains in the coming years and the work to make trains that can run at a speed of 250 kmph was on, Railway Minister Ashwini Vaishnaw said on Saturday.

Ashwini Vaishnaw provided a break-up of the total annual expenditures of the Railways and said that expenditure on pensions,

salaries, energy bill and lease-interest payments are ₹ 55,000 crore, 97,000 crore, 40,000 crore and ₹ 32,000 crore respectively.

Another ₹ 12,000 crore goes on maintenance and all get combined to become about ₹ 2.40 lakh-crore. "We have been able to meet all these expenses because the team has been working very hard under the prime minister's guidance," Ashwini Vaishnaw said.

"Today, railway stations are very different from what they were 10 years back. Stations and trains are cleaner and every train has a bio-toilet," he said. According to the railway minister, introduction of new technology has made trains like Vande Bharat highly popular among youths.

"Practically, every week one Vande Bharat train is getting introduced in the fleet. We will be

manufacturing at least 400 to 500 of these trains in the coming few years itself," Ashwini Vaishnaw said.

On track capacity expansion, he said, "Last year, we added 5,200 kms of new track. This year, we will add 5500 kms of new track. It is like adding Switzerland to the country every year. That's the pace at which work is being done."

Outlining passengers' safety initiatives, Ashwini Vaishnaw said that in the last 10 years, more than ₹ 1.27 lakh-crore have been invested on passengers' safety and close to 7000 kms of worn out tracks have been replaced every year.

He highlighted the features of Automatic Train Protection (ATP) system Kavach, being implemented across the rail network in India, and said that all countries

started implementing ATP around the 1980s but our governments of that time didn't focus on this important passenger safety feature.

Ashwini Vaishnaw also blamed the previous government in Maharashtra for the delay in the implementation of the bullet train project. "The construction on the Gujarat section from Vapi to Ahmedabad was going on a torrid pace but we couldn't start the section from Mumbai to Vapi because Mr Thackeray's government never permitted us."

He got all the permits after the government changed. "He dismissed suggestions that the Railways is turning to cater more to the affluent class. "Our focus is on non-air conditioned coaches because our premier customer is low-income families. Out of 67,000 coaches that we have, two-thirds are non-air conditioned."

Shreyas Iyer "Skipped IPL For World Cup, Took Painkiller": Report Reveals Star's Side Of Story Post BCCI Axing

New Delhi, 2 March : Shreyas Iyer, the talented batter from Mumbai, is in the line of fire after the BCCI fired him, and his Indian cricket teammate Ishan Kishan, from the annual contracts. Shreyas Iyer was part of the national team till very recently in the first two Tests against England. However, he was dropped for the last three Tests after a run of poor scores. Later, he skipped a Ranji Trophy match for Mumbai as he claimed he was having a back issue. However, a report in The Indian Express, said the NCA gave a contradictory fitness report on him.During this time, several media publications have claimed, Shreyas Iyer attended a pre-IPL camp with Kolkata Knight Riders. This seems to have irked the BCCI selectors, who recommend players' name for central contracts.

According to a report in Revsportz, Iyer went to the KKR Academy to build his workload. "After playing 60 balls in a session, his back was building spasms. He had to build up his resistance. Now he is playing 200 balls per session. In three weeks, he has put on three kilos of muscles. The Mumbai Cricket Association and the Mumbai team head coach (Omkar Salvi) have been kept in the loop. In fact, the Mumbai coach visited the KKR Academy several times to monitor Iyer's progress. And now he has made himself available for the Ranji Trophy semi-final against Tamil Nadu," the person said on conditions on anonymity.

"He skipped the IPL to play the World Cup. Even after the surgery, he took three painkiller injections to be pain-free for the World Cup. And yet, the pain returned during the semi-final and the final, and he played through it. Iyer was the only player who wasn't given a break after the World Cup. He played the home T20I series against Australia and then went to South Africa. After returning from South Africa, he was asked to play a Ranji game in January, ahead of the first two Tests against England. He did that. Doesn't a player have the liberty to train under a coach of his choice?"

Former Indian cricket team pacer Madan Lal, who was part of the 1983 World Cup-winning team, has praised the Board of Control for Cricket in India (BCCI) for terminating star duo Ishan Kishan and Shreyas Iyer's central contracts. While the BCCI didn't reveal the reason behind the decision to axe Kishan and Iyer, reports have claimed that the board was not happy with the players after both decided to skip domestic games for their state teams, despite being cleared fit by the NCA. Lal lauded BCCI over the polarising move, saying that playing domestic cricket should be made compulsory for those who prioritise IPL over First Class matches. "If the BCCI told them to play first-class cricket, they should have gone and played. No one is bigger than the game. The BCCI should be given the credit as they are making it mandatory to play first-class cricket. Most of the players nowadays are taking First-class cricket for granted because of the IPL.

"Jay Shah, Roger Binny, Selector Need To...": Ganguly's Direct Message On Ishan Kishan's Contract Termination

'Has it made Ishan Kishan poorer?': Sourav Ganguly's message for Jay Shah, Ajit Agarkar, Roger Binny amid contracts row

New Delhi, 2 March : The dropping of Shreys Iyer and Ishan Kishan by the BCCI from its central contract is being seen as the national governing body sending out a clear message on the importance of domestic cricket. Both the cricketers for various reasons missed their respective state's Ranji Trophy matches and later found themselves out of the contract list. Former Indian cricket team captain Sourav Ganguly, who was also a former BCCI president, had a message for current secretary Jay Shah and president Roger Binny on the subject.

Sourav Ganguly was asked by Times of India, "Do you think the younger crop of players needed to be guided better?" "For someone like Ishan Kishan, BCCI secretary Jay Shah, president Roger Binny and the selectors need to speak to him. All this while he has played Ranji and then played white-ball cricket. Has it made him a poorer player? It hasn't," Ganguly replied.

"All the players picked in Delhi Capitals have played Syed Mushtaq Ali Trophy, Vijay Hazare Trophy and Ranji Trophy. Even Ishant Sharma has played Ranji.



Khaleel Ahmed has played the full season after a long time. We worked with him in the off season and got him fit to play Ranji. There are only one or two exceptions who need to be spoken to."

He was also asked that with the dropping of Ishan Kishan and Shreyas Iyer from central contracts, whether the focus has shifted to the relevance of first-class cricket. "I think this is the first time that someone has not played or ignored red-ball domestic cricket. Otherwise, all of them have played

Ranji Trophy when they were free. I am sure the BCCI will take proper action," Ganguly replied. Jay Shah has earlier mentioned Ishan Kishan during an interaction but quickly added that the announcement was not targeted towards him and this rule will apply for all cricketers who are not part of the national team.

"All contracted players have been told on phone and I'll be writing to them too. If chairman of selectors, coach & captain want you to play red-ball cricket then you gotta

play. 'Nakhre Nahi Challenge' (no tantrums). And as far as Ishan Kishan is concerned, he is young, I am not saying this specifically about him as it will be applicable for all the players uniformly," Jay Shah told reporters. "Everyone will have to play, otherwise, the chairman of the selection committee has given me his suggestions and I am going to give him a free hand to let him take his own calls freely," he added.

Three days removed from BCCI's decision to snub Ishan Kishan and Shreyas Iyer from their central contracts... and the development continues to be hotter than ever. The two India batters paid the price for neglecting the BCCI's orders of playing Ranji Trophy, leaving Iyer, Kishan in no-man's land, and though they are gearing up to play the IPL 2024 for the respective franchises, it could be a while before they are seen in an India jersey again. The BCCI's radical call has divided the Indian cricketing fraternity. While most have backed the board's decision of taking matters in their own hands, others feel Ishan and Iyer are a bit hard done.

BCCI Chief Selector Ajit Agarkar Was Furious With Shreyas Iyer, Claims Report, Reveals Details



Mumbai, 2 March : Since the last one week, the one news which has made a lot of noise is the exclusion of Ishan Kishan and Shreyas Iyer from the BCCI's latest annual contract list. The two stars have been strongly in BCCI scheme of things in the past one year.

They were part of important events and till very recently played in the Indian cricket team. Ishan Kishan was last part of the squad that toured South Africa before he went on a break while Iyer was part of the first two Tests against England, before he was dropped.

The reluctance of the duo to play domestic cricket is being seen as a reason behind their exclusion. Kishan after going on break trained with Hardik Pandya but missed Ranji Trophy matches for his state team Jharkhand. Shreyas Iyer missed a Ranji Trophy game for his state team Mumbai and claimed he was unfit. However, according to a report in Indian express, the NCA report on him was contradictory.

Several reports have claimed that Iyer attended a Kolkata Knight Riders pre-IPL camp during this time. Iyer is the skipper of KKR. According to a report in the Revsportz, BCCI chief selector Ajit Agarkar was "furious" when he came to know about this development that Iyer was attending an IPL camp despite complaining of a back problem. It is the BCCI selectors who recommend about the final contract list.

"Shreyas Iyer and Ishan Kishan were not considered for the annual contracts in this round of recommendations," the BCCI said in its release while announcing the Annual Player Contracts for Team India (Senior Men) for the 2023-24 season (October 1st, 2023 to September 30th, 2024). "The BCCI has recommended that all athletes give precedence to participating in domestic cricket during periods when they are not representing the national team," it added.

Out-of-favour India batter Shreyas Iyer will be motivated to prove a point and serve a timely

reminder of his skillset as he gets back to domestic action when the record 41-time champions Mumbai take on Tamil Nadu in the Ranji Trophy semifinal in Mumbai on Saturday.

Dropped from the Indian Test side and discarded from BCCI's list of contracted players after he did not make himself available for the Ranji Trophy quarterfinal due to groin and back trouble, Iyer has recovered completely to join Mumbai for the key clash.

Iyer would be key in Mumbai's scheme of things specially against Tamil Nadu's quality spin bowling, which has been one of their key weapons this season.

Star players Ishan Kishan and Shreyas Iyer were on Wednesday excluded from the annual player retainership list for the 2023-24 season, with the BCCI saying in a statement that the two were not considered for the annual contracts. The ouster came as a massive jolt to the two players who were under the scanner of the BCCI of late. Not being in the central contracts list simply means that the two players would not be getting the annual fee from BCCI, however, this is not the only loss they will have to go through.

In the 2022-23 central contracts of the BCCI, Iyer was in Grade B while Kishan was placed in Grade C. While Iyer received an annual fee of Rs 3 crore besides his match fees, Kishan got Rs 1 crore.

Apart from the monetary loss, the two players will not make be able to use the BCCI facilities like the National Cricket Academy (NCA) if needed as they are not part of the central contracts. They could avail the NCA services only after getting a nod from their respective state boards.

It is worth noting that BCCI's centrally contracted players also get insurance cover. In any case, if a player fails to be available for his Indian Premier League team due to an injury he suffered while on national duty, it is the board that compensates for the financial loss. Iyer and Kishan also miss out on this.



Alyssa Healy during WPL 2024 match against Mumbai Indians.

Sania Mirza Calls For Introspection On The Value Of Women's Success

New Delhi, 2 March : Former India tennis ace Sania Mirza has called for introspection on how women's success is perceived in the society. The ex-India player, who got divorced from former Pakistan captain Shoaib Malik a few months back, reflected on the gender discrimination she feels is still prevalent in the society.

Sania opened up while reacting to an advertisement that showed how a society devalues a woman's success. The ad also portrayed the feelings of an independent woman during the struggle she has to go through due to the social stigma.

"In 2005, I was the first Indian woman to win a WTA title. Big deal, right? When I was world no. 1 in doubles, people were keen to know when I'd settle down. Winning six grand slams isn't set-



ted enough for society," said Mirza on X while reacting to the advertisement.

"I'm grateful for the support I've received along the way, but can't help and think why a woman's achievements invite conversation about gender 'expectations' and appearances, instead of

her skill and the work itself," she added. While admitting that a "real conversation" about society is "difficult", Sania said that an introspection on the issue is required.

Sania's personal life became a trending topic on social media in January this year after

Shoaib shared his wedding pictures with Sana Javed on social media. There were rumours about the separation of Sania from Shoaib, and the former Pakistan player's new wedding post confirmed it.

Later, Sania's family broke the silence on the matter. In the statement, Sania's team and her family wrote: "Sania has always kept her personal life away from the public eye. However, today the need has arisen for her to share that Shoaib and she have been divorced for a few months now. She wishes Shoaib well for his new journey ahead!"

At this sensitive period of her life, we would like to request all fans and well-wishers to refrain from indulging in any speculation and to respect her need for privacy."

'Panicky' Bayern Munich Held In Freiburg To Boost Bayer Leverkusen Title Hopes

London, 2 March : Bayern Munich were held to a 2-2 draw at Freiburg on Friday, an 87th-minute equaliser from Lucas Hoeler giving leaders Bayer Leverkusen a chance to go 10 points clear. Mathys Tel's 35th-minute stunner had cancelled out an impressive opener from Freiburg captain Christian Guenter, before Jamal Musiala's spectacular solo effort looked to have snared the three points for Bayern. Hoeler however had other ideas, chipping a volley through a crowded Bayern penalty area and past a helpless Manuel Neuer.Bayern manager Thomas Tuchel criticised his players' "body language and lack of bite" in the first half an hour, telling DAZN "we played completely without structure and had no discipline and weren't in our positions." Calling his side "panicky", Tuchel said: "We did things that we've never trained, that we've never spoken about. "We played like it was the 85th minute and we were a goal down."Musiala told DAZN he felt "frustrated". "Since I've been at Bayern it's been in my head that we must win and we hate to lose. We want to win the Bundesliga, we want to win titles," he said. Bayern have now failed to win away from home in four matches dating back to January in both the Bundesliga and



Champions League. Tuchel's side face Lazio at home in the last 16 of the Champions League on Tuesday, staring down an early exit with a 1-0 deficit from the first leg in Rome. Xabi Alonso's unbeaten Bayer Leverkusen can go 10 points clear of the Bavarians with a win against lowly Cologne in their derby clash on Sunday as they chase a first-ever Bundesliga title. "We played a good game" Freiburg's Vincenzo

Grifo told DAZN. "It's clear that you have to suffer against Bayern." Guenter blasted the hosts into the lead after 12 minutes, unleashing a spinning rocket from outside the box and into the bottom right of the goal. The goal was the Freiburg captain's first of the season and the club's only strike from outside the box this campaign.Not content to allow Guenter to dominate the highlights reel, Tel hit back with a dream goal of his own, curling in a long-range effort on his second league start this season.With 15 minutes remaining, and Bayern dominating possession but failing to carve out clear chances, Musiala dribbled past three Freiburg defenders and blasted a low shot into the right corner. "Simply instinct" said Musiala of the goal. "You try and you dribble and see what you can create."Despite holding the lead Bayern grew passive, dropping deep to hold onto their slender lead.With just three minutes of regular time remaining, Hoeler held off several Bayern defenders and chipped a volley over Neuer and into the goal.The draw spoilt the first day at work for Bayern sporting director Max Eberl, who said during his unveiling this week the side would still push Leverkusen for the title.

German Open: Treesa Jolly-Gayatri Gopichand Pair Bows Out In Quarterfinals



Mumbai, 2 March : The Indian challenge at the German Open badminton tournament ended after the women's doubles pair of Treesa Jolly and Gayatri Gopichand lost in the quarterfinals on Friday. In the last eight match, the Indian duo sustained a loss to China's Li Yi Jing and Luo Xu Min 21-16, 21-14 in a 41-minute affair. In the first game against the world number 22nd ranked pair, India was leading 8-5 but China fought back and went into the break with a slender lead of 11-10.

Indians took back a 15-14 but lost points at crucial stages to go down in the first game. From then on, the Chinese pair dominated the second game as well, leading at 12-6 at one point and won that one too, securing a win giving them a semifinal spot.

Earlier, Aakarshi Kashyap was among the names who exited from the tournament, losing in the round of 16.

Jolly-Gopichand had also lost in QFs of the Thailand Open back in February. They started off the year with a first-round loss in India Open, but were a crucial part of the Indian women's team which secured a historic gold medal at the 2024 Badminton Asia Team Championships in Busan last month.

The German Open 2024 is the sixth tournament on the 2024 season and qualifying ranking points are at stake for the shuttlers to qualify for the Paris 2024 Olympics. The Indian badminton players will play at the French Open BWF Super 750 event in Paris next week.

ব্রিগেডের গর্জন সভার প্রস্তুতির পোস্টার প্রচারে মরিয়া তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ মার্চ : তৃণমূলের ব্রিগেডের গর্জন সভার প্রস্তুতি সভা হলো জলপাইগুড়ির রথমালালিতে। আগামি ১০ ই মার্চ তৃণমূলের ডাক কলকাতার ব্রিগেড সমাবেশকে সফল করতে প্রস্তুতি শুরু করলো তৃণমূল। জলপাইগুড়ি জেলার তৃণমূল কংগ্রেস দলের এসসি, এসটি, ও ওবিসি সেলের সভাপতি কৃষ্ণ দাসের নেতৃত্বে পর্যন্ত সভাটি অনুষ্ঠিত হয় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বলুচিক বরাইক সহ দুই নং সদর রকের ছয়াটি অঞ্চলের দলীয় অঞ্চল সভাপতি ও কর্মীরা। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ দাস বলেন, আগামী ১০ ই মার্চ দলের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্ব ভারতীয় তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিজেক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রিগেডে জনাগর্জনে সভার ঘোষনা করেছেন, আজ সেই সভাকে সফল করার লক্ষ্যে একটি প্রস্তুতি সভা করা হলো।

সঙ্গীত শিল্পী সুরকার ও শিক্ষক শ্রী আশীষ উপাধ্যায়ের জীবনাবসান



দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ মার্চ : মালদা তথা উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ,সুরকার ও শিক্ষক শ্রী আশীষ উপাধ্যায়ের জীবনাবসান হল। শনিবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শহরের একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। প্রায়াকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তাঁর এই প্রয়াণে সঙ্গীত জগতে সৃষ্টি করল এক অপূরণীয় ক্ষতি। মার্গ সঙ্গীত, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি তথা লোকগীতির অঙ্গনে রেখে গেলেন প্রস্তর ছাপ স্বাক্ষর। সংগীত জগত ছাড়াও শিক্ষকতা জীবনে তিনি ছিলেন মালদা জেলার জ্যোতিষ্মা কর্মজীবনে তিনি শিক্ষকতা করতেন। তিনি কালিঘাটক উত্তর চক্কের বাথরপুরে পরে সুজাপুরে চাষপাড়া জুনিয়র বেসিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি ২০০৮ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত হন। মৃত্যুকালে রেখে গেলেন স্ত্রী ও পুত্র সহ অগণিত ছাত্র ছাত্রী। তাঁর এই অকাল প্রয়ানে শোকের ছায়া নেমে এসেছে মালদা জেলার শিল্পী ও সংস্কৃতি মহলে। জেলার বিভিন্ন সংস্কৃতি সংস্থা ও ব্যক্তিত্ব সমবেদনা জানিয়েছেন।

বহিস্কার করা নেতাদের পুনরায় দলে ফিরিয়ে নিল তৃণমূল কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩ মার্চ : গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে টিকিট না পেয়ে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দলের বিরুদ্ধে গিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করার দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মীকে।লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের তাদের দলে ফেরালো তৃণমূল কংগ্রেস। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেই সমস্ত তৃণমূল কর্মীদের দলের নির্দেশ না মানার কারণে দল তাদের বহিস্কার করে এবং ঘোষণা করে তাদের আর দলে ফেরানো হবে না। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপিকে পরাজিত করতে পুনরায় তাদের দলে ফেরানো হয়। আজ কুচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় তিনজন নির্দল প্রার্থীকে পুনরায় দলে ফিরিয়ে নেয় তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্ব। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক এর হাত থেকে ওই তিন নির্দল প্রার্থী তৃণমূলের দলীয় পতাকা হাতে তুলে নেয়।

সারা রাজ্য জুড়ে পালিত হচ্ছে জয় জোহার মেলা

দুরন্ত বার্তা, বামনগোলা, ৩ মার্চ : মাদদের হুদ্দে মেতে উঠুন আনন্দে,মুখামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে উদ্যোগে সারা রাজ্য জুড়ে পালিত হচ্ছে জয় জোহার মেলা। ১৫ টি জেলার ১০২টি আদিবাসি অধ্যুষিত ব্লকে ৩ তারিখ থেকে ৫ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এই মেলা । সেই মতে বামনগোলা ব্লকে পালিত হল জয় জোহার মেলার । এদিন বামনগোলা ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে হচ্ছে জয় জোহার মেলা পাকুয়াহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে। বামনগোলা ব্লক থেকে র্যালি বের হয় সেই র্যালি গোটা পাকুয়াহাট পরিক্রমা করে স্কুল মাঠে আসে। সেখানে প্রথমে সিলে কাণে, পন্ডিত রঘুনাথ মুরমু, ফুলো মূর্মু ও ঝানু মূর্মুর ছবিতে মালা দান করে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানে শুরু সূচনা করা হয়।এদিন উপস্থিত ছিলেন, বামন গোলার বিভিন্ন বিশৃজ্ঞি রায়, এডিএম অরিন্দম রায় জেলা পরিষদের সভাপতিত্ব লিপিকা ঘোষ বর্মন, রত্নয়ার বিধায়ক সমর মুখার্জি, মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি, ও বিভিন্ন আধিকারিক সহ সমাজ সেবীরা। যেখানে আদিবাসী মানুষদের নিজস্ব নৃত্য পরিবেশন, গান শিল্প, ও সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার ও প্রদর্শন এবং বিভিন্ন সরকারি বস্তুসের সুবিধা প্রদান করা সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের স্টল করা হয়।

শেখ সমাজের অফিস উদ্বোধন

মালদা, ৩ মার্চ : ইংরেজবাজার পৌরসভার উদ্যোগে গয়েশপুর কলাপাডায় শেখ সমাজের একটি অফিস ঘরের ফিতা কেটে উদ্বোধন করলেন ইংরেজ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ২২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর দুলাল সরকার, সৌভেম দাস, সুতপা মুখার্জি সহ শেখ সমাজের সদস্যরা। রবিবার সকাল এগারোটো নাগাদ ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের কলতাপাড়া এলাকায় ফিতে কেটে অফিস ঘরের উদ্বোধন করা হয়। ২১, ২২ এবং ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের সংখ্যালঘু মানুষদের বিভিন্ন আলাপ আলোচনা ও অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য ইংরেজবাজার পুরসভার উদ্যোগে অফিস ঘরটি তৈরি করা হয়।

লোকসভার প্রাক্কালে বিজেপি সিপিএম কংগ্রেসে মহাজোটের দখলে থাকা পঞ্চায়েতে নাটকীয় মোড়

মালদা, ৩ মার্চ : লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে ফের দলবদলের হিড়িক। নিচু তলজিরে সংগঠন ধরে রাখতে পুনরায় ব্যর্থ কংগ্রেস সিপিএম জেটি। পঞ্চায়েত ভোটের ভরাডুবি কাটিয়ে নব-নির্বাচিত ব্লক সভাপতির নেতৃত্বে চনমনে শাসক শিবির। কংগ্রেস,সিপিএম এবং নির্দল থেকে পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান সহ ৭ সদস্য যোগ দিল তৃণমূলে। জোটের দখলে থাকা পঞ্চায়েত খিনিয়ে নেওয়ার দাবি তৃণমূলের। লোকসভার আগে আত্মবিশ্বাসী শাসক শিবির। যদিও এই যোগদান কে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিরোধীরা। তাদের পাল্টা দাবি পঞ্চায়েত জোটের দখলেই থাকবে। সাথে দুর্নীতি এবং মিথ্যা মামলা নিয়ে িশানা তৃণমূল এবং পুলিশকে। যোগদান নিয়ে তৃুঙ্গ রাজনৈতিক তরঙ্গ।মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতে নাটকীয় মোড়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক জুড়ে ভরাডুবি হয় তৃণমূলের। তৎকালীন ব্লক সভাপতি মানিক দাসের বিরুদ্ধে একাধিক

দুর্নীতির অভিযোগ উঠে। তৃণমূল ছেড়ে অনেকাই নির্দল বা কংগ্রেস সিপিএম জোটের প্রার্থী হয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয় লাভ করে। কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতও হাত ছাড়া হয়ে তৃণমূলে। ২৮ বিশিষ্ট কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল জিতে ৯টি আসনে, কংগ্রেসের দখলে যায় ৬ টি, বিজেপি ৪ টি এবং নির্দলের ঝুলিতে ৪ টি, অন্যদিকে বামদের দখলে ৫ টি। কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি এবং নির্দলের মহাজোট পঞ্চায়েত দখল করে। মহাজোটের দিকে সংখ্যা ছিল ১৯ টি এবং তৃণমূলের দিকে ৯ টি। কিন্তু সেই পঞ্চায়েতেই এবার উলটপুরান। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ (বি) ব্লক তৃণমূলের সভানেত্রী মর্জিনা খাতুন এবং জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধক্ষ্য রবিউল ইসলামের হাত ধরে নির্দল তিনজন, কংগ্রেস থেকে তিনজন এবং সিপিএম থেকে একজন যোগ দিল তৃণমূলে। ফলে সংখ্যা ত্বয়ের বিচারে ২৮ আসনের পঞ্চায়েতে সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে মহাজোেত দলের দাবি তুলছে তৃণমূল। রবিবার দুপুরে বাংকুমা গ্রামে ব্লক সভানেত্রী

‘নেশামুক্ত ডুয়ার্স’ (ড্রাগ ফ্রি ডুয়ার্স) দিবসের ডাক দিল ডুয়ার্স দিবস উদযাপন সমিতি

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ৩ মার্চ : আগামী ২৯শে মার্চ (শুক্রবার) ‘নেশামুক্ত ডুয়ার্স’ (ড্রাগ ফ্রি ডুয়ার্স) দিবসের ডাক দিল ডুয়ার্স দিবস



উদযাপন সমিতি। ২৯শে মার্চে এলেনবাড়ি থেকে কুমারগ্রাম (তিস্তা থেকে সেক্ষো নদী) সারা ডুয়ার্স জুড়ে নেশামুক্ত দিবস পালিত হবে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ আরো বিভিন্ন বিষয়ে দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে ডুয়ার্স এলাকা। বর্তমানে গোদের ওপর বিঘর্কোঁড়া হিসেবে দেখা দিয়েছে যুব সমাজের নেশা আসক্তি। তাই ‘গুড ফ্রাইডে’-এর জাতীয় ছুটির দিনটিকে শুভ কাজে ব্যবহার করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই সমিতি। ২০১০ সাল নাগাদ যখন ডুয়ার্সের পরিস্থিতি পৃথক রাজ্যের দাবিতে অগ্রিগড় হয়ে ওঠে সে সময় ডুয়ার্সের শান্তি, প্রগতি ও উন্নতির লক্ষ্য নিয়ে ১৪ই জানুয়ারী সারা ডুয়ার্স জুড়ে ডুয়ার্স দিবস উদযাপনের শুরু হয়। বিগত ১৪ বছর ধরে এই সমিতি ডুয়ার্সের বিভিন্ন প্রান্তে এই দিনটি পালন করে চলেছে । আজ বিমাগুরি বি. ডি. এস. সি.-এর দুর্গামন্ডপে এক প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় ডুয়ার্সের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, গণ-সংগঠন, সমাজসেবী সংস্থার

করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সংস্থাগুলি তাদের নিজ নিজ ব্যানারে এদিন নেশাবিরোধী বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, পথসভা, মিছিল বা পদযাত্রা, পথনাটিকা, আলোচনা সভা ঞধরনের আরো বহু কর্মসূচী লিতে চলেছে। লায়ন্স ক্লাব ইন্টারনেশ্যনাল প্রাক্তন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর শৈবাল দলগুপ্ত এই প্রয়াসকে স্বাগত জানান। তিনি আরো বলেন, আগামী ২৯ শে মার্চ এই দিনটি যাতে ডুয়ার্সে থাকা লায়ন্স ক্লাবগুলির উদ্যোগে পালিত হয় সে বিষয়ে তিনি প্রয়াসী হবেন। জলপাইগুড়ি জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি এবং চামুচি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান সন্দীপ ছেত্রী জানান, ঞধরনের সামাজিক উদ্যোগ বড়ই প্রয়োজন। যুবক-যুবতীরাই বেশি মাত্রায় নেশা আসক্ত হয়। রাজনৈতিক ভেদভাব ভুলে সকলকে সম্মিলিত ভাবে এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে না হলে আমাদের আগামী দিনগুলি অন্ধকারময় হয়ে উঠতে পারে। সভার অন্যতম আয়োজক পুকার লামা ও সভাপতি হাজি মহম্মদ গুলজার জানান- ‘যে কোন মূল্যে

রক্তেশ্বর মুখার্জী ও বিশ্বজি ব্যানার্জী। এই সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে নেশামুক্তি নিয়ে কাজ করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে ধূপগুড়ি ইচ্ছেডানা সংস্থার সম্পাদক অলোক রায় বলেন, ডুয়ার্স ডে উদযাপন সমিতির এই প্রয়াস অত্যন্ত সমর্থোপযোগী। বিমাগুড়ির ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক অমিয় বর্মন বলেন, শুধুমাত্র প্রশাসনিক প্রয়াসেই ডুয়ার্স থেকে নেশামুক্তি সম্ভব নয়। সব ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে একাজে এগিয়ে আসার দরকার। এই দিনের সভায় এমন কিছু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন যারা অতীতে প্রবলভাবে ড্রাগ আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। বর্তমানে সবকিছু কাটিয়ে আবার সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তারা ড্রাগের নেশা থেকে বেরিয়ে আসার অনুভূতিগুলি ব্যক্ত করেনা। ব্রহ্মকুমারীর উপাসক বি. কে প্রভা এদিনের সভায় নেশা মুক্তির জন্য আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মোচন দরকার বলে জানান। অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে নেশা বিরোধী ভাওয়াইয়া গান দিয়ে আসর মাতান লোকশিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মী সৈয়দ নজরুল হক।

মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলায় ৮০ হাজার টাকার জিনিস চুরি, মামলা দায়ের

রাজগড়, ৩ মার্চ : মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলার একটি বাড়ি থেকে সোনা-রুপোর গয়না ও নগদ ১১১০ টাকা চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। শনিবার রাতে এক ব্যক্তি একটি বাড়ি থেকে প্রায় ৮০ হাজার টাকা মূল্যের জিনিস চুরি করে চন্দ্রপট দিয়ে বলে অভিযোগ। রবিবার অভিযোগ পেয়ে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে চুরির

মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। রাজগড় জেলার সুখালিয়া থানা এলাকার গুর্জারখৈডিকলা গ্রামে শনিবার রাতে তালা ভেঙে বাড়ি থেকে সোনা-রুপোর গয়না ও নগদ ১১১০ টাকা চুরি যায়। পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গুর্জারখৈডিকলা গ্রামের বাসিঃদা জগদীশ জানিয়েছেন যে শনিবার রাতে কিছু

অপরিচিত দুচ্ছতীরা খালি বাড়ির তালা ভেঙে আলমারি থেকে নগদ ১,১১০ ১১০ টাকা এবং সোনা-রুপোর গয়না চুরি করে নিয়ে যায়। যার মোট মূল্য ছিল ৮০ হাজার টাকা। পুলিশ রবিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পুলিশ ৪৫৭, ৬৮০ ধারায় অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

তুফানগঞ্জে সরকারি গাছ কেটে বিক্রিও করলেন তৃণমূল নেতা

তুফানগঞ্জ, ৩ মার্চ : কোচবিহারের তুফানগঞ্জে সরকারি দু’টি মূল্যবান গাছ বিক্রি করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে নাটবা।। বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ধলপল ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসবন এলাকায়। সংশ্লিষ্ট বুথের তৃণমূলের বুথ সভাপতি প্রাণকুমার মণ্ডল অবশ্য অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘ রয়েছে সরকারি পুকুর। সেই পুকুরের বাঁধ বাঁধাই করতেই এই গাছ দুটো বিক্রি করেছি।’ যদিও এই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান

তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে। ১৭টি পঞ্চায়েতের মধ্যে তৃণমূলের দখলে ১০টি ও ৭টি বিজেপির দখলে। যে বুথের ঘটনা, সেই বুথটি বিজেপির দখলে রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বুথের বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হেমলতা রায় বলেন, ‘ এলাকায় তৃণমূলের বুথ সভাপতি প্রাণকুমার মণ্ডল একটি অর্জুন, একটি শাল ও অন্য একটি গাছের কিছু অংশ কেটে বিক্রি করে দিয়েছে। আমরা রবিবার তা আটকে দিছি। সরকারি গাছ এইভাবে কেউ বিক্রি করতে পারে না।’

সংবাদিক সন্মেলন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন কার্টোষা সংগঠনিক জেলার সভাপতি গোপাল চট্টোপাধ্যায় তিনি বলেন, কংগ্রেসের আমলে ভারতবর্ষ দুর্বল ছিল একই সাথে পশু ছিল ভারত বর্ষ, কিন্তু মৌদীজি আসার পর অন্যরকম ভারত বর্ষ তৈরি হয়েছে। নারী শক্তির বিকাশ ঘটছে, বিশ্ব দরবারে ভারতের নাম উঠু্ছ দরনে উঠে এসেছে, প্রতিটি ঘরে জল, বিনামূল্যে রেশন, পাকা বাড়ি তৈরি হয়েছে। সাংবাদিক সন্মেলন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন কার্টোষা সংগঠনিক জেলার সভাপতি গোপাল চট্টোপাধ্যায়, জেলার যুব মোঠা সভাপতি স্বপন সরকার, বিধানসভার কোষাধক্ষ্য মানিক লাল সাহা সহ আরও অনেকে।

পঞ্চায়েত ভোটে বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট,মারপিট ইত্যাদি দেখে বিষিয়ে গিয়েছিল মানুষের মন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ মার্চ : নিজের ভোট নিজ দিতে পারেন কি ? গতবার ভোটের সময় ভোটের কি কেউ ধমক চমক দিয়েছিলো ? এবার ভোটে কেউ কি ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে ? নির্বাচন কমিশনের উপর আস্থা কোরোতে কেন্দ্রীয় বাহিনী সাথে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রামবাসীদের কাছেএই প্রশ্নই করে বেড়ালেন জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার আই সি সঞ্জয় দত্তপ্রান্নের সাধারণ মানুষের সাথে মিশে গিয়ে জনবাব চেষ্টা করলেন তাঁদের মনের কথা। একসাথে এত পরিমান কেন্দ্রীয় বাহিনী দেখে মনে সাহস এলো গ্রামবাসীদের। তাঁরাও মন খুলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকদের জানালেন তাঁদের মনের কথা। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মারপিট, বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট ইত্যাদি দেখে ভয়ভীতি ছিলো মানুষের মনে। চৌতম দে নামে এক গ্রামবাসী জানালেন এসে গেছে লোকসভা নির্বাচন। কিন্তু গত

পঞ্চায়েত নির্বাচন দেখে মনে ভয় ছিলো। কিন্তু এবার ভোট ঘোষনার এত আগে থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর তপতরা দেখে মনে সাহস পেলাম।



এবার মনে হচ্ছে লোকসভা ভোট আসন্ন। ভোট শান্তিপূর্ণ হবে। ভবানী শীল নামে অপর এক গ্রামবাসী জানালেন পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর লোকেরা এসেছিলো।

আমাদের প্রশ্ন করলো। জিজ্ঞেস করলো আমরা কি আগের বার নিজের ভোট নিজে দিতে পেরেছিলাম? এবার কেউ কি ভয়

দেখাচ্ছে ? ইত্যাদি নানান প্রশ্ন করলেন। খুব ভালো লাগলো। আমরাও আমাদের মনের কথা খুলে বললাম। সব দেখে মনে হচ্ছে এবার শান্তিপূর্ণ ভোট হবে।

বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই দেওয়াল লিখন এবং প্রচারে নেমে পড়লেন খগেন মূর্মু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ মার্চ : লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা না হলেও, বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই দেওয়াল লিখন এবং প্রচারে নেমে পড়লেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মূর্মু । আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন খগেন মূর্মু । অন্যদিকে দক্ষিণ মালদার বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন শ্রীকৃা মিত্র চৌধুরী । শনিবার রাতে বিজেপির হাইকমান্ডের পক্ষ থেকে প্রার্থী তালিকায় নাম ঘোষণা হতেই জের কদমে প্রচার শুরু হয়েছে মালদায়। রবিবার রীতিমতো পুরাতন মালদার ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহামায়া মন্দিরে পূজা দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিয়েছেন উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থী খগেন মূর্মু । পাশাপাশি এদিন বিজেপি প্রার্থী নিজের নাম দিয়ে দেওয়াল লিখনও করেন। দলীয় প্রার্থী সক্ষে এদিন পুরাতন মালদার বিজেপি দলের বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা সহ দলের জেলা নেতৃত্ব নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেন। উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থী তথা সাংসদ খগেন মূর্মু বলেন,

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে গোটা দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছেন, সেটি মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করছি। আয়ুস্মান

মুচিয়া এলাকায় নির্বাচনী প্রচার শুরু করা হয়েছে এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন বলেও আশাবাদী উত্তর



ভারত থেকে রামার গ্যাসের গরিব মানুষদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়া, কর্মসংস্থানের দিকে ভারতকে বিস্তার মানচিত্রে অন্যত্র স্থানে নিয়ে যাওয়া সবই করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । তাঁর এই উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডই প্রচারের মাধ্যমেই তুলে ধরা হচ্ছে। এদিন পুরাতন মালদার

মালদার বিজেপি প্রার্থী খগেন মূর্মুউল্লেখ্য, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে উত্তর মালদার প্রার্থী হয়েছিলেন খগেন মূর্মু । তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করে সাংসদ হন। পরবর্তীতে দল খগেন মূর্মুকে এবারের উত্তর মালদার বিজেপির প্রার্থী হিসেবে বেছে নিয়েছে।

কিশনগঞ্জে সেপটিক ট্যাংকে পড়ে মৃত্যু তিনটি শিশুর

কিশনগঞ্জ, ৩ মার্চ : সেপটিক ট্যাংকে পাত্ে মৃত্যু হল তিন শিশুর। ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের কিশনগঞ্জের বাঘদুরগঞ্জ পুর এলাকায়। মৃতদের নাম ছোট প্রবীণ (৬), অয়াত প্রবীণ (৫) ও সীমা বানু (৪)। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে। মৃতরা সম্পর্কে ততো ভাই-বোন। জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে বাারি সামনে খেলছিল এই তিন শিশু। সেপটিক ট্যাংকের উপরে উঠে লাফালাফি করছিল তারা। সেই সময় হাইই ট্যাংকের ঢাকনা ভেঙে ভিতরে পড়ে যায় তিনজন। এদিকে, শিশুদের না দেখতে পেয়ে তাদের খোঁজ শুরু করেন পরিবারের লোকজন। পরে বিষয়টি নজরে আসে তাদের। এরপর ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে দেহ তিনটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তরাখণ্ডের নতুন তেহরিতে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ১ ব্যক্তি

নতুন তেহরি, ৩ মার্চ : উত্তরাখণ্ডের নতুন তেহরি শহরে একটি গাড়ি গভীর খাদে পড়ে গেলে এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। শনিবার গভীর রাতে গাড়িটি ৫০০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। গাড়ির আরোহী এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। তাকে চিকিৎসার জন্য দৌরাদী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। রবিবার পুলিশের মিডিয়া সূত্রে এসে এই তথ্য জানা গিয়েছে। রবিবার সকালে পুলিশ এই দুর্ঘটনার খবর পায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ বাহিনী। আহতের নাম, বিক্রম সিং (৪৯)। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান যে কুয়াশা ও অন্ধকারের কারণেই গাড়ির আরোহী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেলে গাড়িটি ৫০০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায়।

গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী গৃহবধূ, তদন্তে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ

দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩ মার্চ : বাপের বাড়িতে বেড়াতে এসে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল এক গৃহবধূ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাজি ঘটছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত অশোকগ্রামে। মৃত গৃহবধুর নাম জয়শ্রী রায় (২৪)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল ১০টায় সে তার শশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি অশোকগ্রামে পৌঁছয়। এরপর শনিবার বিকেলে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে ওই গৃহবধূ। বাড়িতে সেই সময় কেউ ছিল না। এরপর বাড়ির লোকের নজরে বিষয়টি আসতেই তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। রবিবার সকালে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ মৃতদেহাটী উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য দেহাট পাঠিয়ে পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। ঠিক কি কারণে সে আত্মহনের পথ বেছে নিল তা নিয়ে ধন্দে রয়েছে পরিবারের লোকজন।

স্বাধীনতা সংগ্রামী রামকৃষ্ণ খত্রীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন মোহন যাদব

ভোপাল, ৩ মার্চ : স্বাধীনতা সংগ্রামী রামকৃষ্ণ খত্রীর কাজ সর্বদা আমাদের দেশের স্বার্থে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে, ওঁনার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে একথাই লেখেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। তিনি রবিবার বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী রামকৃষ্ণ খত্রীকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, কাকেরি ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী, স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সাহসী যোদ্ধা এবং বহু ভাষায় বিশেষজ্ঞ রামকৃষ্ণ খত্রী জিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। আপনার কাজ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, আপনার কাজ সর্বদা আমাদের দেশের স্বার্থে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে।

ডার্বির ভবিষ্যৎ ঘিরে একগুচ্ছ সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ মার্চঃ বড় ম্যাচ কবে? প্রশ্ন এখন একটাই। ১০ মার্চের ডার্বি এখনও পর্যন্ত অনিশ্চিত তৃণমূলের ব্রিগেড সমাবেশের কারণে। বিধাননগর কমিশনারের আয়োজক ইস্টবেঙ্গলকে জানিয়ে দিয়েছে, ১০ মার্চের ডার্বিতে পর্যাণ্ড পুলিশ দেওয়া যাবে না। আইনশৃঙ্খলাজনিত কারণে বাঙালির বড় ম্যাচের ভাগ্য এখনও নির্ধারিত হয়নি। ৯ আর ১০ তারিখ

মোহনবাগানের খেলা আছে ১৩ তারিখ। তাদের ১১ তারিখ খেলতে আপত্তি নেই ঠিকই, তবে শর্ত একটাই। সেক্ষেত্রে ১৩ তারিখের ম্যাচটা একদিন পিছিয়ে ১৪ তারিখ করতে হবে। মনে করা হচ্ছে, সোমবার বড় ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যেতে পারে। ৯ কিংবা ১০ তারিখ বড় ম্যাচ অয়োজন মানে বিধাননগর পুলিশের কাছে বাড়তি চ্যালেঞ্জ। আয়োজক ইস্টবেঙ্গল



বড় ম্যাচের জন্য পুলিশ নিরাপত্তা দিতে পারবে না বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেরা। এদিকে সপ্তাহান্তে ছাড়া বড় ম্যাচ অয়োজন করতে চায় না এফএসডিএলও। বিধাননগরের তরফ থেকে ১১ তারিখ বড় ম্যাচ অয়োজনের প্রস্তাব দেওয়া। তাতে সায় দেয়নি এফএসডিএল। এমনকি

মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে, ডার্বিটাকে শহরের বাইরে না নিয়ে যেতে। বড় ম্যাচ থেকে যে গেটসেল হয়, তা হাতছাড়া করতে রাজি নয় লাল-হলুদ। ভাবনায় উঠছে জামদেপুর্ন বা গুয়াহাটির মতো ভেনু। একটা অংশ মনে করছে ডার্বির বিরুদ্ধে তারিখ না পেয়ে হয়তো ১০ তারিখ সাড়ে সাতটার বদলে সাড়ে আটটার

রঞ্জি সেমিফাইনালে মন্ত্রীর সেধুরিতে এগিয়ে এমপি

বিদর্ভ, ৩ মার্চঃ আবেশ খান, ডেক্সটেশ আরায়ারদের বোলিংয়ে রঞ্জির প্রথম দিন স্বস্তিতে ছিল মধ্যপ্রদেশ। দ্বিতীয় দিনও মধ্যপ্রদেশকেই চালকের আসনে বলা যায়। রঞ্জি ট্রফির প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি বিদর্ভ ও মধ্যপ্রদেশ। প্রথম ইনিংসে বিদর্ভকে ১৭০ রানেই অলআউট করে মধ্যপ্রদেশ। জবাবে ২৫২ করে তারা। রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনাল চলছে। দ্বিতীয় ইনিংসেও চাপে বিদর্ভ। প্রথম ইনিংসে ২৫২ রান করে মধ্যপ্রদেশ। শুরুতেই অবশ্য যশ দুবের উইকেট হারায় মধ্যপ্রদেশ। আর এক ওপেনার হিমাংশু মন্ত্রী ভরসা দেন মধ্যপ্রদেশকে। ছোট ছোট পার্টনারশিপে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান। নকআউটের ম্যাচে বরাবরই



গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাশেন মধ্যপ্রদেশের কিপার ব্যাটার হিমাংশু মন্ত্রী। এই ম্যাচের তার অন্যথা হল না। মধ্যপ্রদেশ ইনিংসে সপ্তম উইকেট হিসেবে আউট হন মন্ত্রী। ২৬৫ বলে ১২৬ রানের অনন্যদ্বি ইনিংস খেলেন হিমাংশু। ১৩টি বাউন্ডারি এবং ১টি ওভার বাউন্ডারি মারেন। তিনি আউট হতেই মধ্যপ্রদেশ ইনিংস আর খুব বেশি এগায়নি। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমেও স্বস্তিতে নেই বিদর্ভ। বোলিং ওপেন করেন প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নেওয়া আবেশ খান। ইনিংসের তৃতীয় ওভারেই অর্থার তাইডডেকে ফেলান আবেশ। দ্বিতীয় দিন ৪ ওভার ব্যাট করে ১ উইকেটে ১৩ রান বিদর্ভ। মধ্যপ্রদেশ এখনও এগিয়ে ৬৯ রানে।

সাই সাই ঘুরল বল! রঞ্জির সেমিতে দিশেহারা শ্রেয়সরা, লড়লেন শার্দূল

মুম্বই, ৩ মার্চঃ ঐতিহ্যবাহী রঞ্জি ট্রফির চলতি মরসুম শেষের পথে। চলছে জোড়া সেমিফাইনাল। এক সেমিফাইনালে মুখোমুখি অজিঙ্ক রাহানের মুম্বই ও সাই কিশোরের তামিলনাড়ু। এবং আর এক সেমিফাইনালে মুখোমুখি অক্ষয় ওয়াডেকরের বিদর্ভ ও শুভম শর্মার মধ্যপ্রদেশ। সেমিফাইনালের পালা শেষ হলোই ১০ মার্চ থেকে শুরু হবে এ বারের রঞ্জির ফাইনাল। মুম্বইয়ের বিকেসি গ্রাউন্ডে তামিলনাড়ুর ক্যাপ্টেন সাই কিশোরের বোলিংয়ের বাঁয়ে ধুকছে অজিঙ্ক রাহানের মুম্বই। চলতি মরসুমে অনবদ্য বোলিং করছেন সাই। নকআউটেও ছলে উঠেছেন। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ৫ উইকেট তুলে নিয়ে মুম্বির খানদের বিরাট চাপে ফেলে দিয়েছেন সাই। তারকাখচিত মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তামিলনাড়ুর ক্যাপ্টেন সাই কিশোর। ১৪৬ রানে গুটিয়ে যায় তামিলনাড়ুর প্রথম ইনিংস। শার্দূল-তুষার-মুশিরদের দাপুটে বোলিংয়ে ওয়াশিংটন সুন্দর (৪৩) ও বিজয় শংকর (৪৪) ছাড়া কেউ সেই রান করতেই পারেননি। মুম্বইয়ের ওপেনিং জুটি সেমিফাইনালের প্রথম ইনিংসে দাগ কাটতে পারেনি। পৃথ্বী শ ও রান করেন। কুলদীপ সেন তামিলনাড়ুর হয়ে উইকেটের খাতা খোলেন। এরপর ক্যাপ্টেন সাই কিশোর বোলিং নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করেন। নিরামিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে মুম্বই। ১০৬-৭ থেকে মুম্বইকে লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনেন অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুর। সেমিফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে, শ্রেয়স আইয়ার, পৃথ্বী শ-র মতো ক্রিকেটাররা রান পাননি। মুম্বইয়ের টপ অর্ডার দেখলে সরফরাজ খানের ভাই



মুশির খান (৫৫) ছাড়া কারও ব্যাট চলেনি। সেখানে ৯ নম্বরে নেমে সেধুরি হাকিয়ে প্রথম ইনিংসে মুম্বইকে অল্লাজেন দিয়েছেন শার্দূল। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে শার্দূল ঠাকুরের এটাই প্রথম সেধুরি। তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে ৮৯ বলে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছে যান শার্দূল। অষ্টম উইকেটে শার্দূল প্রথমে জুটি বাঁধেন হার্দিক তোমারের সঙ্গে। তাঁদের ১০০ রানের পার্টনারশিপ ভালো তরফ কোটায়নি আসেন শার্দূলকে সঙ্গ দিতে। ৮০.৫ ওভারে অজিত রায়ের বলে ৯০ মিনিটারে ছক্কা হাকিয়ে ৯৫ থেকে ১০১ রানে পৌঁছে যান শার্দূল ঠাকুর। এই সেধুরি পূরণ করার পথে ১২টি চার ও ৪টি ছয় মেরেছেন শার্দূল। তার শতরান দেখে ভাগআউটে থাকা মুম্বই অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানেও উদ্ধ্বস্ত মেতে ওঠেন। সেমিফাইনালে ব্যাট হাতে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আগে মুম্বইরে হয়ে বোলিং করার সময় ১৪ ওভার বলে করে ২ উইকেট নিয়েছিলেন শার্দূল ঠাকুর। শেষ অবধি ১০৪ বলে ১০৯ রান করে মাঠ ছাড়েন লর্ড শার্দূল। আসর আইপিএলে তিনিই হতে চলেছেন মহেশ্ব সিং খোনির চেনাই সুপার কিংসের এক্স ফাক্টরি। এ বারের রঞ্জি ট্রফিতে এখনও অবধি (সেমিফাইনাল ম্যাচ চলছে, তাতে প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়া অবধি) ৯টি ম্যাচে ৫২টি উইকেট নিয়েছেন তামিলনাড়ুর ক্যাপ্টেন সাই কিশোর। সেমিফাইনালে সাইয়ের ৫ শিকার ভূপেন লালওয়ানি (১৫), মোহিত অবন্তি (২), অজিঙ্ক রাহানে (১৯), মুশির খান (৫৫) ও সামস মুলানি (০)। রঞ্জি সেমিফাইনালে মুম্বইয়ের হয়ে খেলছেন শ্রেয়স আইয়ার। প্রথম ইনিংসে তাঁর ব্যাট চলেনি। মাত্র ৩ রান করেন তিনি।

মেসি-সুয়ারেজের জোড়া গোল, অপ্রতিরোধ্য মায়ামি

ফ্লোরিডা, ৩ মার্চঃ মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) আগের দুই ম্যাচে সেভাবে ছলে উঠতে পারেনি লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজ জুটি। দুই ম্যাচে মেসি এক গোল পেলেও সুয়ারেজ ছিলেন গোলশূন্য। তবে কে জানত, দুজনই নিজেদের সেরাটা জমিয়ে রেখেছেন ডার্বি ম্যাচের জন্য। নগর-প্রতিদ্বন্দ্বি অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে জোড়া গোল করেছেন দুজনই। সুয়ারেজ আবার দুটি গোলে সহায়তাও করেছেন। মেসি-সুয়ারেজের জোড়া গোলের ম্যাচে অরল্যান্ডো সিটিকে ইন্টার মায়ামি উড়িয়ে দিয়েছে ৫-০ গোলে। অন্য গোলটি এসেছে রবার্ট টেলরের পা থেকে। গত মরসুমে এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সে দ্বিতীয় স্থানে থেকে শেষ করেছিল অরল্যান্ডো। এবারও শিরোপার অন্যতম দাবিদার ভাবা ছিল তাদের। কিন্তু শক্তিশালী এ দলটি মায়ামির সামনে দাঁড়াতেই পারল না। এর আগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মন্টিয়েলের বিপক্ষে ড্র করেছিল তারা। আগের দুই ম্যাচে



মিনিটেই এমএলএসে নিজের প্রথম গোলটি সুয়ারেজ ছিলেন অনবদ্য। বঙ্কের বেশ বাইরে আদায় করে নেন এই উরুগুয়ান তারকা। থেকে আক্রমণটা তৈরি করেন তিনি নিজেই। ডান প্রান্ত থেকে জুলিয়ান প্রেসেলের বাড়ানো

বল দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে জালে জড়ান এই স্ট্রাইকার। এরপর নিজের দ্বিতীয় গোলটি তিনি করেন ১১ মিনিটে। দ্বিতীয় গোলটিতেও



তবে প্রথম গোলে সহায়তাকারী প্রেসেল এই

খুদেদের সঙ্গে শৈশবে ফিরলেন ঋষভ পন্থ, এই খেলাতেও সেরা



দেহরাদুন, ৩ মার্চঃ দিল তো বাচ্চা হ্যায় জি ভারতের উইকেট কিপার ব্যাটার ঋষভ পন্থের ভাইরাল হওয়া এক ভিডিয়ো দেখলে এ কথাই বলতে ইচ্ছে করবে। ২২ গজে দারুণ দারুণ শট খেলা, লম্বা লম্বা ছক্কা হাঁকাতে ওস্তাদ ঋষভ পন্থ যে মার্বেল খেলাতেও তুখোড়, ভিডিয়ো না দেখলে বিশ্বাসই করবেন না। ক্রিকেটে ফেরার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন ঋষভ পন্থ। দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে এই মরসুমেই আইপিএলে ফিরছেন ঋষভ পন্থ। এই খবর মোটাটুকি নিশ্চিত। প্রায় প্রতিদিনই ঋষভকে নিয়ে খুশির খবর পাচ্ছেন তাঁর অনুরাগীরা। এ বার নিজের ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে পন্থ শেয়ার করলেন খুদেদের সঙ্গে মার্বেল খেলার এক মিস্টি ভিডিয়ো। যা বাড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। পাড়ার বেশ কয়েকজন বাচ্চাদের সঙ্গে ঋষভ পন্থ মার্বেল খেলেছেন। এ ভাবেই শৈশবে ফিরে গিয়েছেন পন্থ। তিনি ক্যাপিটালসের সঙ্গে মার্বেল খেলার ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে একটি সাদা শর্টস ও সাদা টুপি পরা বয়েছেন। সেই সময় পন্থের গায়ে ছিল একটি রঙিন শাট। পায়ে সাদা স্লিঙ্গার। আর তিনি মুখ ঢেকেছিলেন একটি কাপড়ে। ওই ভিডিয়ারে রেখেছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মহারাজ জানিয়েছেন, ঋষভ পন্থ কিট হয়ে গেলেও তাঁকে নিয়ে তাড়াছড়ো করতে চান না। ২২ মার্চ শুরু হবে এ বারের আইপিএল। ১৭তম আইপিএলের দ্বিতীয় দিনই রয়েছে ডাবল হেডার। ২৩ মার্চ বিকেল ৩.৩০ মিনিটে পঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে আইপিএল যাত্রা শুরু করবে দিল্লি ক্যাপিটালস।

সামনে বিশ্বকাপও, দুই লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু সঞ্জু স্যামসনের



জমপুর, ৩ মার্চঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের প্রথম দু সপ্তাহের সূচি ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। দেশে সাধারণ নির্বাচনের কথা ভেবেই পূর্ণ সূচি তৈরি করা হয়নি। নির্বাচনের দিন ঘোষণা হলেই ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের বাকি অংশের সূচি ঠিক করা হতে পারে। এ বারের আইপিএল শুরু হচ্ছে ২২ মার্চ। উদ্বোধনী ম্যাচ চেন্নাইয়ের চিপকো। প্রথম ম্যাচেই মাঠে নামছেন মহেশ্ব সিং খোনি। আইপিএলের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন আর এক কিপার ব্যাটার ক্যাপ্টেন সঞ্জু স্যামসন। আগামী ২২ মার্চ আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি চেন্নাই সুপার কিংস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। মহেশ্ব সিং খোনিকে দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেট প্রেমীরা। তিনি একই নন, ভারতীয় ক্রিকেটের তারকা এবং বিদেশি ক্রিকেটারদেরও দেখা যাবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে। অনেক তরুণ ক্রিকেটারের কাছে আইপিএলই দক্ষতা প্রমাণের মঞ্চ। অনেক অভিজ্ঞ প্লেয়ারের কাছেও তাই। জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে আইপিএলে ভালো পারফর্ম করতে পারলে, সুযোগ মিলতে পারে বিশ্বকাপে। সেটাই যেন লক্ষ্য সঞ্জু স্যামসনের। আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। তাঁর নজরে যেনই এই টুর্নামেন্ট, তেনেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। জোড়া লক্ষ্য নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন সঞ্জু স্যামসন। প্র্যাক্টিস গ্রাউন্ডে তাঁর বিশাল কাটআউট। নায়কের মতোই নিজের অল্প ব্যাট তুলে মিলেন ক্যাপ্টেন সঞ্জু স্যামসন। বিক্ষংসী ব্যাটিংয়ে যেন বার্তা, মাঠে নামতে প্রস্তুত। এ বারের আইপিএলের তৃতীয় দিন অর্থাৎ ২৪ মার্চ মাঠে নামছে রাজস্থান রয়্যালস। তাদের প্রথম প্রতিপক্ষ লোকেশ রাহুলের নেতৃত্বাধীন লখনউ সুপার জায়ান্টস।



সবচেয়ে বেশি ১১টি ম্যাচ খেলেছে অস্ট্রেলিয়া। এই মুহূর্তে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে থাকা ভারতের পয়েন্ট ৬২। ভারতের পয়েন্ট শতাব্দি ৬৪.৫৮। দ্বিতীয় স্থানে থাকা নিউজিল্যান্ডের পয়েন্ট ৩৬। এবং পয়েন্ট শতাংশ ৬০.০০। আর তিন নম্বরে থাকা অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট ৭৮। আর পয়েন্ট শতাংশ ৫৯.০৯। এই মুহূর্তে আইসিসি টিম র‍্যাঙ্কিংয়ে নজর

রাখলে ভারতের দাপট দেখা যাবে। কারণ বর্তমানে বিশ্বের এক নম্বর টেস্ট টিম ভারত। অবশ্য প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়াও আইসিসি টেস্ট টিমের ক্রমতালিকায় রোহিত শর্মার টিমের সঙ্গে একসনে রয়েছে। আইসিসির এক নম্বর ওডিআই এবং এক নম্বর টি-২০ টিমও এখন টিম ইন্ডিয়া। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবলেও জ্বলজ্বল করছে ভারতের নাম। বিশ্ব টেস্ট

ঈশানকে চুক্তি থেকে বাদ দেওয়ার আগে বোর্ডের কথা বলান উচিত ছিল, বলছেন সৌরভ

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চঃ ঈশান কিশান ও শ্রেয়স আইয়ারের বোর্ডের চুক্তি থেকে ছাটাই হওয়া নিয়ে ভালই বিতর্ক চলছে। বোর্ডের নির্দেশ না মেনে ওই দুই ক্রিকেটার বাতিল হয়েছেন। ঈশান রঞ্জি ট্রফি না খেলে অফিস টুর্নামেন্ট খেলেছেন মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাণ্ডিল স্টেডিয়ামে। শ্রেয়স আবার ভারতীয় শিবিরে যোগ না দিয়ে কেকেআর অ্যাকাডেমিতে প্রস্তুতি সেয়েছেন। এই ঘটনায় আবার ঈশানের পাশে দাঁড়িয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, “ঈশান তো ভারতের তিন ফরম্যাটেই নিয়মিত সদস্য ছিল। আচমকা কী এমন হল, ঈশানকে বাতিল করে দেওয়া হল চুক্তি থেকে। আমার তো মনে হয় বোর্ড সচিব জয় শাহ ও সভাপতি রঞ্জার বিনির ওর সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল। না কথা বলে ঠিক কাজ করেনি। কারণ ঈশানেরও হয়তো কিছু বলায় থাকতে পারত।” সৌরভ অবশ্য মানছেন জাতীয় দল ও আইপিএলে ভারতীয় যে ক্রিকেটাররা খেলেন, তাঁদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা উচিত।

ঋষভ পন্থের মতো ভয়াবহ!

বাইক দুর্ঘটনার কবলে গুজরাট টাইটান্সের কিপার রবিন মিজু

রাঁচি, ৩ মার্চঃ দরজায় কড়া নাড়ছে ভারতের কোটিপতি ক্রিকেট লিগ আইপিএল। কমবেশি ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজি নিজেদের মতো করে নেমে পড়েছে আইপিএলের প্রস্তুতিতে। যে সকল ভারতীয় ক্রিকেটাররা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ব্যস্ত তাঁরা অবশ্য আইপিএলের প্রস্তুতি এখনও শুরু করেননি। ধরমাশালায় ৭ মার্চ থেকে শুরু হবে ভারত ও ইংল্যান্ডের পঞ্চম টেস্ট। তার জন্য কড়া অনুশীলন করছেন ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার শুভমন গিল। এ বারের আইপিএলে গুজরাট টাইটান্স টিমকে নেতৃত্ব দেবেন শুভমন গিল। ভারতীয় ক্রিকেটের মহাযজ্ঞ আইপিএল শুরু হওয়ার আগে এ বার বাইক দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন গুজরাট টাইটান্সের কিপার। ক্রিকেটারদের দুর্ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসলেই সকলের মনে পড়ে যায় ভারতীয় ক্রিকেট কিপার ব্যাটার ঋষভ পন্থের ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার কথা। গুজরাটের ক্রিকেটারের দুর্ঘটনা অবশ্য ঋষভ পন্থের মতো অতটা মারাত্মক নয়। এ বারের আইপিএলের নিলামে

সাদা ফেলেছিলেন রবিন মিজু। তিনি প্রথম আদিবাসী ক্রিকেটার, যিনি আইপিএলে টিম পেয়েছেন।



শীঘ্রই তাঁর গুজরাট শিবিরে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। এ বার তিনিই এক বাইক দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন। ঝাড়খন্ডের উইকেটকিপার ব্যাটার রবিন মিজু সুপারবাইক কাওয়াসাকি চালাচ্ছিলেন। জানা গিয়েছে, তাঁর বাইকের সঙ্গে অন্য একটি

বাইকের ধাক্কা লাগে। যার ফলে নিমন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন রবিন। তাতেই ঘটে দুর্ঘটনা। শোনা যাচ্ছে, ডান হাটুতে চোট পেয়েছেন রবিন। গুজরাট টাইটান্স এ বারের আইপিএলের নিলামে ২১ বছর বয়সী রবিনকে ৩.৬০ কোটি টাকায় টিমে নিয়েছে। তাঁর বাবা ফ্রান্সিস মিজু হেলের দুর্ঘটনার খবর নিশ্চিত করেছেন। জানা গিয়েছে, রবিনের আঘাত গুরুতর নয়। দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটি স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সংবাদ মাধ্যমকে রবিন মিজুর বাবা বলেছেন, “একটা অন্য বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় ও নিহত হয়ে ফেলেছিল। এই মুহূর্তের চিন্তার কিছু নেই। ও আপাতত পর্ষবেক্ষণে রয়েছেন।” রবিনের চোট কতটা গুরুতর তা জানার অপেক্ষায় গুজরাটের অনুরাগীরা। তিনি উইকেটকিপার ব্যাটার। ফলে রবিনের যদি হাটুতে গুরুতর চোট লেগে থাকে তা হলে এ বারের আইপিএলে তাঁর খেলা হয়তো হয়ে উঠবে না। আপাতত গুজরাটের অনুরাগীরা রবিনের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৬ বর্ষ • চতুর্থ সংখ্যা • ১ মার্চ ২০২৪

সংক্রমণের চিকিৎসা

- আবির কিংবা বাইরের রঙ না মাখিয়েও মনকে রঙীন করা সম্ভব
- সঠিক সময়েরে ধরা পড়লে কোলন ক্যান্সার নিরাময় সম্ভব
- কোলন ক্যান্সার
- বর্তমানে হাটের ডায়েট রিসেসামেন্ট এখন আরও নিশ্চিত, সফল ও নিরাপদ
- হাট আঁটাক কি প্রতিরোধ করা সম্ভব?
- যুদ্ধে ডালা ভাব? ইউরোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়া জরুরী
- মূত্রের সংক্রমণ — দাঁদ
- সংক্রমক রোগের পাঁচালী

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন